নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ০৪ বৈশাখ – ১০ বৈশাখ, ১৪৩৩ ঃ ১৮ এপ্রিল – ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ | Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 25, 18 April - 24 April, 2026 | ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যে রেশন দুর্নীতির এক নতুন মামলার তদন্তে

নেমে কলকাতার পোদ্দার কোর্ট, মিন্টো পার্ক, লর্ড সিনহা রোড এবং রানীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি, বনগাঁ–হাবড়ার মোট ১২ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালালো ইডি।

রবিবার : ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচন

ঘিরে গন্ডগোলের জেরে আক্রান্ত হয়েছিলেন এক বিজেপি নেত্রী। বোমা মারা হয় তার বাড়িতে। সেই মামলায় ভোটের মুখে নন্দীগ্রামের ৪৩ জন তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ দিয়ে ডেকে পাঠালো এনআইএ।

সোমবার : বুকে সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি হয়ে মুম্বাইয়ের ব্রিচ

ক্যান্ডি হাসপাতালে ৯২ বছরে পরলোকগমন করেন ভারতের সবচেয়ে বর্ণময় গায়িকা আশা ভোঁসলে। সবরকম গানে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। রাহুল দেব বর্মনের সঙ্গে জুটি বেঁধে মাতিয়ে দিয়ে গেছেন গানের দুনিয়া।

মঙ্গলবার : বাংলার এসআইআর–এ বিচারের পরে বাদ

পড়া ২৭ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য নির্ধারণ হবে ট্রাইবুনালে। কিন্তু তারা ভোট দিতে পারবে কিনা তা পরিষ্কার হল না সুপ্রীম কোর্টের শুনানীতে। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা ফ্রিজ হলেও তাতে হস্তক্ষেপ করলো না শীর্ষ আদালত।

বুধবার : কয়লা পাচারের টাকা পাচারের মামলায় ধৃত আইপ্যাকের

অন্যতম ডিরেক্টর ভিনেশ চান্ডিলকে ১০ দিনের ইডি হেফাজত দিল দিল্লির পাটিয়ালা হাউজ কোর্ট। শমন করা হয়েছে আই প্যাকের মালিক প্রতীক জৈনের স্ত্রী ও ভাইকেও।

বৃহস্পতিবার: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোনের

পর এবার ইরান প্রশ্নে চিনকে ম্যানেজ করে নিয়েছেন বলে ইঙ্গিত দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ঘোষণা করে দিলেন চিন এবং সকলের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া হয়েছে। ফের আমেরিকা–ইরান বৈঠক হবে বলে সূত্রের খবর।

শুক্রবার: লোকসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে পেশ করা

মহিলাদের ৩৩ আসন বিল। মোট ১৮ ঘণ্টা চর্চা হয় এই বিল নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, রাজনীতি করার জন্য যে বা যারা এই বিল সমর্থন করবেন না মহিলারা তাকে ক্ষমা করবে না।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রি–পোলের সংখ্যা হবে স্বচ্ছ ভোটের মাপকাঠি

ওঙ্কার মিত্র

ভোট কেন্দ্রের ভিতরে–বাইরে সিসি ক্যামেরা, কেন্দ্রে ঢুকতে ত্রি–স্তরিয় চেকিং, এলাকা জুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল, ১০টি বুথ প্রতি ১ টি কুইক রেসপন্স টিমের দাপাদাপি, পর্যবেক্ষকদের নজরদারি। নির্বাচন কমিশন বলছে, এর একটিতেও পান থেকে চুন খসলেই পুনঃনির্বাচন। কারণ ইআরও, ডিইও, সিইও এবং ইসিআই এই চার কন্ট্রোল রুমের চৌকাঠ এবার পেরোতে হবে স্বচ্ছ ভোটের ইমেজকে। ক্যামেরা ঘুরিয়ে, ভেঙে, চাপা দিয়ে বা ঢিলেঢালা চেকিংএর ফাঁক গলে ভয় দেখিয়ে এজেন্ট তাড়ানো ও অবাধে ছাপ্পা দেওয়ার দিন সম্ভবত ফুরোতে চলেছে বাংলায়। বাঙালির বদনাম ঘোচাবার অগ্নিপরীক্ষা আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল।

বুথে সরাসরি হাঙ্গামার কারণে ভোট বন্ধ হয়ে না গেলে চলতি নিয়মে রি–পোল নির্ধারণের পদ্ধতি এতদিন ছিল আলাদা। রিসিভিং সেন্টারে জমা পড়া প্রিসাইডিং অফিসারের ডাইরি ও রিপোর্ট পর্যালোচনা (যাকে পরিভাষায় বলে স্ক্রুটিনি) করেই অবজার্ভার ঠিক করতেন কোনও বুথে রি–পোল হবে কিনা। এক্ষেত্রে পুরোটাই প্রিসাইডিং ও রিটার্নিং অফিসারের স্বচ্ছতা ও সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। বলা

বাহুল্য আজকের রাজনৈতিক বাস্তবে ইচ্ছা থাকলেও এদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করাটাই দস্তুর। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছাপ্পা থেকে বুথ জ্যাম ও সন্ত্রাস চাপা দিয়ে দেয় প্রকৃত জনমতকে। এবার ঠিক এই জায়গাতেই দৃষ্টি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ওয়েব ক্যামেরা চাপা দেওয়া, ঘুরিয়ে দেওয়া, বুথ জ্যামের সিগন্যাল, ভোটারকে বাধা দান, গন্ডগোলের চেষ্টা, যেকোনো কিছুর জন্য দেওয়া হবে রি–পোলের নির্দেশ। ফলে প্রিসাইডিং বা রিটার্নিং অফিসারের মতামত এবার সম্ভবত হারিয়ে যেতে চলেছে রি–পোলের ক্ষেত্রে। এমনকি রাজনৈতিক দলের এজেন্টকে মেরে সরিয়ে দেওয়ার যে ট্রাডিশন বাংলায় চলছে তা বদলাবার কথাও ভাবতে হচ্ছে কমিশনকে।

বাংলার ভোট কালচার যদি না বদলায় তাহলে রি–পোলের দৌলতে আরও দু দফা বাড়তে চলেছে এ রাজ্যের ভোট বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেশকরা। রিপোলের সংখ্যা যত বেশি হবে স্বচ্ছ ভোটের দাবী তত কম, একেবারে ব্যাস্তানুপাতিক অর্থাৎ বাংলায় এবার স্বচ্ছ ভোটের মাপকাঠি হতে চলেছে রি–পোলের সংখ্যা।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে যেভাবে রাজ্য জুড়ে সামান্য দেওয়াল লেখা, ব্যানার পোস্টার নিয়ে রাজনৈতিক হানাহানি শুরু হয়েছে, যেভাবে প্রচার মঞ্চ থেকে প্রতিদিন উস্কানি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাতে এবার রি–পোলের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। এমনকি ভোটের দিন এবার রক্তক্ষয়ী রাজনীতির দেখা মিলতে পারে বলেও তাঁদের ধারণা। অবশ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের আগাম প্রস্তুতি ও নিরাপত্তার আটোসাঁটো ব্যবস্থার মাধ্যমে এবার বাংলায় স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করতে তারা বদ্ধপরিকর। যদিও প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকলে এবং সব কিছু ঠিক ঠাক চললে কেন কমিশনকে বারবার পুলিশ প্রশাসনে রদবদল করতে হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

এরপর দুয়ের পাতায়

নিশির ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিশি ডাক বলতে সাধারণত রাতের নির্জন সময়ে রহস্যময় বা অদৃশ্য কোনো কণ্ঠস্বর দ্বারা নাম ধরে ডাকাকে বোঝানো হয়। এটি লোককথা ও কুসংস্কারের সাথে জড়িত। বিশ্বাস করা হয় যে, এটি অশুভ শক্তির ডাক। এই নিশি ডাক নাকি বাইরে কারোকে বের করে মেরেও ফেলে।

অনেকে একে কুসংস্কার বা অলীক কল্পনা বলে মনে করলেও এবারের ভোটের আগে বাংলায় নিশির ডাক শোনা যাচ্ছে বলে বহু ভোটার জানাচ্ছেন। একবার নয়, বারবার কিছু ডাক আসছে ফোনের স্ক্রিনে, কিছু সরাসরি বাড়ির দরজায়। তবে এ ডাক শুধু রাতে নয়, শোনা যাচ্ছে দিনের যে কোনো সময়। হঠাৎ করে রিং বেজে উঠছে ফোনে। ভেসে আসছে প্রশ্ন, আপনি এবার কাকে ভোট দেবেন? কে আপনি? পাল্টা প্রশ্নে মিলছে পরিচয়। এ নিশি কখনও কোনো সংস্থা, কখনও ব্যক্তি। চারিদিকে ভোটের সমীক্ষা চলছে। এই নিশিরা নাকি সেইসব সমীক্ষার প্রতিনিধি। আমি কাকে ভোট দেব তা আপনাকে বলবো কেন। এই উত্তর শোনা মাত্র নিশি উধাও। স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে আওয়াজ। আবার বিভিন্ন সূত্র মারফত খবর আসছে, অন্য একদল নিশি নাকি ভোটের দিন ভোট দিতে না যাবার ডাক নিয়ে হাজির হচ্ছে ভোটারের দরজায়। বিরুদ্ধে ভোট দিলে প্রকল্পের সুবিধা তো মিলবেই না বরং ঘটতে পারে জীবন হানিও।

এরপর দুয়ের পাতায়

মাতৃশক্তির বজ্র নির্ঘোষ

শক্তি ধর

একটা সময় প্রাপ্ত বয়স্ক ভারতীয় মহিলাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কত যে কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিল তা ভালো জানেন যারা নির্বাচক তালিকা তৈরির কাজে যুক্ত ছিলেন। বারবার ঘরোয়া বৈঠক করে, আবেদন জমা করার আলাদা কেন্দ্র করেও সাড়া পেতে বহু সময় ব্যয় করতে হয়েছে। তবে ভোট কর্মীদের সেই নিরলস প্রচেষ্টা যে

ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ আজকের ভোটযুদ্ধে মাতৃশক্তির বজ্র নির্ঘোষ। ভাতা, অনুদান, স্বীকৃতি নিয়ে সব রাজনৈতিক দল মাতৃবন্দনায় ব্যস্ত।

সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভোটদানের ধরণ সংহত এবং ভোটদানের হার বেশি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মোট নির্বাচকের প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা ভোটাররা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে যাদের মন জয় করার জন্য আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামিল। বাংলায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরমে উঠছে আসন্ন বিধানসভার ভোটের আগে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এবার শাসক তৃণমূলের নারী প্রকল্পকে পিছনে ফেলে দিতে মরিয়া। লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ১৫০০ টাকার পরিবর্তে বিজেপি নিয়ে এসেছে ৩০০০ টাকার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। ৭৫ লক্ষ নারীকে লাখপতি দিদি হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন ফেরি করছে বিজেপি।

এরপর দুয়ের পাতায়

‘উন্নয়নের পাঁচালী’ বনাম ‘ভরসার শপথ’

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন নানা টালবাহানার পর প্রথম দফায় আগামী ২৩ এপ্রিল হতে চলেছে বিভিন্ন বিধানসভায়। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে আগামী ২৯ এপ্রিল। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস একটি ইস্তেহার প্রকাশ করেছে যেটা ‘উন্নয়নের পাঁচালী’– বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে প্রধান বিরোধীদল বিজেপিও তাদের ইস্তেহার প্রকাশ করেছে ‘ভরসার শপথ’ শীর্ষক পুস্তিকার মাধ্যমে। উন্নয়নের পাঁচালী পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, কেন্দ্র সরকারের কাছে বাংলার পাওনা ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। তা সত্ত্বেও গত ১৫ বছর ধরে জন্ম থেকে মৃত্যু সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত এলাকায় জাতি ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এই সরকার কাজ করছে এবং করবে। যুগান্তকারী

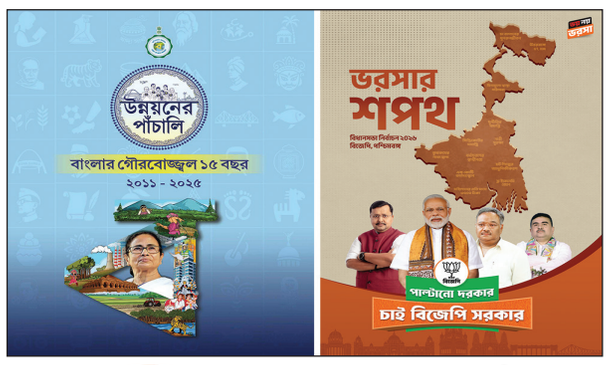

লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় ২.২১ কোটি নারী আর্থিকভাবে ক্ষমতাশালী হয়েছেন। রুপশ্রী প্রকল্পের অধীনে ২২.০২ লক্ষ মহিলাকে বিয়ের জন্য ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সবুজশ্রী প্রকল্পের অধীনে নবজাতকদের মায়েদের ৬৮ লক্ষ্য চারা বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৯ কোটি মানুষ সম্পূর্ণ ভর্তুকিযুক্ত রেশন পেয়েছেন। ২০২৫ সালের মধ্যে ‘জয় জোহার’ এবং ‘তফশিলি বন্ধু’ প্রকল্পের আওতায় মা মাটি মানুষের সরকারের ১৪.৬৪ লক্ষ তফশিলি জাতি ও তফশিলি জনজাতি ভুক্ত প্রবীন নাগরিকদের মোট ৯,১০৮.৪৫ কোটি টাকা পেনশন প্রদান করা হয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

নবান্নর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ করার জন্য নবান্নর পক্ষ থেকে জেলাশাসক এবং এসপিদের হিংসাপ্রবণ এলাকা পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হল। এমনকি একটি টোল ফ্রি নম্বরও কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যেখানে কেউ যদি হুমকির মুখে পড়েন কিংবা কোন শাষানি–চমকানির শিকার হন তাহলে সরাসরি এই টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করলে বিষয়টি গোপন রাখা হবে এবং কমিশন সেক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে তবে যে অভিযোগ জানানো হবে সেটা যেন সত্য হয়। কারণ সবটাই রেকর্ড করে রাখা হবে। টোলফ্রি নম্বরটা হল ১৮০০৩৪৫০০৮। হিংসাপ্রবণ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে ২–৩ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে হবে নবান্নে। পাশাপাশি প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাতে মোবাইল স্যাটেলাইট ওয়ারলেস যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা যায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। মুখ্য সচিবের পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশিকায় আরো বলা হয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত।

এরপর দুয়ের পাতায়

শান্তিপূর্ণ ভোট চায় পূর্ব বর্ধমান

দেবাশিস রায় : বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে দিকে দিকে উন্নয়নকে ইস্যু করে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আমজনতার মন জিতে নেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, বিজেপি থেকে শুরু করে সিপিএম, কংগ্রেস প্রমুখ বিরোধীদলগুলি সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়ে ভোটপ্রচারের ময়দানে আমজনতার নজর কাড়তে লাগাতার সচেষ্ট। তবে পূর্ব বর্ধমানবাসীর কাছে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সর্বত্র শান্তিপূর্ণ ভোটা দান।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ১৫ বছরের রাজত্বে বঙ্গবাসীর জন্য উন্নয়নমূলক অসংখ্য প্রকল্প চালু করেছেন। নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল সরকারের মুখে এই প্রকল্পগুলির সুবিধার কথাই ঘুরে ফিরে আসছে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের এই উন্নয়ন প্রসঙ্গেই একাধিক দুর্নীতির প্রশ্নে তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলে পালাবদলের জন্য জনতার নজর কাড়তে মরিয়া বিরোধীরা। একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, প্রতিদিন জীবন সংগ্রামে নাস্তানাবুঁদ ছাপোষা সাধারণ মানুষের একটা বড়ো অংশই রাজনৈতিকগুলির নানাবিধ ভূমিকায় অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ।

এরপর দুয়ের পাতায়

অসুরক্ষিত রবীন্দ্র সরোবর

প্রীতম দাস : ১৭ এপ্রিল সকাল ৮ : ৩০ নাগাদ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর লেকের জলে ভেসে ওঠে প্রবীনের মৃতদেহ। জানা যায়, কলকাতা রোয়িং ক্লাবের এক সদস্য বাইচ নিয়ে যাওয়ার সময় মৃতদেহটিকে প্রথম দেখতে পায়। এরপর দেহটি উদ্ধার জন্য নিরাপত্তা রক্ষী ও প্রাতভ্রমণকারীরা পুলিশকে খবর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীনের স্ত্রীও ঘটনাস্থালে উপস্থিত হয়। তার থেকে প্রাথমিকভাবে জানা যায়, সকালে বেরিয়ে ছিলেন তিনি।

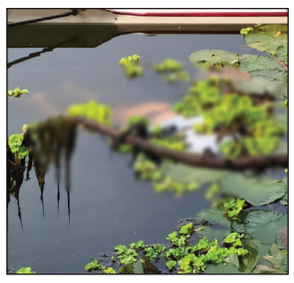

পারিবারিক কোনও অশান্তির কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনুমান করছেন প্রত্যক্ষদর্শী থেকে পুলিশ। কারণ তার মৃতের স্ত্রী বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তাকে কালীঘাট মেট্রো স্টেশন সহ রেল স্টেশনেও তাকে খোজাখুঁজি করেছেন। তদন্ত করছে পুলিশ। তবে এটি নিছকই দুর্ঘটনা নাকি অত্মহত্যা তার পর্যালোচনার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নিত্য প্রাতভ্রমণকারীরা। তাঁদের দাবি, এত বড় একটি জায়গায় কিউআরটিকে ডাকলে তারা এসে পৌঁছায় বেশখানিকটা দেরিতে।

এরপর দুয়ের পাতায়

প্রথম দফায় প্রার্থী প্রায় দেড়হাজার

বরুণ মণ্ডল : অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রাজ্যের ১৬টি জেলার ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ২৩ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। এই কেন্দ্রগুলিতে এই মুহূর্তে মোট ভোটার রয়েছে ৩,৬০,৭৭,১৭১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ১,৮৪,৯৯,৪৯৬ জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ১,৭৫,৭৭,২১০ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৪৬৫ জন। তবে ২১ এপ্রিল বিকেলের পর ভোটার সামান্য বৃদ্ধি পাবে।

প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার মোট ভোটার রয়েছেন ১,২৩,৮০,৩৪৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের মোট ভোটার রয়েছেন ২৫০ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সবচেয়ে বেশি রয়েছে মালদহে। সংখ্যাটা ৬৭ জন। এই ৮টি জেলায় মোট বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ৫৪। সবচেয়ে বেশি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে মালদহ জেলায়। মোট ১২টি।

প্রথম দফায় মুর্শিদাবাদ জেলার মোট ২২টি কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছেন। ভোটার সংখ্যা ৫০,০৭,৯৯৬ জন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি কেন্দ্রে মোট ভোটার আছে ৪১,২২,১৫০ জন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছে ৩৭,৫৪,৫২০ জন। উত্তরবঙ্গের কালিম্পং জেলার সবচেয়ে কম সবকিছু বাদ দিয়ে কালিম্পং কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন মাত্র ২,০১,৬১৯ জন। এই জেলায় মাত্র একটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। কালিম্পং কেন্দ্র। এই জেলায় কোনও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার নেই।

এই দফায় মোট প্রার্থী রয়েছেন ১,৪৭৮ জন। একজন প্রার্থী একাধিক মনোনয়ন দাখিল করতে পারেন। সেই প্রেক্ষিতে প্রার্থীর সংখ্যার তুলনায় মোট মনোনয়ন পত্রের সংখ্যা একটু বেশি। কোচবিহার দক্ষিণ(৪) ও উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি(৩২) ও ইটাহার(৩৬) বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন সবচেয়ে বেশি ১৫ জন করে। একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে(ইভিএম) মোট ১৬ জন প্রার্থী নাম লেখা যেতে পারে। সবচেয়ে কম প্রার্থী রয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা(২৩২) বিধানসভা কেন্দ্রে। মোট প্রার্থী সংখ্যা ৫ জন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ – এর সপ্তদশ বিধানসভার নির্বাচনেও এই কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন ৫ জন।

কোচবিহার জেলায় রয়েছে ৯টি বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে মোট প্রার্থী রয়েছেন ৯৮ জন। আলিপুরদুয়ার জেলায় রয়েছে ৫টি বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে মোট প্রার্থী রয়েছেন ৪৫ জন। জলপাইগুড়ি জেলায় রয়েছে ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে মোট প্রার্থী রয়েছেন ৮৫ জন। কালিম্পং জেলার ১টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ৭জন। দার্জিলিং জেলায় রয়েছে ৫টি বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে মোট প্রার্থী রয়েছেন ৪১ জন। উত্তর দিনাজপুর জেলায় রয়েছে ৯টি বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে মোট প্রার্থী রয়েছেন ১১৫ জন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রয়েছে ৬টি বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে মোট প্রার্থী রয়েছেন ৫৮ জন। মালদহ জেলায় রয়েছে ১২টি বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে মোট প্রার্থী রয়েছে ১৩৬ জন। মুর্শিদাবাদ জেলার ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ২২০ জন। বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ১০৯ জন। পশ্চিম বর্ধমান জেলার ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ৮৫ জন। পুরুলিয়া জেলার ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ৮৬ জন। বাঁকুড়া জেলার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ৯৬ জন। ঝাড়গ্রাম জেলার ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ৩৯ জন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ১২২ জন। এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ১৩৩ জন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ১৫২টি আসনে যে ১,৪৭৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে, তার মধ্যে মহিলা প্রার্থী রয়েছেন মাত্র ১৬৭ জন। যা মাত্র ১১.৩০ শতাংশ। সুতরাং এখান থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, হয় এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি হয় মহিলাদের প্রার্থী করছে না। নয় তো এ রাজ্যের মহিলারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণই করতে চাইছে না। তা না হলে এরাজ্যের মহিলারা ৩৩ শতাংশ থেকে এতোটা পিছিয়ে থাকে?

এরপর দুয়ের পাতায়

হ্যাটট্রিকের পর এবার চতুর্থ লড়াই আশিস মার্জিতের

রুমা খাতুন, খড়গ্রাম : মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে এবারও রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। টানা তিনবারের জয়ের পর ফের প্রার্থী হিসেবে মাঠে নেমেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আশিস মার্জিত। ২০১১ ও ২০২১–এর সাফল্যের পর ২০২৬–এর নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করায় স্বাভাবিকভাবেই উজ্জীবিত ঘাসফুল শিবির। টিকিট পাওয়ার পর থেকেই জোরকদমে শুরু হয়েছে তাঁর নির্বাচনী প্রচার, আর সেই প্রচারে জনসমর্থনের ছবিও স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিভিন্ন এলাকায়।

প্রচারের শুরুতেই বালিয়া পঞ্চায়েতের খড়সা মোড়ে বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন আশিস মার্জিত। এরপরই শুরু হয় তাঁর ম্যারাথন জনসংযোগ। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও খোলা গাড়িতে চড়ে গ্রাম থেকে গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। পথের ধারে কোথাও মহিলাদের পুষ্পবৃষ্টি, কোথাও আবার মিষ্টিমুখ– সব মিলিয়ে উৎসবের আবহে জমে উঠেছে প্রচার।বন্যাক্রান্ত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ভোট প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল প্রার্থী আশিস মার্জিত। তাঁর শিকড় জড়িয়ে রয়েছে খড়গ্রাম থানার পদমকান্দি অঞ্চলের ছোট্ট জনপদ পাতডাঙ্গায়। সেখানেই

তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ভোট প্রচারের শুরুতে নিজের বাড়িতে গিয়ে মা সন্ধ্যা রানী মার্জিতের প্রণাম নিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে ফের মাঠে নামেন তিনি।

নিজের জয় নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আশিস মার্জিত।

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

ট্রাম্প ম্যাজিক শেষ

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহের শিরোনামে বাজারে স্বস্তির নিঃশ্বাস দিয়ে যে লেখা শুরু করেছিলাম এই সপ্তাহে তারই কন্টিনিউয়েশন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য নিজেই নিজের উপর বিরক্ত। তার ওপর তার দেশের সরকারি বিধি নিষেধ চাপিয়ে দিয়েছে যে ইচ্ছামতো যা খুশি তাই তিনি বলতে বা করতে পারবেন না এটা যথেষ্ট স্বস্তিকর। মিনিট সময় বাজার ওপেন থাকে বাকি সময় সারা বিশ্বে যা হচ্ছে তার রিফ্লেকশন এই বাজারে আসছে। তাই ভারতীয় বাজারের সময় নিয়েও বিশেষজ্ঞদের ভাবতে হবে যেখানে প্রত্যেকটা মুহূর্তই এখনকার দিনে অঘটন পটিয়সী সেখানে মাত্র ২৫% সময় মার্কেট খোলা রেখে ভারতীয় বাজারে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি অনাবশ্যক বাড়িয়ে তুলছে না তো! আগামী সপ্তাহে বাজার উপরের দিকে ২৪,৫০০ থেকে ২৪,৮০০ এবং নিচের দিকে ২৩,৫০০ এই রেঞ্জের

ইরানের সাথে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং আমরা সবাই একটা সুস্থ সমাধানের দিকে এগিয়ে যাতে করে কাচা তেল যার উপর সমগ্র অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে তার অবাধ যাতায়াত বলা ভালো হরমুজ প্রণালী আবার আগের ছন্দে ফিরে আসুক। আজ বৃহস্পতিবার সকালে এই লেখা যখন লিখছি তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৬৩০০-এর কাছাকাছি যা বিগত সপ্তাহে আমাদের দেওয়া যে রেঞ্জ, তার মধ্যেই রয়েছে। বাজারে এখনো নিয়মিত ভিত্তিতে গ্যাপ আপ কিংবা গ্যাপ ডাউন ঘটেই চলেছে এটা যথেষ্ট বিড়ম্বনার কেন না ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র ৬ ঘন্টা ১৫ মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আনন্দের কথা এই যে মাননীয় ট্রাম্প সাহেবের টুইট ম্যাজিক আর কাজ করছে না অর্থাৎ ওনার টুইটকে আর কেউ সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না। কাঁচা তেলের দাম যেখানে ১০,৫০০ টাকা পর্যন্ত চলে গেছিল সেটা কমে এই মুহূর্তে ৮,৫০০ টাকার কাছাকাছি। বাজারকে তখনই আমরা এই তেল সংকট থেকে মুক্ত বলবো বা বলতে পারব যখন এই কাঁচা তেল ৬,০০০ টাকার নিচে আসা শুরু হবে। এখন দেখা যাক এই অনৈতিক যুদ্ধে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সেটা কাটিয়ে বাজার তার নিজস্ব গতি ফিরে পায় কিনা।

অসুরক্ষিত রবীন্দ্র সরোবর

প্রথম পাতার পর

আসার পরেও তারা নিছকই ছিল দর্শক কারণ, মৃতদেহ উদ্ধার করার মত কোনও সামগ্রী তাদের কাছে ছিল না। শেষমেষ প্রাতভ্রমণকারীরাই জলে নেমে মৃতদেহটি তুলতে সাহায্য করে। অন্তত পক্ষে একটি দড়িও যদি থাকতো তাহলে চটজলদি দেহ তুলে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা যেত। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অব্যবস্থা। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলেও কিউআরটি প্রাণ বাঁচাতে অক্ষম। তারা বলেন, অন্ততপক্ষে লেকের দু-দফায় সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ারদের রাখা প্রয়োজন। যাতে তারা যে কোনও দুর্ঘটনার সময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। কারণ প্রাতভ্রমণে অনেক বয়স্করাও আসেন।

প্রথম দফায় মোট প্রার্থী

প্রথম পাতার পর

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরুষ প্রার্থী রয়েছেন ১,৩১১ জন। যা মোট প্রার্থীর ৮৯.৭০ শতাংশ। প্রথম দফায় মোট ১,৪৭৮ জন প্রার্থীর মধ্যে বিভিন্ন দলের ১০৬ জন পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন। এই ১,৪৭৮ জনের মধ্যে ১৪ জন নিরক্ষর, ২৯ জন সাক্ষর, ৩২ জন পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ, ১৮৩ জন অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ, ২৪৮ জন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, ২৪৭ জন উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, ৩৬১ জন স্নাতক, ৯২ জন পেশাদার স্নাতক, ২২৫ জন স্নাতকোত্তর, ২০ জন ডক্টর উপাধিপ্রাপ্ত এবং ২৬ জন ডিপ্লোমা। অর্থাৎ ১,৪৭৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৪.১০ শতাংশ কলেজ স্তরেই পৌঁছতে পারেনি। অথচ তাঁরা আইন নিয়ে পড়াশুনা না করে রাজ্যের আইনসভার নিম্ন কক্ষের সদস্য-সদস্য নির্বাচিত হবেন। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে কেমন আইন আগামী দিনে তৈরি হবে।

নিশির ডাক

প্রথম পাতার পর

ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে এলাকায় এলাকায় এমন নিশির সংখ্যা নাকি বাড়ছে।

এখন প্রশ্ন, এই নিশির ডাকে সাড়া দেওয়া ভোটারের পরিমাণ কত? মানুষের ভোটাধিকারের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন করার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কমিশন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না কেন? উত্তর অধরা। আশঙ্কা এমন চলতে থাকলে এই নিশি ডাকের তথ্য বড় হয়ে দেখা দিতে পারে ভোট পরবর্তী হিংসার ক্ষেত্রে। পরাজিত দল ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া ভোটারের উপর। তবে এইসব রাজনৈতিক নিশি ডাকে সাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে মানুষকেই। কারণ ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করা যে কোনো নাগরিকের কর্তব্য। অন্যথায় তা অপরাধের সামিল।

বিজেপি নেতা অমিত শাহ বাংলায় পরপর কয়েকটি সভায় বলছেন, এবার তৃণমূলের গুন্ডারা ভোটের দিন বাড়িতে থাকো। নাহলে ৫ মের পর খুঁজে খুঁজে এনে হিসাব হবে। আবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে নাকি ছাপ্পা ভোট দেওয়ানো হতে পারে। নাকি স্লো ভোটিংয়ের পরিকল্পনা চলছে। ইভিএময়েও বিজেপি চিপ ঢুকিয়ে দিতে পারে বলে নেত্রীর আশঙ্কা। এসব কি তাহলে সত্যি নিঃশব্দ সন্ত্রাসের ইঙ্গিত বহন করছে। তবে কি তাঁদের বিশ্বস্ত সূত্র বলে দিচ্ছে এবারও সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচবে না বাংলার ভোট। নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে মরতে হবে শান্তিপূর্ণ ভোটের সম্ভাবনাকে?

লড়াই আশিস মার্জিতের

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার উপর ভরসা রেখেছেন। গত পাঁচ বছরে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আগামী দিনেও মানুষের পাশে থেকেই কাজ করতে চাই। বিরোধীরা এখানে কোনও ফ্যাক্টর নয়, মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই রায় দেবে।'

খড়গ্রামে রাজনৈতিক সমীকরণেও বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। খাসপুর, মণ্ডল ও সিয়াটা—এই তিন গ্রাম থেকে প্রায় ২০০টি পরিবার বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। মন্ডলপুরে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে আশিস মার্জিতের হাত ধরে এই যোগদান সম্পন্ন হয়। ঢাক-ঢোল আর স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা, যা তৃণমূলের বাড়তে থাকা প্রভাবেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

শুধু রাজনৈতিক প্রচার নয়, মানবিক দিকও তুলে ধরেছেন আশিস মার্জিত। প্রচারের মাঝেই জয়পুর গ্রামে এক শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়ান তিনি। আকস্মিক মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান এবং সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। রবিবার ঝিল্লি অঞ্চলের কেলায়, ধনীগ্রাম, কামারপুর, ঝিল্লি, খাসপুর, টিথি ডাঙ্গা এবং নোনাডাঙ্গা গ্রামে ব্যাপক জনসংযোগ করেন তিনি সোমবার প্রদমকান্ধি অঞ্চলের কুরবাননগর, দেশালপুর, মঙ্গলডাঙ্গা, বিশ্বনাথপুর ও সাবলদহ এলাকায় পদযাত্রা ও প্রচার চালানো হয়। মঙ্গলবার পারুলিয়া অঞ্চলের পারুলিয়া পলাশী জেঠা ভর্তা ঈশানপুর একাধিক অঞ্চল।

পটনা হাইকোর্টে ৫৩ স্টেনো

নিজস্ব প্রতিনিধি : পটনা হাইকোর্ট টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৫৩ জন লোক নিচ্ছে। পলিটেকনিক বা আই.টি.আই. থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বি.সি.এ. কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। অন্তত ১ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স হতে হবে ১-১-২০২৬'র হিসাবে ১৮ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ২৯,২০০-৯২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫৩টি (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ১, ই.বি.সি. ৯, বি.সি. ৬. ই.ডব্লু.এস. ৫)। এর মধ্যে মহিলাদের জন্য ১৭টি সীট সংরক্ষিত। বিজ্ঞপ্তি নং: Advt No. PHC/01/2026, Date: 25.03.2026.

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে স্ক্রিনিং টেস্ট হবে। তারপর লিখিত পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট ও ইন্টারভিউ। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা ওয়েবসাইটে পাবেন।

প্রার্থী বাছাইয়ের স্ক্রিনিং টেস্টে ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: জেনারেল অ্যাওয়ারনেস- ১৫ নম্বর, রিজনিং অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড -১০, জেনারেল ইংলিশ-১৫, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন-৬০ নম্বর। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। সফল হলে ২০০ নম্বরের এম.সি.কিউ, টাইপের প্রশ্ন হবে। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। এরপর ট্রেড টেস্ট বা, স্কিল টেস্ট ১০০ নম্বরের। তারপর ৩০ নম্বরের ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: http://patnahigh-court.bih.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার জে.পি.ই.জি. বা, জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১০০ (তপশিলী হলে ৫৫০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর ফটো, সিগনেচার আপলোড করবেন। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

১৮,৭৮০-৬৭,৩৯০ টাকা। শূন্যপদ: বিএনপিডি-এ ১৪টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১. তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৩)। সিএনপিডি-এ ২৫টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ৫)। আইএসপিএন-এ ১৫৭টি (জেনাঃ ৬২, ই.ডব্লু. এস. ২১, তঃজাঃ ২০, তঃউঃজাঃ ১৪, ও.বি.সি. ৪০)। এসপিপিএইচ-এ ৩১টি (জেনাঃ ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৩, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৬)।

জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ফিটার): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ১৮,৭৮০-৬৭,৩৯০ টাকা। শূন্যপদ সিএনপিএন-এ ৫টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। আইএসপিএন-এ ১৫টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫)। জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রনিক্স): আই.টি.আই, থেকে ইলেক্ট্রনিক্স ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে- ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ১৮,৭৮০-৬৭,৩৯০ টাকা। শূন্যপদ সিএনপিএন-এ ৫টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। আইএসপিএন-এ ১০টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)।

জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিক্যাল): আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ১৮,৭৮০-৬৭,৩৯০ টাকা। শূন্যপদ: সিএনপিএন-এ ৫টি (জেনাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। আইএসপিএন-এ ৬টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। এসপিপিএইচ-এ ১টি (জেনাঃ)।

সুপারভাইজর (টেকনিক্যাল কন্ট্রোল) প্রিন্টিং টেকনোলজির প্রথম শ্রেণির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বি.ই., বি.টেক.. বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রিন্টিং টেকনোলজি) কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৭,৬০০-৮৫,৯১০ টাকা। শূন্যপদ বিএনপিডি-এ ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। সিএনপিডি-এ ১২টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)। আইএসপিএন-এ ১১টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৪)। এসপিপিএইচ-এ ১টি (জেনাঃ)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২৯-৪-২০২৬'র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২০ এপ্রিল থেকে ১৩ মে'র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : https://cnpnashik.spmcil.com এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন।

ভোটের মাপকাঠি

প্রথম পাতার পর

মোদ্দা কথা হল একদিকে যখন নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি চলছে তখন অন্যদিকে ভোট সন্ত্রাসের নানা রকম সরঞ্জাম মজুত হচ্ছে যা রি-পোলের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ভোটার তালিকায় যারা ভোটার হিসাবে বিবেচিত হলেন তারা নির্ভয়ে ভোট দিতে যেতে পারছেন কিনা সেটাই বলে দেবে কমিশনের সফলতা। বদলের ভোট জিতবে সেখানেই। এবারের ভোটে রাজনৈতিক দলের জয় নয়, জয়ী করতে হবে বাংলার ভোটের মানকে। স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ, ভ্রাতৃ হত্যাবিহীন ভোটের মানচিত্রে উজ্জ্বল করতে হবে বাংলাকে। এই দায় কোনও রাজনৈতিক দল নেবে না, নিতে হবে শান্তিপ্রিয় উন্নয়নকামী বঙ্গবাসীকে। সারা ভারত তথা পৃথিবীর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তাকিয়ে আছে সেদিকেই।

নবান্নর নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে বা পরে কিংবা ভোটের দিন হিংসা বা ঝামেলা হয়েছে এমন এলাকা বা বুথ পরিদর্শন করতে হবে জেলাশাসক পুলিশ কমিশনার ও এসপিদের। নির্দেশিকায় আরো বলা হয়েছে, ভোট কর্মীদের সর্বদা নিরপেক্ষ থাকতে হবে কোন রাজনৈতিক প্রভাব বা সাহায্য গ্রহণ করাও যাবে না। কোনরকম উপহার বা সুবিধা নেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভোট শুরুর আগে মকপোল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইভিএম ও ভিভি প্যাড পরীক্ষা করে নিতে হবে। ভোট চলাকালীন কোন অনিয়ম বা অবৈধ কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত রিপোর্ট করতে হবে কমিশনকে।

শান্তিপূর্ণ ভোট চায় পূর্ব বর্ধমান

প্রথম পাতার পর

অতীতে নির্বাচনকালে রাজনৈতিক হানাহানি, হিংসার পরিবেশ সহ আইনশৃঙ্খলা অবনতির নানান ঘটনায় আমজনতার মনে আজও শঙ্কার মেঘ ছেয়ে আছে। যে কারণে মানুষ কোনওদলের ভোটপ্রচারে উন্নয়ন ইস্যুতে সেভাবে উৎসাহ দেখাতে চাননি। তাঁরা রাজনৈতিক দলগুলির উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির তুলনায় আমজনতার সুরক্ষা এবং অবাধ ভোটদানের অধিকারের দাবিতেই সরব হয়েছেন। জেলাবাসীর দাবি, প্রতিটি মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেটা প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনী প্রচারে উন্নয়ন বিষয়কে ইস্যু করে ভোটের ময়দানে ফায়দা তুলতে সচেষ্ট থাকে রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু, নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ভোটদানের অধিকার যদি সুরক্ষিত না থাকে তাহলে গণতান্ত্রিক এই পদ্ধতিটি প্রহসনে পরিণত হয়। যদিও এবারে জেলা পুলিশ-প্রশাসনের শীর্ষকর্তাগণ একাধিকবার প্রেসমিট করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নির্ভয়ে সাধারণ মানুষকে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

'উন্নয়নের পাঁচালী' বনাম 'ভরসার শপথ'

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও নতুন করে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য যুবসাথী প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। এতদভিন্ন কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প, বিদ্যুৎ, রাস্তা, জল, পরিবেশ, পর্যটন ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই প্রসার ঘটানো হয়েছে। রাজ্য সরকার গত ১৫ বছর ধরে মানুষদের নানা পরিষেবা দিয়েছে এবং আগামীদিনেও এই পরিষেবা বহাল থাকবে।

সম্প্রতি কলকাতায় এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আসন্ন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে 'ভরসার শপথ' নামে একটি ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন। সেখানে মূলত ১৫টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। পুস্তিকার প্রথমেই রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য একটি চিঠি লিপিবদ্ধ করেছেন। যেখানে তিনি বলছেন, 'ভরসা পত্র যে কেবল কতগুলো রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয় বরং এক ভরসার শপথ'। প্রতিশ্রুতিগুলি হল- জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবক্ষয়ের খতিয়ান তুলে ধরতে একটি বিশেষ শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। কাটমানি সংস্কৃতির সিন্ডিকেট রাজ নির্মূল করা হবে। সমস্ত সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা নিশ্চিত করা হবে এবং সপ্তম বেতন কমিশন বাস্তবায়ন করা হবে। আগামী ৫ বছরে এক কোটি মানুষের জন্য নতুন চাকরি ও স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ তৈরি করা হবে এবং বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য থাকবে বিশেষ মহিলা পুলিশ ব্যাটেলিয়ান 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়ার্ড'। রাজ্যের সমস্ত সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ধান, আলু ও আম চাষে বিশেষ সরকারি সাহায্য এবং কৃষকদের জন্য ফসলের ন্যায্য মূল্য সুনিশ্চিত করা হবে। রাজ্যের প্রতিটি মৎস্যজীবীকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে নথিভুক্ত করা হবে। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পশ্চিমবঙ্গকে একটি শীর্ষস্থানীয় শিল্পকেন্দ্র এবং দেশের অন্যতম প্রধান মাছ রপ্তানিকারক রাজ্যে উন্নীত করা হবে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়নের জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে এবং গবাদি পশু পাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুরনো চা বাগানগুলির উন্নয়ন, দার্জিলিং চা এর বিশ্বজনীন ব্র্যান্ডিং এবং পাট শিল্পের আধুনিকীকরণ করা হবে। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে কুড়মালি এবং রাজবংশী ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আয়ুষ্মান ভারত যোজনার বাস্তবায়ন সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প চালু করা হবে। মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে এইচপিভি টিকাকরণ ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা চালু করা হবে। উত্তরবঙ্গে একটি নতুন এইমস নির্মাণ করা হবে এবং উত্তরবঙ্গের নতুন আইআইটি ও আইআইএম ক্যাম্পাস স্থাপন করা হবে। একটি বিশেষ বন্দে মাতারাম সংগ্রহশালা তৈরি করা হবে। ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আইন বলবৎ করা হবে।

মাতৃশক্তির বজ্র নির্ঘোষ

প্রথম পাতার পর

গর্ভবতী মহিলাদের ২১০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তারা। নারী স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে অবিবাহিত ছাত্রীকে স্নাতকস্তরে ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেবার কথা ভরসা পত্রে ঘোষণা করেছে বিজেপি। মহিলা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মহিলা থানা ও থানায় থানায় মহিলা ডেস্ক চালু করার কথা বলা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। এমনকি নারীদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি। এসব প্রকল্পে নারীদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে বিজেপি এনেছে 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড'।

নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৩.৭৩ কোটি, যা নিবন্ধিত পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৩.৮৫ কোটির চেয়ে ১২ লক্ষ কম। তবে, নতুন মহিলা ভোটারদের নিবন্ধনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে তাদের সংখ্যা ৯.৮ শতাংশ বেড়েছে। মজার ব্যাপার হল, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভোট দেওয়ার হার বেশি ছিল; ৮১.৭৯ শতাংশ মহিলা ভোট দিয়েছিলেন, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৮১.৩৫ শতাংশ। তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, ২০১৯ সালের নির্বাচনে রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৭টিতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভোট বেশি পড়েছিল।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে এখন প্রতি ১,০০০ পুরুষ ভোটারের বিপরীতে ৯৬৮ জন মহিলা ভোটার রয়েছেন। ২০১৯ সালের তুলনায় এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যায়, যখন এই সংখ্যাটি ছিল ৯৪৯ এবং ২০২১ সালে তা বেড়ে প্রতি ১,০০০ পুরুষ ভোটারের বিপরীতে ৯৬১ জনে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন যে, নারী ভোটাররা ঐতিহ্যগতভাবে টিএমসি-র অনুগত সমর্থক হলেও এবং প্রায় ৩০ শতাংশ নির্বাচকমণ্ডলী নিয়ে গঠিত সংখ্যালঘুদের মতো প্রভাবশালী হলেও, বিজেপি নারী ভোটারদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে সীমিত সাফল্য পেয়েছে, যদিও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এসসি-এসটি সংরক্ষিত আসনগুলিতে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। তাঁরা বলেছেন যে, টিএমসি-র একটি সুবিধা হলো এর নেতৃত্বে একজন মহিলা, মমতা ব্যানার্জী, রয়েছেন, যিনি তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে নারীদের, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর, সমর্থন অর্জন করেছেন; অপরদিকে রাজ্য বিজেপিতে জনপ্রিয় মহিলা মুখের অভাব রয়েছে।

২০১৯ সালের নির্বাচনের ভোটদানের ধরনের দিকে এক ঝলক তাকালে দেখা যায় যে, ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৭টিতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভোটদানের হার বেশি ছিল। এই আসনগুলিতে টিএমসি আটটিতে, বিজেপি সাতটিতে এবং কংগ্রেস দুটিতে জয়ী হয়েছে। এই আসনগুলির মধ্যে সাতটিতে নারী ও পুরুষের ভোটদানের হারের পার্থক্য ৫ শতাংশের বেশি ছিল। মালদা উত্তরে এই ব্যবধান ছিল ৭.৭৯ শতাংশ পর্যন্ত। রাজ্যের একমাত্র লোকসভা আসন দমদমেই নারী ভোটারের সংখ্যা পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান পূর্ব, বোলপুর, বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল, বিষ্ণুপুর আসনে মহিলাদের ভোটের হার ছিল ৮৫ শতাংশের উপরে, এবং পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা রাজ্যের নারী ভোটার গোষ্ঠীকে চারটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করেছেন: সংখ্যালঘু, সাধারণ, নিম্নবর্গীয় এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি নারী। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে টিএমসি ৫০ শতাংশের বেশি মহিলা ভোট পেয়েছিল, যেখানে বিজেপি পেয়েছিল ৩৭ শতাংশ। গেরুয়া দলটি তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত মহিলাদের ভোটব্যাঙ্কেও উল্লেখযোগ্যভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বিশেষ করে সংরক্ষিত আসনগুলিতে ভালো ফল করেছিল।

নারী অধিকার কর্মী বোলান গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করেছে, যার মধ্যে কোন দলকে ভোট দেবেন সেই সিদ্ধান্তও অন্তর্ভুক্ত। 'কয়েক দশক আগেও পরিবারের পুরুষ সদস্যই ঠিক করতেন যে পরিবারের মহিলারা কাকে ভোট দেবেন। কিন্তু এখন মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে আরও বেশি ক্ষমতায়িত। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নে টিএমসি-র নীতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তিনি বলেন।

মহিলা ভোটের প্রতি এই আকর্ষণ মোটেই কোনও রাজনীতির বদান্যতা নয়, মাতৃশক্তির উন্মেষই এর প্রধান কারণ। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নির্বাচনে নারীশক্তির অংশগ্রহণ আজ কেড়ে নিয়েছে রাজনীতির নজর। বিভিন্ন রাজ্যে যেমন নারী কল্যাণ প্রকল্পের রচনা চলছে তেমনই শুক্রবার সংসদে পাস হয়ে গেল নারী সংরক্ষণ বিল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বললেন, আমরা যেন কেউ না ভাবি নারীদের এই অধিকার আমরা পাইয়ে দিচ্ছি, না, নারীদের যে অধিকার এতদিন আটকে রাখা হয়েছিল তাকে আজ মুক্তি দেওয়া হল।

শোনা যাচ্ছে, মাতৃশক্তির বজ্র নির্ঘোষ। জয় নারী শক্তির জয়!

বাংলা বছরের হাল হকিকৎ

কেমন কাটবে ১৪৩৩

প্রিয়া শাস্ত্রী

ইংরাজী পঞ্জিকা অনুযায়ী (১৫ এপ্রিল, ২০২৬) এবং বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী (১লা বৈশাখ ১৪৩৩ সাল) বাংলা বছর শুরু। ১লা বৈশাখ ১৪৩৩ সাল চন্দ্রের বছর হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী বছরের যোগফল এসে দাঁড়িয়েছে '২'। আবার অন্যদিকে ইংরাজী পঞ্জিকা অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি ২০২৬ ইংরাজী বছর শুরু হয়েছিল। ১৫ এপ্রিল ২০২৬ রবির বছর হিসাবেই গণ্য করা হবে। কারণ সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী বছরের যোগফল এসে দাঁড়িয়েছিল '১'। সুতরাং এই বছরটি চন্দ্র ও রবির সমন্বয় বলা যায়। বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী যেহেতু এ বছর বৃহস্পতি 'রাজা' এবং মঙ্গল 'মন্ত্রী'। তাই চন্দ্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি এই চারটি গ্রহের প্রাধান্য বিশেষভাবে বিবেচিত।

১লা বৈশাখ ১৪৩৩ সাল (১৫ এপ্রিল, ২০২৬)গোচরে গ্রহের অবস্থান : মেষে মঙ্গল, মিথুনে বৃহস্পতি, কন্যায় কেতু, কুম্ভে রাহু, চন্দ্র, বুধ, মীনে রবি, শনি, শুক্র। নতুনভাবে শুরু হতে চলেছে সবকিছু। কেমন যাবে আমাদের এই বছরটা। আগের বারের মতনই খারাপ নাকি ভালো কাটবে। যদিও এক এক রাশির জন্য এক এক রকম তবে সর্বোপরি কেমন কাটতে পারে তারই আভাষ দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

মেষ রাশি, সিংহ রাশি, ধনু রাশি, বৃশ্চিক রাশি প্রভৃতি রাশির ক্ষেত্রে জমি-বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে সুফল লাভের সম্ভাবনা (অবশ্যই রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতির বলবত্তার প্রয়োজন নতুবা কার্যকর হবে না)। আশা করি, ১৫ এপ্রিলের পর রবি ও চন্দ্রের প্রভাবে কিছুটা হলেও অগ্নি সংযোগজনিত ঘটনাগুলি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্কট লগ্ন, মীন লগ্ন ও বৃশ্চিক লগ্নের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিস্থিতি এবং ধনু লগ্ন, কুম্ভ লগ্ন ও সিংহ লগ্নের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা (যদিও দশা-অন্তর্দশা বিচার্য্য)।

চন্দ্র যেমন মনের কারক। আমাদের লালন পালনের ক্ষেত্রে মায়ের স্নেহ তেমন তাৎপর্যপূর্ণ এবং চন্দ্রিমার সঙ্গে তুলনীয় নারীর স্নেহ। যেমন রাতের আঁধারে চন্দ্রের কিরণে বিশ্ব আলোকিত হয়।জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, চন্দ্র হল মাতৃকারক গ্রহ এবং চতুর্থ ভাব বিচার্য্য এবং রবি আমাদের জীবনের প্রাণশক্তির কারক। সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে তেজশক্তি বিকিরণ করছে। রবির কল্যাণকর তেজ এবং জ্যোতি ও শক্তি থেকে এই জগতের সৃষ্টি। বিশ্বজগৎ পরিচালিত সূর্য্যের তেজ, জ্যোতি এবং শক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে। রবিকে 'বিশ্বাত্মা' বলা হয়।

চন্দ্রের স্বরূপ- সংবেদনশীল, সহানুভূতিশীল, কল্পনাভিত্তিক, আবেগতাড়িত, লেখনীশক্তি, বিচক্ষণ,আত্মনির্ভরশীল প্রভৃতি এবং রবির স্বরূপ-প্রকাশধর্ম্মী, দৃষ্টিশক্তি কারক, জ্ঞানের আধার, আত্মা, অগ্নি-প্রকৃতি, প্রতাপশালী, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, মান, যশ, পদোন্নতি, প্রতিভা, উদ্ভাবনী শক্তি, বেদান্ত জ্ঞান, রাজসম্মান, দেবালয় প্রভৃতি।

চন্দ্র : জাতি-বৈশ্য মাতৃকারক,সত্ত্বগুণ। ধাতু- রূপা, মুক্তা। চন্দ্রের প্রকৃতি- কোমল হৃদয় পরিবারকে সুসংগঠিত করে। চতুর্থ ভাবের কারক গ্রহ চন্দ্র। মানসিক শান্তি, বিদ্যা, সুখ-সমৃদ্ধি, মায়ের প্রতি ভালোবাসা, সৃজনশীলতা এবং সৌন্দর্য্যের প্রতীক বিচার্য্য এবং রবি : জাতি-ক্ষত্রিয় পুরুষকারক, সত্ত্বগুণ। ধাতু- স্বর্ণ, পারদ। রবির প্রকৃতি- রবি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করিতে পারে। লগ্ন হইতে উপচয় স্থানে (তৃতীয়ে, ষষ্ঠে, দশমে ও একাদশে)রবির অবস্থান বলবান হয়। দশমভাব অর্থাৎ কর্মভাবের কারক গ্রহ রবি। হঠাৎ মান, যশ, পদোন্নতি ও আর্থিক উন্নতি বিচার্য্য।

চন্দ্র ক্ষীণ বা অস্তমিত (চন্দ্র, শনি বা রাহু যুক্ত) হলে জাতচক্রের কারণে বিপরীত ফল হতে পারে। মানসিক ভারসম্যহীনতা, হৃদরোগ, যক্ষ্মা, হাঁপানি, সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতি রোগ দ্বারা পীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা।

রবি দূর্বল (শনি বা রাহু যুক্ত) হলে জাতচক্রের কারণে বিপরীত ফল হতে পারে। মস্তিষ্ক প্রসূত রোগ, চক্ষু পীড়া, পেটের সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগ দ্বারা পীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা।

চন্দ্র এবং রবি দু:স্থানপতিদের সঙ্গে (অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ ও অষ্টমপতি)-র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে লগ্নে থাকলে অশুভ ফল দান করে নতুবা শুভ ফল প্রদান করে। শত্রু, মিত্র, তুঙ্গ, নীচ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবস্থান এবং শুভাশুভ বর্গ থেকে ভাবপতির শুভাশুভ কারকতানুসারে ফলের বৈষম্য লাভ হয়।

চন্দ্রের কারকতা অনুযায়ী যাদের জন্ম ২, ২০, ১১ তারিখে তাদের জন্য এবছরটি অত্যন্ত শুভ। কর্কট, বৃশ্চিক এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের দিক লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, চন্দ্রকারক গ্রহর প্রভাবে শীতলতা বাড়তে পারে সেইজন্য ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা বৃদ্ধি এবং রবির কারকতা অনুযায়ী যাদের জন্ম ১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে তাদের জন্য এবছরটি অত্যন্ত শুভ। মেষ, সিংহ এবং ধনু রাশির জাতকদের জন্য নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের দিক লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, অগ্নিকারক গ্রহর প্রভাবে দাবদাহ বাড়তে পারে সেইজন্য পেটের সমস্যা বা ক্লান্তি এড়াতে খাদ্যাভ্যাসে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

এ বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা।

এই কারণে 'চন্দ্র ও রবি প্রণাম মন্ত্র' গুলি পাঠ করলে কিছুটা হলেও আমাদের প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

''দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুট ভূষণম্।।
এবং
'জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।।

শব্দবার্তা ৩৮৭

১		২		৩	■	■	■
	■		■	৪		৫	■
৬	৭	■	■		■		■
■	৮			■	■		■
■		■	■	৯			■
■		■	১০	■	■	১১	১২
■	১৩			■	১৪	■	
■	■	■	১৬				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. সর্ববিধ ৪. সর্বদা, অনবরত ৬. জীবন ৮. রক্ষিত, ন্যস্ত ৯. ব্যয় ১১. অভিনয়কারী, অভিনেতা ১৩. রুজু, ১৫. পদ্মের পাপড়ি।

উপর-নীচ

১. সোজা ২. সর্পে-ভ্রম ৩. উন্নত, উঁচু ৫. শাপ খন্ডন ৭. সৌভাগ্যবান ১০. নির্যাস, সার ১২. পায়চারি ১৪. একধরনের বাদ্যযন্ত্র।

সমাধান : ৩৮৬

পাশাপাশি : ১. সরোবর ৪. মহোৎসব ৫. দশানন ৭. অপলক ৯. খবরদারি ১০. তলোয়ার।

উপর-নীচ : ১. সংবাদ ২. রমজান ৩. আসন্নকাল ৬. শাকসবজি ৭. অবারিত ৮. কলন্দর।

ভাঙড়ে শান্তি বজায় রাখতে তৎপর পুলিশ

পার্থ কুশারী, ভাঙড় : ভোট এলেই রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড়। সেই প্রেক্ষিতে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আগেভাগেই তৎপর হল কলকাতা পুলিশ। বছরের প্রথম দিনেই এলাকায় পৌঁছান কলকাতা পুলিশের অ্যাডিশনাল সিপি শুভঙ্কর সিনহা, জয়েন সিপি রুপেশ কুমার–সহ গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি গাড়িচালক ও পথচলতি মানুষদের সঙ্গেও কথা বলে জানতে চান, কেউ কোনো রাজনৈতিক চাপের মধ্যে রয়েছেন কি না বা কোনো দল তাঁদের হুমকি দিচ্ছে কি না।

এই ধরনের উদ্যোগে খুশি ভাঙড়ের সাধারণ মানুষজন। তাঁদের

একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক।

এদিন ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি–সহ অন্যান্য পুলিশ কর্তাদের নিয়ে এলাকায় পরিদর্শনে বের হন তাঁরা। মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের মনোভাব বোঝা। পুলিশ আধিকারিকরা বিভিন্ন চায়ের দোকান, স্থানীয় বাজার এলাকায় মতে, ভোটের আগে পুলিশের এমন সরাসরি উদ্যোগ এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক হবে এবং সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়াবে। ভাঙর ডিভিশনের ভাঙড় থানা, বিজয়গঞ্জ বাজার থানা, উত্তর কাশিপুর থানা এবং পোলেরহাট থানার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা।

ভয় ও ছাপ্পামুক্ত ভোটের কড়া বার্তা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সর্বতোভাবে প্রস্তুত বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। নির্বাচন কমিশনের জারি করা ছয় দফা নির্দেশকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসন, পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথভাবে সক্রিয় হয়েছে। লক্ষ্য একটাই– জেলাজুড়ে ভয়মুক্ত, ছাপ্পামুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৩ এপ্রিল জেলা শাসকের দপ্তরের সভাগৃহে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই বার্তাই স্পষ্ট করে দেন জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কো–অর্ডিনেটর সুধাংশু কুমার। তাঁরা জানান, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনওরকম অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না এবং গোটা জেলাজুড়ে কড়া নজরদারি চালানো হবে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিটি ভোটার যাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা – সুষ্ঠ, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

সরকারি গাড়িতে আগুন

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : নববর্ষের দুপুরে পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগরের মেলা অফিস চত্বরে রাখা সরকারি গাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জেলা পরিষদের সদস্য তথা জিবিডির ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র জানান: 'প্রায় ৭–৮ বছর আগে বকখালি ডেভেলপমেন্ট

দুপুরে গঙ্গাসাগর মেলা অফিস গেটের ভেতরে রাখা সরকারি গাড়ি থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা গাড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন দমকল কর্মীরা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও, গাড়িটি অথরিটিকে এই গাড়িগুলো দেওয়া হয়েছিল। গাড়ি ২টি পরিত্যক্ত অবস্থায় ডেট ওভার হয়ে যাওয়ায় পড়ে ছিল। সেই গাড়িতে কেউ বা কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। দমকল এবং পুলিশ প্রশাসন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে, সঠিক কী ঘটনা তা কিছুদিনের মধ্যেই সামনে আসবে। মেলা অফিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এমন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রশাসনিক স্তরে তদন্ত শুরু হয়েছে।

যানজটের দরুণ আটকে অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, চম্পাহাটি : শিয়ালদহ–ক্যানিং লাইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন চম্পাহাটিতে প্রতিদিনের তীব্র যানজটে নাজেহাল জনজীবন। রেল ক্রসিং বন্ধ থাকার সময় এবং সরু থাকছে রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স। ফলে, রোগীদের নিয়ে সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ছে, যা তাদের জীবনের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিন ঘণ্টার পর

রাস্তায় মাত্রাতিরিক্ত যানবাহনের চাপে ট্রাফিক ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। রেলযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়া, পথচারী সকলেই এই সমস্যার শিকার। সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে। যানজটের কবলে পড়ে মাঝ রাস্তায় আটকে ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকতে হচ্ছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা অরুণ মিত্র বলেন, চম্পাহাটি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হোক এবং রেল ক্রসিং –এর বিকল্প ব্যবস্থা বা ওভার ব্রিজের মতো স্থায়ী সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

কুলতলির একাধিক রাস্তা বেহাল

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলী গ্রামের একাধিক রাস্তার অবস্থা অতি বেহাল। রাস্তার পিচ উঠে খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। যাতায়াত করতে হিমশিম খেতে হয় বাসিন্দাদের। প্রতিদিন ঘটছে দুর্ঘটনাও। রাস্তাগুলি কবে মেরামত হবে সেই প্রশ্ন তুলেছেন, এলাকা সাধারণ মানুষ। দেউলবাড়ী সানকিজান, নলগড়া, সোনাটিকারি, বড়পাড়া ছাড়াও কুলতলির বহু জায়গা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি অতি শোচনীয়। এর কারণে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পাচ্ছে না এলাকার মানুষ। বিপদকালীন সময়ে বা প্রসূতি মায়েদের কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসার মারাত্মকভাবে ভোগান্তি

অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে কুলতলির বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডলের কোন হেলদোল নেই। তিনি এখন ভোট প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। শাসকদল রাস্তা, নদী বাঁধ, সংস্করণের জন্য কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে। অথচ কোন পরিবর্তন নেই। কুলতলীতে একটা হাসপাতাল আছে। কিন্তু সেই অর্থে কোনো ভালো ডাক্তারের পরিষেবা নেই। বিজেপির এবার প্রার্থী তরুণ গবেষক মাধবী হালদার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সংখ্যালঘু সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বলছেন, সন্ত্রাসের পরিবেশ এখনও কুলতলিতে আছে। মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছেন। রাস্তাঘাট, নদী বাঁধের, সমস্যা আছে। তৃণমূলকে হটাতে বামপন্থীরা নিশ্চয়ই আমাদেরকে ভোট দেবেন। তবে গণেশ চন্দ্র মণ্ডলের সাফ কথা, 'গত বছর ৪৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে আমরা জিতেছিলাম। এবার তার দ্বিগুণ হবে।' এসইউসিআই প্রার্থী শঙ্কর নস্কর বলেন, 'এবার এখানকার লড়াই ত্রিমুখী। বিজেপি তৃণমূল আর আমরা। এখানে সিপিএম বলে কিছু নেই। তাদের বেশির ভাগই রামের দিকে চলে গিয়েছে। বাকিরা তৃণমূলে। বামপন্থী বলতে আমরাই রয়েছি। সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে ৪ মে।'

বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে বাধা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা : ১৫ এপ্রিল ফলতার বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা ভাদুড়া এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে গেলে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস–এর একাংশ কর্মী–সমর্থক তার প্রচার মিছিল আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রার্থী সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় প্রবেশ করার সময় কিছু লোক সামনে এসে মিছিলের গতি রোধ করার চেষ্টা করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেনি– অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর।

ভোট কীর্তন

এ বিষয়ে দেবাংশু পান্ডা বলেন, 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আমরা মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছি। কিন্তু শাসকদলের মদতে আমাদের প্রচার আটকে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।' অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব বলেন, 'বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। আমাদের কর্মীরা কারও প্রচারে বাধা দেয়নি।' এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি মেলেনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের ছোটখাটো উত্তেজনা বাড়ছে, যা প্রশাসনের জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

জওয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যু

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার দোস্তিপুর এলাকায় এক কেন্দ্রীয় জওয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। মৃত আইটিবিপি ব্যাটেলিয়নের হেড কনস্টেবল কনক কোচ আসামের বাসীন্দা ছিলেন। জানা যায়, ফলতা থানার দোস্তিপুর হাই স্কুলে আইটিবিপি ব্যাটেলিয়নের ৮৬ জন জওয়ান রয়েছে। ১৫ এপ্রিল রাতে নিজেদের খাওয়া–দাওয়া সেরে সকলেই শুয়ে পড়েন। পরে জওয়ানদের এক সদস্য বাথরুম করতে উঠলে দেখতে পান কনক কোচ বারান্দাতে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি অন্যান্য সদস্যরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই জওয়ানকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে জানায়। অন্যদিকে, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তবে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ময়নাতদন্তের পর।

নওশাদ সিদ্দিকীর মেগা বাইক র‍্যালি

উত্তম কর্মকার, কুলপি : কুলপি বিধানসভায় আইএসএফ জোট প্রার্থী আব্দুল মালেক মোল্লা–র সমর্থনে সোমবার বড়সড় বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হল। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। হটুগঞ্জ থেকে রাজনগর মোড় পর্যন্ত এই র্যালিতে শতাধিক

বাইক, টোটো ও ছোট গাড়িতে চেপে আইএসএফ ও সিপিআই(এম) কর্মী–সমর্থকেরা অংশ নেন।র‍্যালি ঘিরে রাস্তার দুই ধারে সমর্থকদের দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। আয়োজকদের দাবি, কুলপি বিধানসভায় এর আগে এত বড় বাইক র‍্যালি দেখা যায়নি।

সভা শেষে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, 'মানুষ পরিবর্তন চাইছে। এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই তার প্রমাণ। কুলপিতে আইএসএফ জোটের পক্ষে জনসমর্থন স্পষ্ট।' প্রার্থী আব্দুল মালেক মোল্লাও সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'এত মানুষের উপস্থিতি আমাদের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করে দিল।' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, র‍্যালিতে উল্লেখযোগ্য ভিড় কুলপি কেন্দ্রের নির্বাচনী লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করল।

বিক্ষুব্ধ তৃণমূলী নেতা দল বদলে এজেইউপির প্রার্থী

মলয় সুর, হুগলি : বিক্ষুব্ধ তৃণমূলী প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেন মোল্লা মোক্তার(শেখ ফেলু)। বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের প্রতীক বাঁশি। মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবিরের দল আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগ দেন। তিনি অবশ্য শেওড়াফুলির প্রয়াত সাংসদ আকবর আলী খন্দকারের তৃণমূল কংগ্রেসের হকার্স ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকবরের থেকে তিনি সাহায্যও পেয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি জানালেন ২২ বছর বয়সে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরে মিটিং মিছিলে যাতায়াত করতেন। ১৯৮১–৮২ সাল থেকেই শেওড়াফুলির স্টেশনে একটি চায়ের দোকান ছিল, সেটাই একমাত্র রুটি রুজির উৎস ছিল। কিন্তু একসময় গদ্দার তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরাই তার দোকানটা ভেঙে গুড়িয়ে দেয়।

ভোট কীর্তন

সে থেকেই দলটার প্রতি বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ, অভিমান জন্মেছে যা কোনো অংশেই ক্ষমার অযোগ্য। সেই ১৯৮৭ সাল থেকে হকার্স ইউনিয়ন করছেন। বাম জমানায় ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্যে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন। তবে এবার এই বিধানসভায় ভোটে পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা বলে মনে হয়েছে। মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবিরের নতুন রাজনৈতিক দল এ.জে.ইউ.পি. বা আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে তিনি যুক্ত হয়ে চাঁপদানি বিধানসভার কেন্দ্র থেকে লড়াই করছেন। যদিও চাঁপদানি অঞ্চলটা মিনি ভারতবর্ষ, এখানে হিন্দু–মুসলমান–বিহারী–উড়িয়া বিভিন্ন জাতির বসবাস। এখানে বেশ কয়েকটা জুট মিল রয়েছে, বেশিরভাগ মিলগুলো ধুঁকছে। তিনি আরো বলেন, মন বলছে আমি ভালই ভোট পাব। চাঁপদানি অঞ্চলের শেখ লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও সাফল্য লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে চন্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের এই দলের প্রার্থী আবুল হাসান বলেন, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস উৎশৃঙ্খল দলে পরিণত হয়েছে। যাদের যোগ্যতা আছে তারা চাকরি পায়নি। এদিন উপস্থিত ছিলেন জাঙ্গিপাড়া

ফেলুকে সকলেই এক ডাকে চেনেন। মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু ধর্মের লোকেদের বোকা বানিয়ে ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে বিধানসভার প্রার্থী এটিএম মুদাবর হোসেন খানাকুলের শেখ মুজিবর রহমান।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিধবার পেনসানের টাকা বেপাত্তা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সামরিক বিভাগের নিহত কর্মী নির্মল চন্দ্র বসুর বিধবা পত্নী কমলা বালা দাসী বিগত ১৯৭৫ সালের জুন মাস থেকে পেনসান পাচ্ছেন না। এই মর্মে এক অভিযোগ এসেছে আমাদের দপ্তরে।

অনুসন্ধানে জানা যায় ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পেনসান দান পদ্ধতি অনুযায়ী আগষ্টের দেয় একশ পঞ্চাশ টাকার বিল আলিপুর ট্রেজারীর সংশ্লিষ্ট করণিক ডেস্প্যাচে পাঠান গত বছরের ২রা সেপ্টেম্বর, সেখান থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর সেই বিল আলিপুর ডাকঘরে পাঠানো হয়। ডাকঘর ১৬ দিন বিল ধরে রাখার পর ৬ই অক্টোবর বিলের টাকা মণিঅর্ডার করেন মহিলার নামে। কিন্তু আজও সে বিল হতভাগ্য বিধবার হাতে এসে পৌঁছায় নি। এদিকে প্রেরিত বিলের ফেরৎ রসিদ আলিপুর ট্রেজারী অফিসে ফিরে না আসার দরুন পরবর্তী দু"টি ত্রৈমাসিক পেনসান কিস্তির অর্থ প্রেরণ স্থগিত আছে। বিধবা মহিলা পেনসনের টাকা না পেয়ে দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেউই কোন সদুত্তর দিচ্ছে না। এই অবস্থায় উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর জিজ্ঞাসা পেনসনের টাকা কি পাওয়া যাবে না?

১০ম বর্ষ, ১৭ এপ্রিল ১৯৭৬, শনিবার, ১৯ সংখ্যা

ভোটের আগে ফের বিতর্কে বিশ্বভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক রাজনৈতিক পোস্টার দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই শিক্ষাভবন, বিনয় ভবন–সহ একাধিক ভবনের দেওয়ালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ(এবিভিপি)–এর পোস্টার ও দেওয়াল লিখন নজরে আসে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়ায় এবং শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির অভিযোগ তুলে সরব হন অনেকে। এরই মধ্যে ফের নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। অভিযোগ, এবার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ–এর পোস্টার লাগানো হয়েছে। কোথাও সংগঠনের নেতাদের ছবি সহ প্রচার, আবার কোথাও ছাত্রদের সংগঠনে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। ফলে একের পর এক রাজনৈতিক সংগঠনের উপস্থিতি ঘিরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বাড়ছে। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষের সঙ্গে ফোন ও মেসেজের মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিশ্বভারতীর মতো একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে অতীতেও একাধিকবার বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কখনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান আয়োজন, কখনও ছাত্র সংগঠনের বৈঠকের অনুমতি—এসব ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। ফলে নতুন করে পোস্টার ঘিরে এই ঘটনায় সেই পুরনো বিতর্কই আরও উস্কে উঠেছে বলে মনে করছেন অনেকেই। শিক্ষক ও পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখাই যেখানে মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেখানে এ ধরনের রাজনৈতিক প্রচার ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করছে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সংগঠনের বিশ্বভারতী ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ

দে জানান, 'এবিভিপির পোস্টার নিয়ে আগেই কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেই কারণেই আমরাও একইভাবে পোস্টার লাগাতে বাধ্য হয়েছি। কর্তৃপক্ষ যদি নিরপেক্ষভাবে আগে পদক্ষেপ নিত, তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। আমরা চাই, সবার জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য হোক।' সব মিলিয়ে, ভোটের মুখে বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসে পোস্টার রাজনীতি ঘিরে বাড়তে থাকা এই বিতর্ক প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির সীমা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এখন দেখার, পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ করে এবং আদৌ কোনও কঠোর নির্দেশিকা জারি হয় কি না।

'প্রতিজ্ঞা পত্র' ঘিরে তরজা, প্রতিশ্রুতি বনাম বিরোধীদের তোপ

বিশাল দাস, বোলপুর : বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বীরভূমের বোলপুর কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। উন্নয়নের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করতে ময়দানে নেমেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি বোলপুর শহরের চৌরাস্তায় দলীয় প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন একটি 'প্রতিজ্ঞা পত্র'। পাশাপাশি জনসাধারণের জন্য উদ্বোধন করা হয় 'প্রতিজ্ঞা স্তম্ভ', যেখানে আগামী ৫ বছরে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের একাধিক পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রতিজ্ঞা পত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া এবং পরিবহন–এই ৪টি প্রধান ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইলামবাজারে একটি আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি বোলপুর স্টেডিয়ামের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথাও উল্লেখ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে বোলপুর ও ইলামবাজার এলাকার মোট ১২টি জুনিয়র হাইস্কুলকে পূর্ণাঙ্গ হাইস্কুলে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বোলপুরে একটি নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নেও

জোর দেওয়া হয়েছে এই প্রতিজ্ঞা পত্রে। ইলামবাজারে একটি নতুন বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ এবং জয়দেব মেলা প্রাঙ্গণে আরেকটি বাসস্ট্যান্ড তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির লক্ষ্যে বোলপুরের বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বোলপুর টাউন লাইব্রেরিকে আরও আধুনিক করে তোলার কথাও বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'বোলপুর বিধানসভাকে উন্নয়নের নিরিখে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের একাধিক প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমরা এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করব।'

তবে তৃণমূলের এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে। বিরোধী দল বিজেপি ও আইএসএফ এই 'প্রতিজ্ঞা পত্র'–কেই হাতিয়ার করে

ভোট কীর্তন

শাসকদলের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার শুরু করেছে। বোলপুর শহর থেকে গ্রামীণ এলাকায়, সর্বত্রই তারা এই প্রতিশ্রুতিগুলিকে 'নির্বাচনী প্রচারের কৌশল' হিসেবেই তুলে ধরছেন।

আইএসএফ প্রার্থী বাপী সোরেন তৃণমূলকে আক্রমণ করে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থেকেও প্রকৃত উন্নয়ন ঘটেনি। এখন ভোটের মুখে নতুন করে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইছে। এগুলো আসলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। যদি বাস্তবিক উন্নয়ন ঘটত, তাহলে ভোটের আগে নতুন করে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রয়োজন হত না।'

অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষও একই সুরে তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তার অভিযোগ, 'তৃণমূলের আমলে প্রকৃত উন্নয়নের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। বেকারত্ব, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতির মতো একাধিক স্থানীয় সমস্যায় সাধারণ মানুষ ভুগছেন, যা শাসকদলের ব্যর্থতাকেই সামনে নিয়ে আসে।'

যদিও বিরোধীদের এই সমস্ত অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের দাবি, 'বিরোধীরা শুধুমাত্র নির্বাচনের সময়েই এলাকায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাস্তবে রাজ্যের উন্নয়নে তৃণমূল সরকারের অবদানই সর্বাধিক। আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিই, তা বাস্তবায়ন করে দেখাই। আগামীতেও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।'

সব মিলিয়ে, বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিজ্ঞা পত্রকে ঘিরে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর ক্রমেই তীব্র আকার নিচ্ছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তব চিত্র–এই ইস্যুই এখন ভোটের রাজনীতিতে প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ভোটের ফলাফলই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে দেবে, কোন দাবিকে সমর্থন জানাবে বোলপুরের জনগণ।

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ১৮ এপ্রিল – ২৪ এপ্রিল, ২০২৬

পোস্টাল ব্যালট বিভ্রাট

পশ্চিমবঙ্গে দুয়ারে ভোট করা নাড়ছে। প্রস্তুতি তুঙ্গে; সব পক্ষ প্রস্তুত। শুধু কিছুটা অপ্রস্তুত নির্বাচন কমিশন। নিত্যনতুন পরীক্ষামূলক ফরমান ভোটার ভোটকর্মী থেকে শুরু করে প্রশাসন নানাভাবে বিব্রত। প্রতিবারই নির্বাচন প্রাক্কালে ভোটকর্মীরা পোস্টাল ব্যালট এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের আগেই তারা নিজেদের ভোট পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে জমা করেন। এবারেও ব্যতিক্রম হয়নি। চূড়ান্ত ট্রেনিং–এর দিন ভোটের কাজে ব্যস্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অন্য সরকারি কর্মচারীরা পোস্টাল ব্যালট এ ভোট দিতে গিয়ে চূড়ান্ত বিড়ম্বনায় পড়েছেন বলে নানা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। জেলায় জেলায় নানা ট্রেনিং সেন্টারে এই নিয়ে অশান্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপে ভোট কর্মীরা নানা তথ্য তুলে ধরছেন। তুলে ধরেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এই মর্মে যে ভোটের গোপনীয়তা বিঘ্নিত হচ্ছে কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি নিরুত্তাপ এ ব্যাপারে।

ভোটকর্মীরা সাধারণ দু'ভাবে ভোট প্রদান করতে পারেন। ইডি সি ভোটের ক্ষেত্রে সাধারণত ভোটকর্মীরা যেই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সেই কেন্দ্রেই ইভিএম–এ ভোট দান করেন। সেক্ষেত্রে ভোটের গোপনীয়তা বজায় থাকে। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ভোটকর্মীরা পোস্টাল ব্যালট–এর মাধ্যমে ভোট দান করেন। এক্ষেত্রে ভোটকর্মীরা দুটো এনভেলপ, ১৩ এ ফর্ম এবং পোস্টাল ব্যালট দেওয়া হয় যেখানে দলীয় প্রতীক যুক্ত প্রার্থীদের নাম ছাপানো থাকে পূর্বতন ব্যালট পেপারের মত। এনভেলপ ১৩ এ ফর্ম এগুলোতে ভোট কর্মীর স্বাক্ষর, পোস্টাল ব্যালট–এর ক্রমিকসংখ্যা সমস্ত কিছুই থাকছে। এক্ষেত্রে ভোটকর্মীর ভোটের গোপনীয়তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠছে। এই বিভ্রান্তির কোনও সদুত্তর নির্বাচন কমিশন তরফে স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়নি যাতে এমন বিভ্রান্তি পল্লবিত না হয়। বলাহয় পোস্টাল ব্যালটগুলি মিশিয়ে দিয়ে গণনা হয়। তবু সন্দেহ থেকেই যায়।

দাবি উঠেছে নির্বাচন কমিশন পোস্টাল ব্যালট পেপার সংক্রান্ত বিষয়ে একটু নজরদারি করুক। প্রয়োজনে ইভিএম–এ ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক — এমন দাবিও অনেকে করছেন। বলা হচ্ছে শিক্ষিত ভোটকর্মীরা যাতে ভোট দিতে না পারেন সেইজন্যই রাজ্যের সর্বত্র ভোটকর্মীদের ভোটদানের এই অব্যবস্থা। ব্যালট বক্স সিল করা হচ্ছে না এমন অভিযোগও অনেক ভোট কর্মী সমাজ মাধ্যমে করেছেন। এমন নানা বিভ্রাট–এর প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনে ভোট করবার দাবি তুলছেন। অভূতপূর্ব এই পোস্টাল ব্যালট বিভ্রান্তি ফল প্রকাশের পর নতুন কোনও বিতর্কের সৃষ্টি করবে কিনা তা হয়ত সময়েই জানা যাবে। ভোট পরবর্তী অশান্তি বাড়তে পারে পোস্টাল ব্যালট পেপারের গোপনীয়তা রক্ষার অব্যবস্থার কারণে। নির্বাচন কমিশনকে সময় থাকতে এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

রাম! জ্ঞান লাভ হলে অবিদ্যানদী উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অবিদ্যানদীর পরপারেই অক্ষয় ব্রহ্মপদ বিরাজমান। তাই জ্ঞানলাভে সবিশেষ যত্নবান হতে হয়। অবিদ্যারূপী মায়া কোথা থেকে উদ্ভূত হল, তা জানার কোন প্রয়োজন নেই। বরং আমি এই মায়াজাল ধ্বংস করবই, এই সঙ্কল্পে বিচারশীল হওয়া প্রয়োজন। হে রাম! মায়া উৎপাটিত হলে তখন মায়ার পরিচয় ও উৎস এবং বিলয়স্থান জানা যায়। অসত্য মায়াকে অনুসন্ধান ক'রলে পণ্ডশ্রমই হয়। কিন্তু মায়াকে ধ্বংস করার বিহিত প্রয়াসে পরিশ্রম সফল হয়। কখনও অবিদ্যার বশীভূত হয়নি, এমন কেউ হয়ই না। প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর অবিদ্যার শিকার। এহেন অবিদ্যা সর্বনাশী ব্যাধিবিশেষ, সুতরাং প্রথমে সেই ব্যাধির নিরাময়ে সপ্রচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অবিদ্যার প্রভাবে আত্মজ্ঞান মোহজালে আবৃত হয়ে স্থূলদেহের কারণ ঘটায়। সুতরাং রাম! তুমি প্রবল বিক্রমে অবিদ্যা নাশ ক'রে সংসার সাগরের পরপারে ব্রহ্মপদে স্থিত হও। বশিষ্ঠ বললেন, হে রাঘব! এখন অবিদ্যা–সঙ্কটের এক মহৌষধ বলছি, শোন। পূর্বে তোমায় যে রাজস–সাত্ত্বিক জন্মের কথা বলার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এই প্রসঙ্গে সেইকথাও বলব। সর্বব্যাপক ব্রহ্মে যে চিৎপ্রতিবিম্ব, তার সামান্যাংশ থেকে চিৎস্পন্দন ঘনীভূত হয়ে ইন্দ্রিয়প্রকাশধর্মী হয়ে থাকে। বায়ু যেমন নিজতেই নিজে প্রবাহিত হয়, আত্মাও তেমনই নিজশক্তি দ্বারা নিজেরই একাংশ স্বতঃই স্পন্দিত করেন। স্পন্দিত আত্মা ইন্দ্রিয়ধর্মী হলে মহাচিদাকাশে চিতিশক্তির আকৃতি উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাতে চিতিশক্তি সামান্য আন্দোলিত হলেও স্বচ্ছ চিৎরূপেই সংস্থিত থাকেন, এবং আত্মার সাথে একীভূত হয়েও পৃথকভাবে অনুভূত হন। এই পার্থক্যের কারণে তিনি উপধির অধীন হয়ে খণ্ড ও ভিন্নভাব অর্জন করেন। সর্বশক্তিময়ী চিৎশক্তি এইভাবে কিছুকাল আত্মা হতে ভিন্নভাব গ্রহণ ক'রে নিজেতেই স্ফুরণ ব্যবস্থায় মগ্ন থাকেন, তারপর স্বেচ্ছায় নিজ চিৎশক্তির প্রকাশে আগ্রহী হন। তখন দেশ, কাল, ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি ঐ চিৎশক্তি হতে উদ্ভূত হয়। ঐ চিৎশক্তি স্বকীয় স্বভাব পরিজ্ঞাত হলে পরমপদে সংস্থিত থাকেন, কিন্তু স্বভাব বিস্মৃত হলে ক্রমশঃ ভ্রান্তিবশে পরিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ভ্রান্তিবশেই নাম, রূপ, সংখ্যা ইত্যাদির জ্ঞান উপস্থিত হয়। আত্মা হতে অন্য, এই অসৎ জ্ঞান বা কল্পনা ক্রমশঃ দৃঢ় হতে হতে বিভিন্ন সঙ্কল্প উপস্থিত হয়ে জগৎ আকার ধারণ করেন। আবার বলি।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

শুভ জন্মদিন ভারতীয় রেল

১৮৫৩ সালে ১৬ই এপ্রিল অর্থাৎ আজকের দিনেই প্রথম বোম্বে টু থানে যাত্রীবাহী ভারতীয় রেলের যাত্রা শুরু, ৬৮৫৮৪ কিলোমিটার বিস্তৃত এই রেলওয়ে নেটওয়ার্ক এখন পৃথিবীর ৪র্থতম সর্ববৃহৎ রেল নেটওয়ার্কের মধ্যে পড়ছে

রাজধর্ম : মোদী পাল্টালেও মমতা সেই তিমিরে

সুবীর পাল

'সখী যাতনা কাহারে কয়?' রবীন্দ্রনাথের রচিত এই সঙ্গীতের এমনটা যদি প্যারোডি করা যায়। রাজ্যবাসী রাজধর্ম কাহারে কয়? তবে কেমন হতো তুমি বলতো?

এই রে বেছে বেছে এমনতর বেয়াড়া প্রশ্ন আবার তোলা হচ্ছে কেন? প্রকৃতির খেয়ালে যে বাংলায় এখন ঋতুরাজ বসন্তের শেষ অধ্যায়ের স্পেল চলছে। তেমনি সাংবিধানিক দৌলতে যে এই রাজ্যে জমিয়ে আসর বসেছে নির্বাচনী মরশুমের। ফাটাফাটি খেলা হবে খেলা হবে বিধানসভার ২৯৪ আসনে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো সাফ বলে দিয়েছেন, দেশের নির্বাচন কমিশন ভোট নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে। সুতরাং ওইসব প্রশাসনের পুরোমাত্রার দায় বর্তায় এখন সংশ্লিষ্ট কমিশনের উপর। অতএব যদিও তিনি সিটিং চিফ মিনিস্টার। কিন্তু রাজধর্মের দায় নাকি এখন তাঁর উপরে একদমই বর্তায় না।

সুতরাং বাংলার এই ভোটের হাটের ভরা চড়া দুপুরেও প্রশ্নটা তো উঠে আসবেই রাজধর্মের প্রবল প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। তা শাসকের এ হেন প্রশ্ন পছন্দ হোক কি না হোক। অন্তত বেচারা আম আদমি ভোটারেরা যখন ইভিএমের বোতাম টেপার অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন তখন তাদের মাথায় তো বনবন করে এই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাবেই খাবে। বিশেষ করে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এই প্রসঙ্গটি যখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেই সম্প্রতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নানা তারিখে। সুস্পষ্ট ভাষায় বারেবারে।

রাজধর্ম বলতে আক্ষরিক অর্থে কি বোঝায় বাংলার অভিধানগত ভাবধারায়? উত্তরটা হল, রাজধর্ম বলতে বোঝায় একজন রাজা বা শাসকের কর্তব্য, নীতি ও দায়িত্ব, যার মাধ্যমে তিনি তার রাজ্যের ও প্রজাদের কল্যাণ নিশ্চিত করবেন। নিরপেক্ষ ন্যায় নীতি পালনের মধ্যে দিয়ে। রাজধর্মের মূল বিষয়গুলো: ন্যায়বিচার করা– সকলের প্রতি সমান বিচার করা। প্রজাদের রক্ষা করা– নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সুশাসন প্রদান– আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, কল্যাণমূলক কাজ করা এবং মানুষের উন্নতির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করা। এছাড়া সত্য ও নীতির অনুসরণ– সততা বজায় রাখা অক্ষরে অক্ষরে।

উপরিউক্ত মর্মার্থ যুক্ত রাজধর্মের আঁতস কাঁচের নিচে একবার ভাবুন তো যদি অধুনা পশ্চিমবঙ্গকে তুলে ধরা হয়, তবে প্রকৃতই রাজধর্মের পরমাণুর ভগ্নাংশের শর্তও কি এই অহং অস্মিতার মুলুকে মান্যতা পেয়ে এসেছে বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ? কেন, কেন, কেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে অতি সম্প্রতি বলতে হয়েছে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে নিশানা করে, সব চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হল আপনার রাজ্যে সব কিছু নিয়ে রাজনীতি করা হয়। আদালতের নির্দেশ মানার ক্ষেত্রেও রাজনীতি চলে। আপনি কি

মনে করেন যে আমরা কিছুই জানি না কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে? এখানে উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট বাংলার মালদায় অবস্থিত মোথাবাড়ির ভয়াবহতার ঘটনার কথাই পর্যালোচনা করে এমন ভয়ঙ্কর মন্তব্য করেছে।

এখানেই শেষ নয়। মাত্র ৫ দিনের ব্যবধানে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কাটাছেঁড়ায় তীক্ষ্ণ ভাবে বিদ্ধ হয়েছেন রাজ্যের বর্তমান স্বরাষ্ট্রসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়াল। প্রধান বিচারপতি তাঁকে কৈফিয়ৎ চান 'কেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ফোন ধরেননি?' উত্তরে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, তিনি দিল্লিতে কাজে গিয়েছিলেন। দুপুরে বিমানে ছিলেন। তাঁর ফোনে কোনও কল যায়নি। এমন অজুহাত শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনি মোবাইল নম্বর কেন শেয়ার করেননি? আপনার কাছে রাতে ফোন এসেছে। যখন আপনি প্লেন থেকে নেমে গিয়েছেন। আপনাকে ফোনে পাওয়া যায়নি। নিষ্ক্রিয়তার একটা লিমিট থাকা দরকার। শুধুমাত্র এই ক্ষেত্র নয়, অন্য জায়গাতেও যেভাবে আপনারা উদাসীন তাতে রাজ্যে সবকিছু ঠিক নেই। এই ঘটনায় আপনি এবং আপনার প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আপনার নিষ্ক্রিয়তার কারণেই নির্বাচন কমিশনকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। আপনার পদমর্যাদা এতটাই বেশি যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মতো ছোট মানুষরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না। দয়া করে নিজেকে একটু নিচে নামিয়ে আনুন। যাতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মতো সাধারন নগণ্য মানুষেরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

মোথাবাড়িতে যখন বন্দি হয়ে যান বিচারকেরা। মারমুখী দেশদ্রোহীদের নারকীয় আক্রমণাত্বক দাপটে মহিলা বিচারপতি আর্তনাদ করতে থাকেন চলতি মাসের প্রথমদিনেই। ঠিক সেই সময় স্থবির উদাসীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্রেফ কংগ্রেস, বিজেপি বা মিমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিষোদগার করেই নিজের দায় ঝেড়ে ফেলেন। উল্টে স্যার নিয়ে ক্রমান্বয়ে উষ্কানিমূলক ভাষণ নাগাড়ে দিয়েই চলেছেন নন স্টপ মোডে। এমনকি প্রকাশ্য ভাষণের মধ্যে দিয়ে তিনি রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পরিবার তুলে যথেচ্ছ অশ্লীল শব্দও ব্যবহার করেছেন নির্লিপ্ত ভাবে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও কোচবিহার থেকে বলতে শোনা গেছে, এই রাজ্যের নির্মম সরকারের বেলাগাম একপেশে তোষণ নীতির জন্য আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে বাংলার মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

অন্যদিকে গত মার্চ মাসে উত্তরবঙ্গ সফরে এসে নিজেই রাজ্য প্রশাসনের হেনস্থার শিকার হোন বলে খেদ প্রকাশ করেছিলেন খোদ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। প্রশাসন থেকে তাঁর নির্দিষ্ট সভাস্থল পরিবর্তন আচমকা করে দেওয়া হয়েছিল। অথচ খোদ রাষ্ট্রপতি ওই স্থানে গিয়ে বুঝিয়ে দেন, রাজ্যের তোলা নিরাপত্তা ইস্যুটি আদপে সারবত্তাহীন। আর তাতেই ক্ষেপে যান মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত শিষ্টাচার শিকেয় তুলে রাষ্ট্রপতিকে আক্রমণ করে বসলেন তিনি, মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাঁকে আমরা সম্মান করি। তাঁকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে। বিজেপির অ্যাজেন্ডা বেচতে। আই অ্যাম সরি ম্যাডাম। আই হ্যাভ গ্রেট রিগার্ডস ফর ইউ। বাট ইউ আর ট্র্যাপড বাই দ্য বিজেপি, বিজেপি"স পলিসি, বিজেপি"স ইনস্ট্রাকশন। দেশের রাষ্ট্রপতিকে এরকম নজির বিহীন বর্বরোচিত আক্রমণ ভারতের কোনও মুখ্যমন্ত্রী দেশ স্বাধীনোত্তর কালে কখনও যে করেননি তা জোর গলায় বলা যায়। বাংলার অস্মিতার মাটিতে রাষ্ট্রপতির প্রতি অসম্মানের অভিঘাত এতটাই নিম্নমুখী হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এক্স হ্যান্ডেলে, পিছিয়ে পড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রপতি যে যন্ত্রণা এবং উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছেন, তা ভারতবাসীর মনকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে।"

এরপরেও কি আমাদের মতো সাধারণ বাঙালিকে বলতেই হবে, জীবনানন্দের আবার আসিব ফিরে এই বাংলায় প্রকৃতই রাজধর্ম পালিত হয়ে চলেছে মসৃণ গতিতে। নাকি বিভিন্ন 'শ্রী' প্রকল্প অনুদান গ্রহণে নূহ্য একাংশ বঙ্গবাসী ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এখনও বলেই যাবেন, এই বাংলা হল মমতাময় রাজধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পীঠস্থান। আহারে, ওই ঐতিহাসিক দার্শনিক উক্তিটা যদি আলেকজান্ডার এমনটা বলতেন, 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই পশ্চিম বাংলাদেশ।'

রাজধর্ম নিয়ে আমাদের দেশে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত রয়েছে। সময়টা ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। গোধরা কাণ্ডে উত্তাল সারা দেশ। এরই বদলায় আহমেদাবাদেও শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল যে সেই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সাংবাদিক সম্মেলন করে বসলেন গুজরাটের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পাশে বসিয়ে। একবারে কেতাবী দার্শনিক ভাষায় বলেছিলেন, 'রাজা কে লিয়ে, চিফ মিনিস্টার কে লিয়ে, মেরা এক হি সন্দেশ হ্যায়, উহ রাজধর্ম কা পালন করে। রাজা কে লিয়ে, শাসক কে লিয়ে, প্রজা প্রজা মে ভেদ নেই হো সাকতা, না জন্ম কে আধার পর, না জাতি কে আধার পর, না সম্প্রদায় কে আধার পর। মুঝে বিশওয়াস হ্যায় কে নরেন্দ্র ভাই ইয়ে কর রহে হ্যায়।' পাশে বসে থাকা নরেন্দ্র মোদী তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে জানান, 'হাম তো ওহি কর রহে হ্যায় সাব?'

যদিও পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ থেকে নরেন্দ্র মোদীকে বেকসুর মুক্তি দেয়। তিনি ২০১৪ থেকে এযাবৎ কাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন রয়েছেন। অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তিনি হলেন আমাদের দেশের অন্যতম সফল প্রধানমন্ত্রী। দেশের সামরিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি আজ সারা বিশ্বের চতুর্থ স্থানে পর্যবসিত। তাঁর এই দেশীয় স্তরের সাফল্যের মুন্সীয়ানা ছাড়াও তিনি আজ বিশ্ব নেতৃত্বের একেবারে প্রথম শ্রেণির সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বনেতা। আসলে আজকের দিনে এটাই ধ্রুব সত্য, রাজধর্ম পালনের নিরিখে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে নিজেকে বদলাতে পেরেছিলেন, আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সেই তকমা আজও নিজের পদমর্যাদা থেকে ধুয়ে মুছে সাফ করতে ব্যর্থই থেকে গেলেন। এটাই বর্তমান বাংলা অস্মিতার চরমতম দুর্ভাগ্য।

এই তো সেদিনের কথা। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে রীতিমতো ফের তিরস্কার করে বসলো। আদালত ভৎর্সনা করে মত প্রকাশ করে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসন ব্যর্থ হলে আমরা জানি সেক্ষেত্রে কি করতে পারি? কি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়া, এরপরেও কি আপনি বলবেন সাম্প্রতিক আমলে রাজধর্ম ঠিকঠাক পালিত হচ্ছে আপনারই সাধের জয় বাংলা'য়?

বারুদের অতীত পেরিয়ে উন্নয়নের পথে নানুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : একসময় যার পরিচিতি ছিল রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বোমা–বারুদের শব্দ আর আতঙ্কের আবহে, সেই বীরভূমের নানুর আজ ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছে শান্তির ছন্দ। অশান্ত অতীতকে পিছনে ফেলে নানুর আজ নতুন ভোরের প্রত্যাশায় এগোচ্ছে। এমনও সময় ছিল, যখন ভোরের শুরু হত পাখির ডাক নয়, বরং বোমার শব্দে। ২০০০ সালের ২৭ জুলাই সূঁচপুরে ১১ জন ভূমিহীন খেতমজুরের হত্যাকাণ্ড, নানুর হত্যাকাণ্ড —এই অঞ্চলের ইতিহাসে এক ভয়াবহ অধ্যায় হিসেবে রয়েছে। ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয় বিভিন্ন সংঘর্ষে। ফলে নির্বাচন এলেই নানুরকে 'স্পর্শকাতর' এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতো কমিশন। তবে সাম্প্রতিক লোকসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড় কোনও হিংসার ঘটনা সামনে না আসায় নানুরের রাজনৈতিক পরিবেশে স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত মিলেছে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই ভোট প্রচার চালাচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় স্কুলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, মিড–ডে মিলের জন্য পৃথক রান্নাঘর তৈরি —এই সব কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি 'পথশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের খারাপ রাস্তা সংস্কার, নর্দমা পরিষ্কার ও নতুন নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে বহু এলাকায়। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ও পাম্প বসানো, বাসস্ট্যান্ডে আধুনিক আলোর ব্যবস্থা, 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের মাধ্যমে আবাসন নির্মাণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো বৃদ্ধি —এই সমস্ত উদ্যোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তি এনে দিয়েছে বলে দাবি শাসকদলের। এই পরিবর্তনের পেছনে স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। নানুরের জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বর্তমানে হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কাজল শেখ জানিয়েছেন, নিজের কেন্দ্রের পাশাপাশি জেলার অন্যান্য আসনগুলির দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। তাঁর মতে, সংগঠনকে আরও মজবুত করার পাশাপাশি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই দলের প্রধান লক্ষ্য। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝি ৬,৬৭০ ভোটে জয়ী হন। পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে সেই ব্যবধান প্রায় ৭৬,০০০–এ পৌঁছায়।

অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী খোকন দাস প্রচার করলেও তা তুলনামূলকভাবে সীমিত পরিসরে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। দলের অন্দরে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধের ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে, যা সংগঠনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা। একসময়কার শক্তিশালী বাম ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত নানুরে সিপিএম এর প্রার্থী শ্যামলী প্রধান নিজের মতো করে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সারা বছর মানুষের পাশে থেকে কাজ করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। তার দাবি, এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, যার প্রতিফলন ভোটে আরও বড় ব্যবধানে দেখা যাবে। একই সুর শোনা গেছে প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝির গলাতেও। তাঁর কথায়, 'এলাকার উন্নয়নই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। সেই ভিত্তিতেই মানুষের সমর্থন পাব।' একসময় বারুদের গন্ধে চেনা নানুর আজ বদলে যাচ্ছে। অতীতের অশান্ত স্মৃতিকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন ও শান্তির পথে এগোতে চাইছে নানুর। এবার লড়াইয়ের ভাষা বদলেছে, আর সেই পরিবর্তনের সাক্ষী নানুরের সাধারণ মানুষই।

কমিশনের নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে যৌথ প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : ১৩ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনের ছয় দফা নির্দেশকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার এক যৌথ প্রয়াসে তৎপর বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। আসন্ন নির্বাচনে ছাপ্পা মুক্ত, ঝামেলা মুক্ত ও ভয় মুক্ত ভোট নিশ্চিত করতে সতর্ক জেলা প্রশাসন। এই উদ্দেশ্যে জেলা শাসক অনীশ দাশগুপ্ত, পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ডিস্ট্রিক ফোর্স কো–অর্ডিনেটর সুধাংশু কুমার ১৩ তারিখ সোমবার জেলা শাসকের দপ্তরের সভাগৃহে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন। জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার স্পষ্টভাবে জানান

সারা জেলা ভয় মুক্ত, ছাপ্পা মুক্ত এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন নিশ্চিত করতে কড়া নজরদারি চালানো হবে এবং কোনরকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয় তার জন্য কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বোলপুরে কংগ্রেসে বাড়ছে অস্থিরতা, প্রার্থী বিতর্কের মাঝেই ব্লক সভাপতিকে অপসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বীরভূমের বোলপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের অন্দরমহলে ক্রমেই বাড়ছে অস্থিরতা। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই দলের ভিতরে যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সুর শোনা যাচ্ছিল, মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরেও তা প্রশমিত হওয়ার বদলে আরও তীব্র হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলের একাংশের কর্মী–সমর্থক এখনও সক্রিয়ভাবে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিচ্ছেন না, যা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে নেতৃত্বের।

এই অশান্তির আবহেই বড় সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেয় কংগ্রেস। বোলপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কাজী নুরুল হুদাকে। নির্বাচনের ঠিক আগে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকের মতে, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ভোটের ফলাফলেও প্রভাব ফেলতে পারে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট ঘোষণার প্রায় ১৫ দিন পর প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে কংগ্রেস। বীরভূম জেলার ১১টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হলেও বোলপুর কেন্দ্র ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক। এই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয় সাঁইথিয়ার বাসিন্দা রথীন সেনকে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও একসময় দল থেকে বহিষ্কৃত ছিলেন। এই প্রার্থী নির্বাচনের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের

একাংশ। তাঁদের প্রশ্ন, বোলপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে কেন কোনও স্থানীয় মুখকে প্রাধান্য দেওয়া হল না।

প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই অসন্তোষ চরমে ওঠে। জেলা সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠক বয়কট করেন বিক্ষুব্ধ কর্মীরা। শুধু তাই নয়, প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে না নামার হুঁশিয়ারিও দেন অনেকেই। এমনকি ব্লক সভাপতির তরফে ভোট বয়কটের ডাক দেওয়ার অভিযোগও সামনে আসে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই ১১ এপ্রিল প্রথমবার নির্বাচনী প্রচারে নামেন কংগ্রেস প্রার্থী রথীন সেন। তার পরদিনই দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বার্তা দিয়ে জানানো হয়, কাজী নুরুল হুদাকে ব্লক সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। ওই বার্তায় উল্লেখ করা হয়, প্রার্থীর পক্ষে সহযোগিতা না করা এবং দলবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুর সেলিমকে এবং দ্রুত দায়িত্ব হস্তান্তরের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস প্রার্থী রথীন সেন বলেন, 'দলের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই কারণেই জেলা ও উচ্চ নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।'

অন্যদিকে, অপসারিত ব্লক সভাপতি কাজী নুরুল হুদা নিজের অবস্থানে অনড়। তাঁর দাবি, 'দলকে ভালোবেসেই কাজ করেছি এবং এখনও করছি। শুরু থেকেই স্থানীয় প্রার্থী চেয়েছিলাম, সেই দাবি মানা হয়নি বলেই মতভেদ তৈরি হয়েছে। পদ থাক বা না থাক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে বোলপুরে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে আরও জটিল হয়ে উঠেছে, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, এই অস্থিরতার প্রভাব ভোটের ময়দানে কতটা পড়ে।

নিউ ব্যারাকপুর নিয়ে উদ্বেগে চন্দ্রিমা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার উত্তর দমদম বিধানসভা কেন্দ্রর তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর জেতা কেন্দ্র হলেও এবার মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে নিউ ব্যারাকপুর পুরসভা এলাকা। যদিও এই পুরসভা এলাকা লোকসভা ও বিধানসভা দুটি নির্বাচনেই তৃণমূলের দখলে রয়েছে। যদিও ২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচনে এই পুরসভা এলাকায় তৃণমূল মাত্র ১৭৫ ভোটে এগিয়েছিল। নিউ ব্যারাকপুর ছাড়াও উত্তর দমদম বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়েছিল মাত্র ৬ হাজার ভোটে। তার উপর এসআইআর–এ কয়েক হাজার নাম বাদ পড়ায় এবারের লড়াই চন্দ্রিমার পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের বলে মনে করছেন শাসক দলের অনেকেই।

যদিও বাজিমাৎ করার জন্যে এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রয়াত তপন সিকদারের ভাইপো সৌরভ সিকদারের বিরুদ্ধে চন্দ্রিমা বেশ পরিকল্পনা করে এগোচ্ছেন। এমনটাই অভিমত সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের। কারণ তৃণমূলের তরফ থেকে এখানে বুথ ভিত্তিক টিম গঠন করা হয়েছে। তবে এখানে মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোট একটা ফ্যাক্টর হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।

অন্যদিকে বামফ্রন্টের এক সময়ের শক্ত খাঁটি এই উত্তর দমদমে এবারের বাম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। প্রচারে ছাপ রাখছেন তিনিও।

তবে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সরাসরি তৃণমূল বনাম বিজেপির। এমনটাই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। তবে ৪ মে শেষ হাসিটা কে হাসবেন, সেটাই এখন দেখার।

উত্তরের আঙিনায়

১৬ এপ্রিল শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ২৬ শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে বামফন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী পদযাত্রা যাত্রাসহ জনসংযোগ করেন। এই পথযাত্রায় উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন পুর মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। সিপিএম প্রার্থী হিসেবে শরদিন্দু চক্রবর্তী স্বচ্ছ ভাব মূর্তি রয়েছে এবং শিলিগুড়ি নাগরিকের কোন সাহায্যের জন্য দলমত ধর্ম নির্বিশেষে তিনি তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেন যা তার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুলছে আরও বেশি। ছবি: জয়ন্ত চক্রবর্তী

সিউড়িতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

অভীক মিত্র, বীরভূম : বীরভূম জেলার ১১ কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম বিধানসভাকেন্দ্র সিউড়ি। সিউড়ি পৌরসভা, সিউড়ি–১নং ব্লক, রাজনগর ব্লক এবং দুবরাজপুর ব্লকের পারুলিয়া, চিনপাই, সাহাপুর এবং গোহালিয়াড়া গ্রামপঞ্চায়েত নিয়ে সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্র। সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

হয়েছে রামপুরহাটে। কয়েকমাস আগে বোলপুরকে স্মার্ট সিটি করার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও পিছিয়ে সদর শহর সিউড়ি। জমিজটের জন্য আটকে রয়েছে সিউড়ি–প্রান্তিক রেলপ্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ। সিউড়ি থেকে রাজ্যের রাজধানী কলকাতা যাওয়ার জন্য ভরসা দেওঘর–হাওড়া ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস, হাওড়া– সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস এবং সিউড়ি–শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস সহ কয়েকটি সরকারি বাস যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকে সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রে ভূমিপুত্র প্রার্থী দেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছিল সমাজমাধ্যমে। সেই দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্যের প্রধান চার রাজনৈতিক দল – তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি এবং সিপিআইএম তাদের চার ভূমিপুত্রকে সিউড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে। সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, সিপিআইএম প্রার্থী শিক্ষক মতিউর রহমান এবং কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জয় অধিকারী। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী কোহিনূর খাতুন। ২০১১ সালে সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিল তৃণমূলের স্বপনকান্তি ঘোষ, ২০১৬ সালে তৃণমূলের অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, ২০২১ সালে তৃণমূলের বিকাশ রায়চৌধুরী। ২০২৬ সালের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের ক্ষেত্রে একটা বিষয় পরিষ্কার, গত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিধায়ককে পরের নির্বাচনে আর প্রার্থী করে না তৃণমূল। এক অভিনব বিজ্ঞাপন পোস্টার দেখা গেলো সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিভিন্ন দেওয়ালে। সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে দেওয়ালে দেওয়ালে কাগজে রাবার মেশানো নতুন দেওয়াল বিজ্ঞাপনি কাগজ, তাতে রঙিন ছবি সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মুখের ছবি। দলের প্রতীক পদ্ম। ভারত বিখ্যাত লোকশিল্পী পদ্মশ্রী রতন কাহার সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গান বেঁধেছেন। সমাজমাধ্যমে কিউআর কোডে অনুদান ডিজিটাল পথে তহবিল সংগ্রহে আবেদন জানিয়েছে সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী মতিউর রহমান। সিউড়ি ১নং ব্লকের ভালুকা, দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই পঞ্চায়েতের চিনপাই, গোহালিয়াড়া পঞ্চায়েতের গৌরগঞ্জ এবং মেটেলা গ্রামে পানীয় জল, নিকাশি ও রাস্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়েছিল তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চ্যাটার্জী। তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চ্যাটার্জীর সমর্থনে ইতিমধ্যেই জনসভা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জয়ের বিষয়ে প্রত্যেকেই আশাবাদী কিন্তু বিধানসভায় যাওয়ার আগে ভাগ্যের শিকে ছিড়বে কার ভাগ্যে তা জানা যাবে আগামী ৪ মে। আর সেইদিকে তাকিয়ে সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের আপামর জনসাধারণ।

মুটিয়া শ্রমিকদের সভা

সুকান্ত কর্মকার : সিআইটিইউর বাঁকুড়া জেলা কমিটির অন্যতম সহ–সভাপতি, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, গণআন্দোলনের নেতা তথা বাঁকুড়া ২৫২ নং বিধানসভায় বামফ্রন্টের প্রার্থী অভয় মুখার্জীর সমর্থনে ১৩ এপ্রিল বাঁকুড়া রেলওয়ে গুডস সেডের মুটিয়া শ্রমিকদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া জেলা মুটিয়া মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক তপন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রার্থী অভয় মুখার্জী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এআইটিইউসির বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক ভাস্কর সিংহ ও সিআইটিইউ নেতা প্রতীপ মুখার্জী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ তথা নেতা ভৃগুরাম কর্মকার, সুবিকাশ চৌধুরী, মানিক গরাই, সোহরাব মণ্ডল, ছোটু দালাল প্রমুখ। সভা থেকে রুটি রুজীর তথা শ্রমজীবীদের আন্দোলন সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে দেশের মানুষের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী সাম্প্রদায়িক বিজেপি ও স্বৈরাচারী তথা চাকুরিচুরি–সহ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করে বামফ্রন্ট ও সহযোগী দলগুলির প্রার্থী অভয় মুখার্জীকে জয়ী করার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালানোর অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়।

নেতাজির অসম্মানে সোচ্চার অনুরাগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেতাজির আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব সেনাবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের অভ্যন্তরে জাতীয় পতাকা ভারতের মূল ভূখণ্ড মণিপুরের মৈরাং এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে উত্তোলিত হয় ১৯৪৪ সালে ১৪ এপ্রিল। পতাকা তোলেন বাহাদুর গ্রুপের সেনা নায়ক সৌকত মালিক।

ভারতের এই মুক্তি দিবস স্মরণে কলকাতার রেড রোডে অবস্থিত আজাদ হিন্দ শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে নেতাজি গবেষক ও অনুরাগীরা মিলিত হন। সম্প্রতি রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত 'আবার প্রলয়–২' ওয়েব সিরিজে নেতাজির নাম উচ্চারণ করে অপরাধীদের চিহ্নিত করা হয় বারংবার। অতি অশালীন ছাপার অযোগ্য ভাষায় দাগিদের উল্লেখ করায় তীব্র প্রতিবাদ জানান নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, আজ শিবাজী বা গান্ধীজীর নাম এক্ষেত্রে ব্যবহার করলে ভারত জুড়ে আগুন জ্বলত। সিনেমাটিতে নেতাজি নামটি মিউট করা হোক নইলে রাজ চক্রবর্তীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করেন তপতী চক্রবর্তী, অনর্ঘ সরকার, প্রিয়ম গুহ, প্রীতম দাস ও নেতাজি পরিবারের সদস্য ইন্দ্রনীল মিত্র। নেতাজি চেতনা মঞ্চ ইতিমধ্যে অরাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন স্তরে। এদিন সুভাষ মিশনের তরফে রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম পরিষদের তরফে প্রদীপ দত্ত, সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ আলী সহ বহু নেতাজি অনুরাগী আজাদ হিন্দ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। আজাদ হিন্দের জাতীয় সংগীত এর মাধ্যমে মইরাং দিবসের অনুষ্ঠান শেষ হয়। সম্মিলিতভাবে দাবী করা হয় ভারতের সেনাবাহিনীর নাম ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনী ও 'জয় হিন্দ' কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য।

বিরোধকে পিছনে ফেলে প্রচারে কাজল

রুমা খাতুন, রামপুরহাট : একদিকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ বিধায়ক হলে দুটো পদের সুবিধা পাবেন আর তাতেই প্রচারে বাড়তি সুবিধা। হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ রামপুরহাট নিউটাউন থেকে রামপুরহাট ২ নম্বর ও নলহাটি ২ নম্বর ব্লক জুড়ে দীর্ঘ পদযাত্রা, জনসংযোগ, সভা–মিছিলে প্রচার চালাচ্ছেন জোরকদমে। প্রখর রোদ উপেক্ষা করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে মানুষের দরজায় পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। পথে পথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা শোনেন, উন্নয়নের আশ্বাস দেন এবং সমর্থন কামনা করেন। প্রচারে গিয়ে রাস্তার পাশে মন্দিরে প্রণাম, মাজারে চাদর চড়ানো কিছুই বাদ যাচ্ছে না। মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, যুবকদের উচ্ছ্বাস এবং সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি গোটা কর্মসূচিকে উৎসবের আবহ দেয়।

অন্যদিকে, বীরভূমের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের কেষ্ট–কাজল দ্বন্দ্বও এবার নতুন মোড় নিয়েছে। একসময়ের রাজনৈতিক দূরত্ব ভুলে কাজল শেখের সমর্থনে সরব হয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। তারাপীঠ সংলগ্ন কড়কড়িয়া এলাকায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা থেকে কেষ্ট স্পষ্ট বার্তা দেন 'কাজলকে ভোট দেওয়া মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেওয়া।' এই বার্তা শুধু দলীয় ঐক্যের ইঙ্গিত নয়, বরং নির্বাচনের আগে সংগঠনকে একসুরে বাঁধার বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাজনৈতিক প্রচারের পাশাপাশি মানবিক দিকেও সক্রিয় কাজল শেখ। বিষ্ণুপুর অঞ্চলে রক্তদান

শিবিরে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করা, কিংবা বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেওয়া—সব ক্ষেত্রেই নিজেকে 'মানুষের প্রার্থী' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা স্পষ্ট। শুক্রাবাদের মাঠে যুবকদের সঙ্গে ফুটবল খেলায় অংশ নিয়ে সহজেই মিশে গেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সেই মঞ্চেই আবার বিভিন্ন দল ছেড়ে প্রায় দেড়শো পরিবার যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। বিরোধীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করে কাজল শেখ দাবি করেন, বিজেপি ভোটের সময় বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিলেও সারা বছর মানুষের পাশে থাকে না। তাঁর কথায়, উন্নয়নই এই নির্বাচনের মূল ইস্যু এবং সেই ইস্যুতেই মানুষ তৃণমূলের পাশে থাকবে।

হাওড়ায় নববর্ষের শোভাযাত্রা

সুমন আদক, হাওড়া : বাংলা নববর্ষে মধ্য হাওড়ার ২৪নং ওয়ার্ডে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হলো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ রায়ের সমর্থনে। বুধবার সকালে ঘোষপাড়া পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে প্রার্থীকে নিয়ে ওই র‍্যালি শুরু হয়। এরপর র‍্যালি শ্যামাশ্রী সিনেমা মোড়, কালী কুন্ডু লেন পেট্রোল পাম্প হয়ে কালী কুন্ডু লেন, অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতির সামনে দিয়ে দেশপ্রাণ শাসমল রোড, জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দ দত্ত লেন, শ্যামাশ্রী বটতলা মোড়, নরসিংহ দত্ত রোড হয়ে সেবা সংঘের কাছে এসে শেষ হয়। এদিন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে হুডখোলা গাড়িতে জনসংযোগ পদযাত্রায় প্রচার কর্মসূচিতে ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মীদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে ও মালা পরিয়ে অনেকে শুভেচ্ছা জানান। এদিনের এই জনসংযোগ পথযাত্রায় শ্যামল মিত্র, দেবাংশু দাস, নিলয় ঘোষাল, মৃণাল দাস, সুশোভন চ্যাটার্জি, অভিষেক চ্যাটার্জি, প্রাক্তন কাউন্সিলর সৌরভ দাস, সভাপতি দীনবন্ধু মুখার্জি সহ ওই ওয়ার্ডের দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বর্ণাঢ্য

ওই র‍্যালিতে এদিন বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মাঙ্গলিক ঘট, কুলো, বরণডালা, নববর্ষের আবহ সঙ্গীত, ধুতি পাঞ্জাবী ও শাড়ীর সমারোহে বাঙালির চিরাচরিত বর্ষবরণের আবহ তৈরি হয়েছিল। এছাড়াও ছিল বাংলার মনীষীদের স্মরণ করে প্ল্যাকার্ড এবং লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে সুদৃশ্য ট্যাবলো।

তৃণমূলে যোগদান

কুশল কুমার বাগচী, বহরমপুর : নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদে জোর ধাক্কা আমজনতা উন্নয়ন পার্টি এবং সিপিএমের। দুই দল ছেড়ে শতাধিক কর্মী–সমর্থক যোগ দিলেন তৃণমূলে। ভোটের ঠিক আগে এই যোগদান তৃণমূলকে আরও বেশি শক্তিশালী করলো বলে মনে করছে হরিহরপাড়ার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নিয়ামত শেখের হাত ধরে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চোঁয়া অঞ্চলের সভাপতি সফিকুল মণ্ডল এবং তার অনুগামীরা ঘাসফুলে যোগ দেন। এছাড়াও সিপিএম ছেড়ে প্রায় ৬০ জন কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেন। সফিকুল মণ্ডল বলেন, '৫ তারিখে আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগদানের পর আমাকে চোঁয়া অঞ্চলের সভাপতির দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। মোবাইলে হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির ভিডিও দেখার পর আমার এই দলটা করার একেবারে ইচ্ছা নেই। তাই আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম।' নিয়ামত শেখ বলেন, 'এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই সাধারণ মানুষ একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের উপর আস্থা রাখছে। আর সেই কারণেই রোজ কোনো না কোনো দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ঘটনা বাড়ছে।'

ফেসবুক মেসেঞ্জারে হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : ভোটের মুখে প্রাণনাশের হুমকি পেলেন হাওড়া জেলা সদরের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি ভীম পাণ্ডে। তিনি বালিতে দলীয় প্রার্থীর প্রচার সেরে আসার পর ওই উস্কানিমূলক ও হুমকিমূলক ফোন কল পান। দুপুর বারোটা নাগাদ তাঁর ফেসবুক মেসেঞ্জারে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় হুমকি দেওয়া হয় তিনি যেন বেশি বাড়াবাড়ি না করেন এবং বালিতে রাজনৈতিক কাজ করতে হলে বিজেপির হয়ে প্রচার করেন। এই ঘটনার পরই ভীম পাণ্ডে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে বেলুড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই একটি জিডি করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ফোনটির উৎস বিহার হতে পারে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

নববর্ষে অভিষেক ব্যানার্জীর জোড়া কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন বছরের প্রথম দিন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ মণ্ডলের হয়ে জনসভা করলেন এবং ওই দিন বিকালেই চড়িয়াল থেকে পুজালী পর্যন্ত একটি র‍্যালি করলেন বজবজের প্রার্থী অশোক দেবের সমর্থনে। প্রথমে পৈলানের সন্নিকটে দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠে বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ মণ্ডলের সমর্থনে বিশাল এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি বলেন, আমরা সারা বছর কাজ করি, মানুষ আমাদের নির্বাচন করেছেন তাই আমাদের কাছে মানব ধর্মই বড় ধর্ম। করোনাকালে আমরা মানুষদের সেবা করেছি, সেবাশ্রয়ের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়েছে বিনামূল্যে, এছাড়াও বার্ধক্য ভাতা, বাংলার আবাস যোজনা সহ ১০০ দিনের টাকা আমরা নিজেদের উদ্যোগেই দিয়েছি। তাই বিষ্ণুপুরের মানুষ দুহাত তুলে তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ মণ্ডলকে সমর্থন করবেন এটাই আশা করি। তিনি বলেন, যারা ভোটের সময় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙল তারাই এখন সংস্কৃতির কথা বলছে। যদি সাহস থাকে আগামী ৪ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলায় থাকবেন বিকালে দেখা হবে। তারপর দিলীপ মণ্ডলের হাত তুলে তাকে সকলকে ভোট দেবার জন্য অনুরোধ করেন। এরপর তিনি বজবজ বিধানসভার প্রার্থী প্রবীণ অশোক দেবের সমর্থনে একটি র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন চড়িয়াল থেকে পুজালী পর্যন্ত। রাস্তার দুধারে ছিল অগণিত মানুষের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। র‍্যালি শেষে একটি গাড়ির মাথায় উঠে অভিষেক ব্যানার্জি বলেন, 'অশোক দেবের বয়স হলেও এখনো তিনি প্রাণবন্ত এবং যুবক। ৬ বার ভোটে দাঁড়িয়ে তিনি জিতেছেন এটা তার সপ্তম বারে বিধায়ক পদের জন্য নির্বাচন। তিনি বলেন, সারা রাজ্যের যত বিধায়ক আছেন তাদের মধ্যে ১ নম্বর বিধায়ক অশোক দেব। দীর্ঘদিন ধরে অশোক দেব মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থেকেছেন তাই আমার বিশ্বাস এবার অশোক দেবের জয়ের মার্জিন ১ লক্ষেরও বেশি ছাড়িয়ে যাবে।

ছবি : অরুণ লোধ

পূর্ব বর্ধমানের দুই গ্রাম মাতলো চড়ক উৎসবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কথায় আছে,'বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ'। বাঙালীর ঐতিহ্যবাহী পার্বণগুলির মধ্যে বছর শেষের চড়কপুজো অন্যতম। অন্যদিকে, রাত পোহালেই নতুন বছরের সূচনা। তাই এদিন চড়ক উৎসবের ক্ষণেই নববর্ষের কাউন্টডাউনও শুরু হয়ে যায়। চড়ক উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় চড়কপুজোর দিনটি নানাবিধ ধর্মীয় রীতি মেনে পালিত হয়। তবে, মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন নদিয়া জেলার নয়াচর এবং গোবিন্দপুর গ্রামের চড়ক উৎসবের আকর্ষণই আলাদা। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী এই দুই জনপদকে ভাগীরথী নদী নদিয়া জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বহু বছর আগেই বিচ্ছিন্ন করেছে। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর লোকসভার অন্তর্গত গোবরা পঞ্চায়েতের নয়াচর এবং গোবিন্দপুর

মূলতঃ কৃষিপ্রধান এলাকা। দু'টি পাশাপাশি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী পার্বণই হল চড়কপুজো। যাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীরা কয়েকদিন ধরে উৎসবের আবহে মেতে ওঠে। প্রত্যন্ত দু'টি গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে এ যেন 'প্রাণের উৎসব'। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একদা শুধুমাত্র নয়াচরেই চড়কপুজো হত পরবর্তীকালে গোবিন্দপুর গ্রামেও এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল। নয়াচরের বাসিন্দা চিরঞ্জিৎ সরকার ও বিশ্বজিৎ সরকার, গোবিন্দপুরের বাসিন্দা দীনেশ সরকারের মতো কিছু ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে চড়ক উৎসবকে সার্বিকভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে রাস্তাঘাটের উন্নতির সঙ্গে বিদ্যুতের আলো হওয়ায় চড়ক পূজায় জনসমাগম বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানকার চড়ক উৎসবের আনন্দে শামিল হতে পাশাপাশি নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ দূরদূরান্তের অসংখ্য মানুষের আগমন ঘটেছিল। সবমিলিয়ে, এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে কেন্দ্র করে নয়াচর এবং গোবিন্দপুর কার্যতঃ মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল।

মে থেকেই বাস্তবায়িত হবে বিজেপির সংকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ এপ্রিল দক্ষিণ শহরতলীর বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ে ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ড. ইন্দ্রনীল খাঁ এবং বেহালা পূর্বের বিজেপি প্রার্থী শংকর শিকদার যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। ড. ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, ১০ এপ্রিল আমাদের সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 'সংকল্প পত্র' ঘোষণা করেছেন। যেখানে ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, নারী সুরক্ষা, চাষ, শিল্পের শ্রমিক সকল স্তরের মানুষদের জন্য বিভিন্ন সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষ করে নারী স্বাবলম্বীকরণে জন্য প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। বাসে মহিলাদের ভাড়াও লাগবে না। নারী সুরক্ষার ওপর জোর দিতে দূর্গাবাহিনী নামে আলাদা একটি ফোর্স করা হবে। যাতে করে আবার নতুন করে অভয়ার মত ঘটনা

এ রাজ্যে না ঘটে। বেকার শিক্ষিত যুবক–যুবতীরা যতদিন চাকরি না পায় সেই জন্য তাদের ব্যাংকে সরাসরি ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।। যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক–যুবতী বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসবেন তাদের জন্য ১৫০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। আমাদের এখানে শিল্প বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। গত ১৫ বছরে এরাজ্যে শিল্প কলকারখানা নতুন করে গড়ে ওঠেনি তাই আমাদের রাজ্যের শিক্ষিত যুবক–যুবতীরা বাইরে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের তকমা নিয়ে চলে গেছে। ৪ মে ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে, তারপর থেকেই এই সমস্ত সংকল্প বাস্তবায়িত হবে এ রাজ্যে। বেহালা পূর্বের বিজেপি প্রার্থী শংকর শিকদার বলেন, বেহালার মূল সমস্যা হচ্ছে জলাশয় অবৈধভাবে বুজিয়ে তৃণমূল আশ্রিত প্রোমোটাররা একের পর এক ফ্ল্যাট করছেন। তার ফলে জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। বেহালা পশ্চিমের পূর্বের যিনি বিধায়ক ছিলেন তিনি শিক্ষা দূর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন দীর্ঘদিন জেল খাটার পর ছাড়া পেয়েছেন। বেহালা পূর্বের বিধায়ক তাকে দীর্ঘদিন এলাকার মানুষ দেখতে পায়নি। ১৫ বছর তো আপনারা তৃণমূলকে সুযোগ দিয়েছেন। ৫ বছরের জন্য বেহালা পূর্ব এবং পশ্চিমে বিজেপি প্রার্থীদের সুযোগ দিন যদি ভালো না লাগে, আমরা পরিষেবা দিতে না পারি, আবার আপনারা পরিবর্তন করে দেবেন।

চড়ক উৎসব ও মেলা

সৃজিতা মালিক, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত বনরায়পুরের চড়ক উৎসব ও মেলা এ বছর ১১৮ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই উৎসব ও মেলার পরিচালনায় আছে তরুণ সংঘ। জায়গাটিকে অনেকে বারোকাছারি শৈব তীর্থধাম বলে জানে। ১২ বিঘা জমি নিয়ে জায়গাটি গঠিত বলেই জায়গাটির নাম বারো কাছারি। এটা কিন্তু বিষ্ণুপুর থানায় যে শৈবতীর্থ বড় কাচারী ধাম আছে সেটা নয়। এই বারোকাছারি শৈব তীর্থ ধাম অত্যন্ত জাগ্রত। একটি প্রাচীন বটগাছের নিচে শিবের মূর্তি এবং শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরের সামনে পবিত্র পুষ্করিণী আছে। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মানুষ এখানে মানত করেন এবং মানত পূর্ণ হলে পুজো দিয়ে যান। নীলের বাতি, শিবরাত্রি, চড়ক উৎসব, বাৎসরিক

অনুষ্ঠানসহ হরিনাম সংকীর্তনের আসর ও হয় এই তীর্থ ধামে। গাছ গাছালিতে ঘেরা মনোরম প্রকৃতিতে গড়ে উঠেছে এই তীর্থধাম। মন্দির কমিটির সভাপতি প্রবীণ কাশীনাথ মণ্ডল জানালেন, বহু প্রাচীনকাল থেকে এই শৈবতীর্থে আরাধনা হচ্ছে এবং প্রচুর মানুষ এখানে আসেন পূজা দিতে। অনেক দূরারোগ্য মানুষ এখানে এসে মানত করে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যত দিন যাচ্ছে তত দূরদুরান্তের তীর্থযাত্রীরা এখানে আসছেন।

মায়ের পরিচয়েই হবে সন্তানের জাতিগত শংসাপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : পিতার দিকের তো ছিলই ওটাকে জারি রেখেই এবার থেকে মায়ের দিকের জাতিগত পরিচয়ে সন্তানেরা তফসিলি জাতি বা উপজাতির জাতিগত শংসাপত্রের আবেদন করতে পারবেন। সম্প্রতি ১২ ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের জাস্টিস সূর্য্য কান্ত এবং জাস্টিস জয়মাল্য বাগচীর নেতৃত্বে তাঁরা এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক রায়ে এক দ্রাবিড় মায়ের আবেদনের ভিত্তি বলা হয়েছে সন্তানের ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির শংসাপত্র এখন থেকে মায়ের দিকের জাতিগত পরিচয়ও আগামীদিনে সন্তানের উপরে ধার্য হতে পারে, যদি সেই মায়ের দিকের পরিবার পিছিয়ে পড়া তফসিলি জাতি বা উপজাতিভুক্ত পরিবার হয়ে থাকেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট দেশের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এতোদিন কেবলমাত্র আবেদনকারী ব্যক্তির পরিবারের বাবার বা কাকা–জ্যেঠার সঙ্গে এই বংশতালিকার(ফ্যামিলি ট্রি) ভিত্তিতে এটি দেওয়া হতো, যেটি আদতে একটি পুরুষতান্ত্রিক প্রথা ছিল।

এই বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী বলেন, এতোদিন যাবৎ যেহেতু ভারতের সাংবিধানিক আইনানুযায়ী শুধুমাত্র বাবা কিংবা পরিবারের পুরুষদের বংশ তালিকার ব্লাড রিলেশনের ওপর ভিত্তি করেই কলকাতা পৌরসংস্থার পৌরপ্রতিনিধিরা এই 'ফ্যামিলি ট্রি' সার্টিফিকেট ইস্যু করত, এমতাবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের এই যুগান্তকারী রায়ের প্রেক্ষিতে আমার প্রস্তাব যে, একটা সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন করে দেওয়া হোক, যাতে আগামীদিনে মায়েদের দিকের জাতিগত ভিত্তিতে 'ফ্যামিলি ট্রি' প্রদান করা যায় কী না। সে বিষয়ে আমি পৌর কর্তৃপক্ষের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এই প্রস্তাবটি সত্যিই খুবই ভালো প্রস্তাব কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার রিলেটেড নয়। এটা রাজ্যের 'ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস্ ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট'–এ এমন প্রস্তাব আছে কী না? তারা এটা গ্রহণ করবে কী না? আমার ধারণা যে স্বামী–স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর যে সন্তান মায়ের কাছে থেকে বড়ো হচ্ছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হতে পারে। তবে সুপ্রিম কোর্ট যদি এ রায় দিয়ে থাকে, তবে 'ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট'–এর কাছে এটা জানতে চাইবো। ওরা যে গাইডেন্স দেবে সেটা প্রত্যেক পৌরপ্রতিনিধির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পৌর কর না পেলে বাড়ি অধিগ্রহণ হবে

বরুণ মণ্ডল : যাদবপুরের ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার ১৭, কবি সুকান্ত লেনের বাড়িটি দীর্ঘদিন ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। বাড়িটি বর্তমানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করেছে। বিষাক্ত সাপ–পোকামাকড়ের আস্তানা হচ্ছে। নানাধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের আস্তানা হয়ে উঠেছে। অঞ্চলের মানুষ চরম আতঙ্কে দিনযাপন করছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যাচ্ছে, ওই বাড়ির বাসিন্দাদের কেউই আজ জীবিত নেই আর কোনও উত্তরাধিকারও নেই। বাড়িটি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় বাম পৌরপ্রতিনিধির প্রস্তাব, এই বাড়িটি যথাযথ আইনানুসারে কলকাতা পৌরসংস্থা অধিগ্রহণ করে, যদি সামাজিক কাজে ব্যবহার করে, তাহলে স্থানীয় প্রতিবেশীরা উপকৃত হবে এবং স্বস্তিও অনুভব করবে।

এই প্রস্তাবের মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ১৭,কবি সুকান্ত লেনের ওই সম্পত্তিটি কলকাতা পৌরসংস্থার স্থাবর সম্পত্তির তালিকাভুক্ত নয়। এটা বিএলএলআর অফিসের কাছে জানতে চেয়েছি। রেকর্ড কার নামে যাচাই করে, যদি দেখা যায় যে, পরিবারের কেউ নেই এবং সম্পত্তি করও কলকাতা পৌরসংস্থা পাচ্ছে না। তাহলে পৌরসংস্থা ওই সম্পত্তিটি অধিগ্রহণ করতে পারা যেতে পারে আর পাম্প হাউসের একটা ব্যবস্থা করা হবে।

আন্তর্জাতিক ওয়েলনেস ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক স্তরে সুস্থতা ও মানসিক–শারীরিক ভারসাম্যের গুরুত্ব তুলে ধরতে কলকাতায় পালিত হচ্ছে 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলনেস ডে'। ১৫ এপ্রিল সকালে শহরের বুকে অবস্থিত নেপালের কনসুলেট জেনারেলে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ৮ টা থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সচেতনতা, যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং মানসিক সুস্থতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও কার্যক্রমের আয়োজন চলছে। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, যোগ প্রশিক্ষক এবং সমাজের নানা স্তরের মানুষ। তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাত্রার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

আয়োজক সূত্রে জানা যায়, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা এবং শরীর ও মনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং সঠিক জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করলে শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ রাখা সম্ভব। সেই বার্তাই এই 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলনেস ডে'–এর মাধ্যমে আরও বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে আয়োজকরা। ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

পৌরসংস্থার সহযোগিতায় মাছচাষ

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডে কলকাতা পৌরসংস্থা নিয়ন্ত্রিত ও ব্যক্তিগত কমবেশি ৯,২৭৫টি (যার মোট জলাশয় এলাকা ১৮.৬৭ বর্গ কিলোমিটার, যা কলকাতা পৌরসংস্থার মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ৯.১ শতাংশ) জলাশয় রয়েছে। যাদের মধ্যে কিছু জলাশয় আছে যেগুলি খুবই ভালো পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন এবং নিয়মিত মাছ চাষও হয় আবার কিছু জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিবেশ দূষিত করছে। মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র বক্তব্য, 'এই মুহূর্তে যেহেতু জলাশয়গুলি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে তাই দূষণমুক্ত রাখা প্রয়োজন এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দফতরের একটি বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং যে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জলাশয় পরিবেশে দূষণ ছড়াচ্ছে, তাদের অবিলম্বে জরিমানা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে দ্রুততার সঙ্গে নিয়মবিধি আরোপ করা দরকার।'

যে সব ব্যক্তিগত জলাশয় 'ওয়েল মেনটেনড' তাদের যেমন 'সম্পত্তি কর'–এর ওপর বিশেষ ছাড় দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এইসব বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার 'গাইডলাইন আবশ্যিক।

বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ এই একটি প্রস্তাবের বিষয়ে পৌর পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, পরিবেশ

দফতরটি পরিচালিত হয় একটা আইন অনুযায়ী। কলকাতা পৌর এলাকার বর্তমান জলাশয়গুলিকে এখন একটা আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এই জলাশয়ের মধ্যে কিছু কলকাতা পৌরসংস্থা নিয়ন্ত্রিত তবে অধিকাংশই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। এই ব্যক্তিগত মালিকানাধীনের বেশ কয়েকটি স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির নির্দেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়েছে। কিছু আবার 'ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলে অধিগ্রহণ করে জলাশয়ের ওই সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন' করা হয়। আবার কিছুক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের নির্দেশে ৪৯৬এ আইনি ধারায় জলাশয়ের মালিকের নামে নোটিশ পাঠানো হয়। ১৫ দিন সময় দেওয়া হয় জলাশয়টি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য। আর পরিষ্কার না হলে ওই জলাশয়ের নামে কেস ফাইল করে পৌরসংস্থা থেকে জলাশয়টি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার করে দেওয়া হয় এবং খরচপাতি হয়ে থাকলে পৌর সম্পত্তির অ্যাসেসমেন্টের সম্পত্তি করের বিলের মধ্যে যুক্ত করা হয়। কিন্তু পরিষ্কার না হলে ফাইন করার বিষয়টি ওই পৌর আইনে বলা নেই। যদি কলকাতা পৌর নিগম আইনে এই রকম কোনও আইন আনা যায়, তাহলে সেটা করা উচিত।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত মালিকানাধীনের জলাশয়গুলিতে যদি মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হয়। তাহলে এই জলাশয়গুলি সারা বছর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে নতুবা ৩ থেকে ৪ মাস বাদেই আবার কচুরিপানা জঞ্জালে ভরাট হয়ে যাবে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিরা ওই জলাশয়ের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওই জলাশয়গুলিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা করেন। কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দফতর থেকে তাদের বিনা খরচে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাদের মাছচাষের জন্য (মীন) চারা মাছের বিষয়ে সহযোগিতা করা হবে। মাছ পাড়ার স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যেতে পারে। তাতে পাড়ায় জলাশয় থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

ইনিউমারেশন ফর্ম ফিলাপে অনীহা

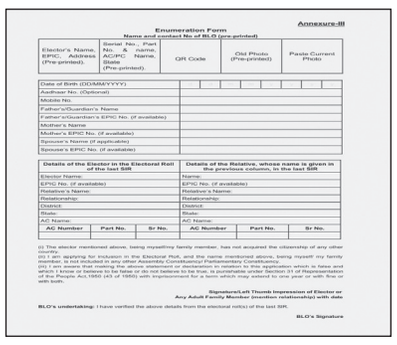

নিজস্ব প্রতিনিধি : একই কাজে দু'রকম ছবি। একপক্ষ 'সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে' ঠাঁই না পাওয়ায় 'অ্যাপিলেট ট্রাইবুন্যাল'–এ দ্বারস্থ হওয়ার জন্য কড়া রোদের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা লম্বা লাইন দিয়ে এসডিও অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অপরপক্ষের ইনিউমারেশন ফর্ম ফিলাপেই অনীহা। বুথ লেভেল্ অফিসার (বিএলও) ভোটারের বাড়িতে গিয়ে ইনিউমারেশন ফর্ম কীভাবে ফিলাপ করতে হবে, ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ওই ফর্ম ফিলাপ করে বিএলওকে জমা দিলেন না। তাঁদের বক্তব্য, 'ভোট দিতে গিয়ে দেখি কোনও ভূত ওর ভোটটা আগেই দিয়ে চলে গিয়েছে। একবার–দু'বার নয়। তিন তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।' তাছাড়া ভোটাধিকার আর নাগরিকত্ব তো এক জিনিস নয়। আর নির্বাচন কমিশনও এই দু'রকম চিত্র দেখে তো হতবাক। আমাদের শিক্ষিত স্বাক্ষর সমাজের মধ্যেই বেশি রয়েছে ভোট না দেওয়ার প্রতি এক ধরনের অনীহার ছবিটা। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি জেলার বাসিন্দারা বেশিরভাগই স্বেচ্ছায় এবার ইনিউমারেশন ফর্ম ফিলাপ করেননি। ২০০২–এ বিএলও–রা ভোটারের বাড়িবাড়ি এসে নিজেরাই ভোটারদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছোট্ট দু'টি ফর্ম ফিলাপ করে, ভোটারকে দিয়ে কেবল দু'টি স্বাক্ষর করিয়ে ইনিউমারেশন ফর্ম ফিলাপের কাজ শেষ করে ছিল। তাতে ভোটারের ইনিউমারেশন ফর্ম ফিলাপের কোনও অনীহা থাকার কথাই নয়। ২০০২–এর আগে ভূতেরা এতো সংখ্যায় অপরের ভোট দিত না।

কিছু সাধারণ মানুষজন সরকারি সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত–উদ্বিগ্ন হয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, এ রাজ্যের ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ এসআইআর শুরু গত বছরের ২৮ অক্টোবরের আগে রাজ্যে মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯ জন। গতবছর ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ইনিউমারেশন ফর্ম বিতরণ হয়েছিল ৭ কোটি

৬৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৯১ টি। অর্থাৎ রাজ্যে ১,৯৩৮ টি ইএফ বিতরণ হল না। ইএফ জমা ও ডিজিটাইজড হল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮ হাজার ৯৫ টি (৯৯.৯৬ শতাংশ)। অর্থাৎ ২৭,৪৯৬টি ইএফ বিতরণ হলেও ভোটাররা ইএফ বিএলও–র কাছে জমাই দিলেন না। অর্থাৎ এসআইআর–এর প্রথম পর্বেরই খসড়াতেই রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে (১,৯৩৮ + ২৭,৪৯৬)= ২৯,৪৩৪টি ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ হয়। এঁরা সজাগ সচেতনভাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলেননি। তাঁরা হয় ইনিউমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করেননি বা ফর্ম তুললেও তা ফিলাপ করে বিএলওর কাছে জমা দেননি। কমিশনের তথ্য বলছে, খসড়া তালিকা থেকে অন্যান্য তালিকা হিসেবে ৫৭ হাজার ৬০৪ টি নাম বাদ গিয়েছে। তার মধ্যে ২৯ হাজার ৪৩৪ জন ভোটারের অধিকাংশই সজাগ সচেতনভাবে ফর্ম তোলেননি অথবা তুললেও বিএলওকে জমা দেননি।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, ভোটাধিকার প্রয়োগে অনাগ্রহী ভোটারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কলকাতা উত্তর জেলার জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রে সংখ্যাটা ২,৯৪২টি। এরপর রয়েছে শ্যামপুকুর, কাশীপুর–বেলগাছিয়া, বেলেঘাটা, চৌরঙ্গী, কলকাতা বন্দর, বালিগঞ্জ, হাওড়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে। কারণ, পূর্বে একাধিক বার এঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে ভোট দিতে পারেননি। ক্ষোভের কারণে এরা ভোটার তালিকা নাম না তোলার প্রতিবাদ জানায়।

ভোটাধিকারের সঙ্গে নাগরিকত্ব আইনের কোনও সম্পর্ক নেই। বর্তমান নাগরিকত্ব আইনানুযায়ী ভোটার না হলেও ভারতীয় নাগরিক হিসেবে থাকা যায়। ভারতীয় সংবিধানে নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের 'বিশেষ ক্ষমতাবলে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন হয়েছে। তাই ইনিউমারেশন ফর্ম একটি 'স্ট্যাটিউটরি বা আইনসিদ্ধ ফর্ম' নয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ৬, ৭ ও ৮ নম্বরের ফর্মগুলি আইনসিদ্ধ ফর্ম। ভোটার তালিকায় নাম না তোলাটা নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যের মধ্যেও পড়ে না। এদিকে, সুপ্রিম কোর্ট এক পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, ভোটাধিকার একটা সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাগরিকের অধিকার বলে ২০২১ –এর সপ্তদশ বিধানসভার নির্বাচনে গোটা রাজ্যে ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৮৩ জন ভোটার 'নোটা'–য় ভোট দিয়েছেন।

অপরাধীদের আড়াল করা হয় : ইরানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা নববর্ষের শুভদিনে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড' উন্মোচন করা হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী এবং প্রার্থী রূপা গাঙ্গুলী, প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্মৃতি ইরানি ও শুভেন্দু অধিকারী যৌথভাবে এই কার্ডের উন্মোচন করেন। এই সংকল্পের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে রাজ্যের প্রত্যেকটি মহিলাকে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এটি কোনো বিশেষ মাপকাঠিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং রাজ্যের সকল মহিলার জন্য এই সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

স্মৃতি ইরানি তাঁর বক্তব্যে তৃণমূল সরকারের আমলে মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতার কড়া সমালোচনা করেন। তিনি জানান, মোদী সরকার দেশজুড়ে মহিলাদের জন্য 'ওয়ান স্টপ সেন্টার' তৈরি করেছে এবং দ্রুত ন্যায়বিচারের জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে, শাস্তির বদলে তাদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে স্মৃতি ইরানি কেন্দ্রীয় অনুদানের হিসাব তুলে ধরে জানান, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে বিপুল পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দুর্নীতির কারণে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে এমএসএমই সেক্টরের উন্নয়ন এবং 'লাখপতি দিদি' প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের তোলা বিভিন্ন অভিযোগের জবাবে স্মৃতি ইরানি বলেন, বিষয়ভিত্তিক রাজনীতি ছেড়ে তৃণমূল বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালাচ্ছে। মাছ খাওয়া বা বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে বিরোধীদের অপপ্রচারের পাল্টায় তিনি বলেন, বিজেপি সবসময়ই বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁদের আসল লড়াই বেকারত্ব ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

বার্তা

প্রস্তুতি : ২০২৬–এ বিধানসভা ভোটে বেহালা থেকে বজবজ মহেশতলা সাতগাছিয়া দেয়ালের ছড়ার মাধ্যমে প্রচার চলছে। ছবি : অরুণ লোধ

ভয় দূরীকরণ : ভোটারদের মধ্যে ভয় দূর করতে বীরভূম জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন জেলাশাসক ধবল জৈন এবং পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব। পাশাপাশি ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। ছবি : নিজস্ব

প্রচার : ১৬ এপ্রিল পূর্ব বর্ধমান জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে ভোটপ্রচারে টলিউড অভিনেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিক। ছবি : নিজস্ব

ভবিষ্যতের পথে : ১৬ এপ্রিল হাওড়া স্টেশনে পরিচ্ছন্নতা বিপ্লবের মাধ্যমে ১৭৩ বছরের রেল ঐতিহ্যকে নতুনভাবে উদযাপন করছে পূর্ব রেল, উপস্থিত ছিলেন হাওড়া ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কার। ছবি : নিজস্ব

শক্তির জাগরণ : কশতলার চড়ক মেলায় রাত ৩টের সেই শিহরণ জাগানো ঐতিহ্যবাহী কালী নাচ। ছবি : নিজস্ব

বিজয় সংকল্প : বাঁকুড়া তালডাংরা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সৌভিক পাত্রের সমর্থনে বিজয় সংকল্প সভা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই সভা মঞ্চ থেকে, তৃণমূলের দুই প্রাক্তন ব্লক সভাপতি সহ, প্রায় ৫০০ জন তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগ দেন বলে দাবি। ছবি : নিজস্ব

রাজ্যে প্রধান সংখ্যালঘু হল শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি, খ্রিস্টান ও চিনারা

চলছে ভোটযুদ্ধ। সকলেই অপেক্ষা করছেন ৪ মে ফলাফলের। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কুর্সি দখল করতে লড়ছে লড়াই। জনগণের প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম আমরা। তার উত্তর দিয়েছেন বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার।

মানুষের কাছে এখন বড় প্রশ্ন বিজেপি এলে 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'– এইরকম কিছু হয়ে যাবে না তো?

শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমানজীও লঙ্কায় গিয়েছিলেন তারা তো হননি। তার থেকেও বড় কথা লঙ্কা থাকলে তো লঙ্কায় যাবে। এ তো পোড়া বাংলা। আগে বাংলাকে বলা হত 'সোনে কি চিড়িয়া' এখন সেই বাংলায় কিছুই নেই। আগে সাড়া ভারতবর্ষের লোকের ধারণা ছিল হাওড়া স্টেশনে নামতে পাড়লে বাংলায় তার কল–কারখানা বা কোথাও না কোথাও চাকরি পাবেই পাবে। সেই জায়গা থেকে বাংলা আজ এই দুর্দশা করা হয়েছে যে বাংলার মানুষদের অন্য রাজ্যে বা দেশে যেতে হচ্ছে চাকরির জন্য। মেয়েদের রাত্রি ৮ টার পর বাড়ি থেকে বেড়ানো বন্ধ করে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তো দেশের খাবারের সামনের রাস্তার কথা ভাবলে তো হবে না, দেশের খাবার থেকে দমকলের সামনের রাস্তাটা তো আর গোটা পশ্চিমবঙ্গ নয়। ওই পর্ণকুটিরের ইশারায় বা অনুপ্রেরণায় সব কিছু বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আমরা সবকিছু খুলে দিতে চাই।

নানা দিকে শোনা যাচ্ছে 'বিজেপি এলে বাংলায় বাঙালিরা থাকতে পারবে না' —এই বিষয়ে কি বলতে যান?

বিজেপি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে চলে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে মিজোরাম সর্বত্রই প্রত্যেকটি বিজেপি অফিসে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ভারতমাতার ছবি পাবেনই। তাঁরাও তো বাঙালিই ছিলেন, এর পরেও যদি বিজেপি বাঙালির পার্টি না হয় তবে কি অ্যালেন, হিউম, অক্টবিয়ানের পার্টি কি বাঙালির নিজের? লিগেসি যদি বাঙালির থাকে তাহলে সেটা আমাদের আছে, বাঙালি অস্মিতা, লিগেসি, ভাষা আমরাই চালিয়ে যাচ্ছি এখনও বাকি তো সব হয় হিউম নয় তো নেহেরু–গান্ধি পরিবার।

বাংলায় বিজেপি আসলে সংখ্যালঘুরা কি আরও বেশি ভালো থাকবে?

সংখ্যালঘু বলতে যাদের বলতে চাইছেন পশ্চিমবঙ্গে তারা দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু। এই রাজ্যে প্রধান সংখ্যালঘু হল শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি, খ্রিস্টান, চিনারা। দুই সম্প্রদায়ের খণ্ডযুদ্ধে বাংলায় সংখ্যালঘু বলতে যাদের বোঝায় অর্থাৎ মুসলিম সমাজের মধ্যে এতদিন ধরে বিভ্রান্ত ছড়ানো হয়েছে যে বিজেপি আসলে তাদের ডেকে ডেকে খুন করা হবে, তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাই তারা বিজেপিকে ভোট দেয় না। তবে আমরাও তাদের দিকে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাই যে সার্জার কমিটির রিপোর্টের পর আপনারা কি আরও এগিয়েছেন নাকি পিছিয়ে গিয়েছেন? গত ১৫ বছর ধরে আপনাদেরকে শুধু টুপি পড়ানোর ব্যবসা চলেছে বাংলায়। রোল–চাউমিনের দোকান বা গাড়ির মিস্ত্রির ছাড়া সংখ্যালঘুদের কি বা উন্নতি করা হয়েছে। এই যে মাদ্রাসাগুলোতে এত এত টাকা দেওয়া হচ্ছে, একটা মুসলিম নেতা বা মন্ত্রীর ছেলেমেয়েকে দেখান তো যারা মাদ্রাসায় পড়তে পাঠানো হয় অথবা কোন সংখ্যালঘু নেতার ঘরে ক্যাবিনেট মিনিস্টার সিদ্দিকুল্লা চৌধুরির মুসলিম সমাজের জন্য তৈরি করা নিয়ম 'হাম দো হামারা দো নয়, হাম দো হামারা ছে' এই ব্যবস্থা চলে? অর্থাৎ একটা কমিউনিটি কি শুধুমাত্র ভোট পাওয়ার স্বার্থে ব্যবহার করা হয় এবং এই কমিউনিটির মধ্যে থেকে কয়েকজনকে এগিয়ে দেওয়ার এই ব্যবস্থাকে বন্ধ করতে হবে, আমরা আসার পর এই কাজটা প্রথম করা উচিত। এছাড়াও বিজেপিশাসিত রাজ্যে সংখ্যালঘুদের অবস্থা দেখলে বুঝে যাবেন সেখান থেকে সংখ্যালঘুরা এখানে পালিয়ে এসেছেন। কতজন মুসলিম সবথেকে খারাপ যোগীজীর উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাট, বিহার, ওড়িশা থেকে এখানে চলে এসেছেন? অথবা কজন সংখ্যালঘু বা আসমিয়ারা হিমন্ত বিশ্বশর্মার আসাম থেকে এখানে এসে ববি হাকিমের দেশের খাবারের পিছনের বাড়িতে ডেরা গেরেছেন? কেউ আসছেন না, আসবেও না কারণ তারা জানেন বিজেপিশাসিত রাজ্যে তারা অনেক সুখে আছেন, অন্তত দুবেলা পেট ভরে খেতে পারছেন। তবে এটা ঠিক বিজেপি কোনও অর্থে কোনও তোষণকে সহ্য করবে না, তা সে মাথায় টুপি পড়ে হোক বা কপালে টিকা হোক।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

মাঙ্গলিকী

কবিতা

নতুন বর্ষ
শেফালী সরকার

নতুন বর্ষ নতুন বর্ষ, সময় হলে তুমিও বিদায় নেবে
যে গেল সে জীর্ণ হল বারোটি মাস ধরে।
ঋতুরা তাকে সোহাগে আদরে সাজিয়েছিল কত
বৃষ্টিভরা চোখের জলে কাঁদিয়েছিল যত
কঠিন তাপে পুড়েছে তবুও সয়েছে যাতনা বর্ষার মুখ চেয়ে
বর্ষার চোখে এত জল দেখে বুক কাঁপে তার ভয়ে
ঠিক তখনি আকাশের বুকে মেঘেরা হেসে হয় লুটোপুটি,
নারীর মত ঘোমটায় মুখ ঢেকে লুকোচুরি খেলে, করে খুনসুটি।
বাংলার ঋতু ইংরেজী মাস হাতে হাত ধরে,
টুপ করে দিন ছোট হতে হতে রাতের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে।
কাঁথা কম্বলহামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসে বিছানায় !
দূর থেকে পলাশ শিমুল আগামীর আবির ছড়িয়ে দেয়।
রুদ্রাণীর হুঙ্কারে বসন্ত ফিরবে না বলে চিরবিদায় নেয়।
মৃত্যুবিহীন নীল দিগন্তে প্রভাত রবির উদয় হয়॥

(ম্যুর এভিন্যু, কলকাতা–৪০)

নব বৈশাখ মাস
ভরত বৈদ্য

বর্ষ–যাপন কাটিয়ে এসেছে বৈশাখ
প্রখর দহন জ্বালায় সবাই হাঁসফাস
নববর্ষের সাদর বরণ বাংলা মাস
ঘাড়ে ফেলছে তাপ–প্রবাহের উষ্ণ–শ্বাস
উড়ছে মাছি ভনভনিয়ে ভাঙ্গা হাটে
গরমের দাপট দেখে দরজা আঁটে
দিনের শেষে উঠলো বুঝি কালবোশেখী
ধূলো ঝড়ে উড়ছে তালে মাখামাখি
আকাশ চিরে বিজলীরা ওই দিচ্ছে উঁকি
বৃষ্টি বুঝি এলো ধেয়ে, পড়ছে নাকি!

(নলপুর, হাওড়া)

শুভ নববর্ষের অভিনন্দন
গৌর দত্ত পোদ্দার

থাকো বন্ধু যত দূরে হয়ে মণিহারা
কান পেতে শোনে ওগো পাবে মোর সাড়া
বছর আসে বছর যায় —— বাংলা নববর্ষ
সুখে থাকো সুখে রাখো দিই পরামর্শ॥

(ঢাকুরিয়া, কলকাতা)

অব্যক্ত বেদনা
অরুণ গুহ

তোমরাই বলো কি আমার ভুল,
আমি একটি ফুল, ওগো শুধুই ফুল।
রূপ রঁ অঙ্গে ভরি, সুবাস সবে বিতরি,
ভালোবাসা দিয়ে রাত দিন এক করি,
মৌমাছি গুনগুন করে, নিয়ে যায় সব মধু,
এখনো বলি না কিছু, আমি যে ফুল শুধু।
আমারও যে কষ্ট হয়,
কেন তারা বোঝে না হায়,
সবার জন্যই লাগি আমি,
আবার ঝরে পড়ি অবহেলায়।
আমি যে ফুল, ওগো শুধুই ফুল,
বলো বলো তোমরাই কি আমার ভুল!

(রায়পুর রোড, কল–৪৭)

ভবিষ্যতের ডানা
বিধান সাহা

তুমি মেলে দিতে পারো
নতুন ভবিষ্যতের ডানা
একান্ত আবেগে উচ্ছ্বাসে
নতুন পরিচয়ের ধ্বজা তুলে
নতুন প্রেরণার এ কাশ
নতুন সম্ভাবনার আলো
নতুন চেতনার নিরবিচ্ছিন্নতা
ছড়িয়ে দিতে পারো অনায়াসে
অসংখ্য দিনযাপনের মাঝে
নতুন রঙিন চিত্রমালা
নতুনত্বের স্বপ্ন এঁকে যায়
পুরনোকে পিছে সরিয়ে রেখে
আগামী দিনগুলোর
বর্ণময় আভাসের প্রেক্ষাপট
আলোড়নের বার্তা আনুক
তোমার স্বয়ং–সম্পূর্ণ হৃদয়ে ......

(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪১)

গুণাগুণ
হজরত আলী

গুণাগুণের আদর্শে মহত্বের খোল নিয়ে
দিবারাত্রির চলছে খুনোখুনি,
অসাড় মড়া–ভাগাড়ে
আটকে আছে বহুক্ষণ,
বেজে যায় ফাঁকা বাঁশি বাতাসে,
চতুর্দিকে লোভের আগুন
লকলকে জিহ্বা দেখায়,
ছুঁতে গিয়ে ভয় জেগে ওঠে,
যদি জড়িয়ে নেয় শক্তি স্বরূপ!

(বড় আন্দুলিয়া, নদীয়া)

প্রেমিক
ভীম ঘোষ

মন্ত্রপাঠ চলছে দীর্ঘ সময়ে,
কালো মেঘে ঢাকছে আকাশ।
তানিক ও বলতে পারছে না
কে আমাকে ছুঁয়ে আছে
বাঁশের মাচায় অতিবিশ্ব ডুবছে
সারাদিন সারারাত ভোর
সবুজ ঘাস বলতে পারে
কে ছুঁয়ে আছে আমাকে
এই গোপন রাজপথে
কঠিন সলতে–পোড়া আরাধনায়।

(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

ক্ষুদ্রের মধ্যে রুদ্র (লিমেরিক)
অপূর্বলাল ঘোষাল

সূর্য বলে, কেউ কি আছে আমার আগে?
চোখ রাঙিয়ে আগুন ঝরায়, কামান দাগে!
শিশির হেসে কয়
বাপেরও বাপ হয়
বন্দী করতে অমন সূর্যে এক কণা লাগে।

(কন্যানগর, দঃ ২৪ পরগণা)

রাতের নীরবতা
পাপিয়া দে (দাস)

রাত কাটে চার দেওয়ালের মাঝে
নানা জিজ্ঞাসা ছুঁয়ে থাকে
শহরের নানা অনিশ্চয়তা গ্রাস করছে
তোমাকে আমাকে সকলকে
গোধূলি বেলার সূর্যকণা আজ স্বপ্নীল
রাতের গভীরতায় নিঃস্তব্ধতায় দীর্ঘশ্বাস
কাটানো সময় রং খোঁজে
সম্পর্কগুলোতে সরলতা গাঢ় করতে।

(বেলগাছিয়া, কলকাতা–৩৭)

পরাগ মিলন
জয় চক্রবর্তী

জোছনায় ভরা মায়াবী চাঁদ
প্রকৃতির নীড়ে সোহাগের রঙে,
রাত জাগা ফাগুন বাতাস
নিভৃতে অপেক্ষার সিঁড়ি ভাঙে।
মহুল ফুলের স্নিগ্ধ আবেগ
খোলা জানালায় উঁকি মারে,
পরাগ মিলনে সুখ বৃষ্টি
কাব্যকথায় ঝরে পড়ে।

(মদনপুর, নদীয়া)

অন্তর্যামী
বিবেকানন্দ নস্কর

ছায়ার দেশে অন্ধ আলোর গান
চাঁদ তারা ফুল পাখী সবাই কি নিষ্প্রাণ?
ছায়ার এ পিঠ ছায়ার ও পিঠ মায়ার মাখামাখি
দৃষ্টি জুড়ে ছায়া তখন শুকনো একটি শাখি।
ছায়াপথের অন্ধ বাউল ছায়ার স্বরধ্বনি
ছায়া প্রেমে হাবুডুবু ছায়ার কাছে ঋণী।
অশরীরী ছায়ার কাছে বন্দী তুমি আমি
বুকের ভিতর লুকিয়ে কাঁদে ছায়া অন্তর্যামী।

(সন্তোষপুর, চাঁদপালা, ফলতা, দঃ ২৪ পরগণা)

ইশারা
দত্তা রায়

সবুজ পাতাটা যেদিন হলুদ হয়ে যায়,
বিবর্ণ ভালোবাসা যেন পিছু টানে।
পুড়তে থাকা সিগারেটের ধোঁয়া,
চুপি চুপি ইশারা করে।
চল আর একবার গঙ্গায় ডুব দিই,
সাঁতরে পার হই ভবিষ্যৎ॥

(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ আলিপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

নীরব ভূমি
আব্দুল হান্নান

আমার সমস্ত কাব্য যেখানে হয়েছে শেষ
সেখানেই বসে আছো তুমি
বাতাসে তোমার এলোমেলো তুলে ভাসে
একরাশ মেঘলা ভূমি।
চোখে ভরা সুনীল সমুদ্রবুকে ধরা তৃষ্ণা পাহাড়
শব্দরা হয়েছে নীরব
তোমার অপরূপ লাবণ্যময় সৌন্দর্যে রেখেছি
জীবনের দিক সব।
তুমি যেন শরতের ছাড়া সাদা মেঘ
খুশীতে ওড়াও ওড়না
তোমাকে পেতেই নিরবধি বয়ে চলে
কবিতার স্নিগ্ধ বন্যা॥

(রামশরণপুর, সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

চলছে গাড়ী
অরবিন্দ দাস

গাড়ীর ভিতর বসে থাকি
বাহির পানে দৃষ্টি রাখি
চলবে কখন গাড়ী
চলছে গাড়ী যথাস্থানে
মনটা আমার নাহি মানে
চলছে বৃক্ষ বাড়ি।
ভাবছি যাহা সত্যি নয়
বিপরীত যা মনে হয়
গাড়ীর চাকাই ঘোরে
বই পড়লে বাড়ে জ্ঞান
তাইতো কর অবধান
পড়াশুনা যাও করে।

(শীতলাতলা, দঃ২৪পরগণা)

নবজাতকের অধিকার
কানাইলাল সাহু

সদ্য নবজাতক শিশু
এই পৃথিবীর স্পর্শ পেয়ে,
দু চোখ মেলে তাকায় অবাক।
তার মুষ্ঠিবদ্ধ দুহাত উত্তোলিত,
সুতীব্র চিৎকার
বিশ্বের দরবারে, ব্যক্ত করে তার অধিকার,
পেয়েছে সে আজ নুতন জন্মের পরিচয় পত্র।
আমার এই দেহ তো নয়তো অমর
এই পৃথিবীর জঞ্জাল মুক্ত করে
যেতে হবে ছেড়ে।
শিশুর বাসযোগ্য স্থান
দিতে হবে গড়ে,
হবে পেতে পৃথিবীর অধিকার॥

(দীনেশ পল্লী, কলকাতা – ৯৩)

অপরিচিতা
মৃত্যুঞ্জয় বারুই

শরৎ শেষের সন্দশীতে
বৃষ্টির ছুটি মেঘেদের দেশে।
ভোরের শিশির চরণ ভিজায়
পদ্ম পাতায় মুক্তো ছড়ায়
সূর্য কিরণ তরল সোনায়
পান্না চুণী ঘাসের ডগায়
মলয় বাতাস শিউলি ঝরায়
পানকৌড়ি শাপলা ফুলের পাড়ায়
দেওয়ালীর ছুটি কাশের বনে,
তাইতো সবাই রাশের আমন্ত্রণে
অঘ্রাণ ভরেছে সোনার ধানে,
নবান্নের স্বাদ রয়েছে পরমান্নে।
হেমন্তিনী নীরবে দাঁড়ায়ে দুয়ারে
শুভ্র মেখলায় ঢাকি আপনারে।
বৃথা মোর আসা যাওয়া,
চিনিল না কেহ, আমি যে অপরিচিতা।

(নরহরিপুর, সাগর–কৃষ্ণনগর, দঃ২৪ পরগণা)

আ মরি বাংলা ভাষা
প্রফুল্ল কুমার সাগর

বাংলা মায়ের স্নেহের কোলে জন্মেছি কত আদরে
তাই তো আমি এই ভাষাকে বরণ করেছি সাদরে
এত মধুর ভাষা তো আর পাই না কোন ভাষায়
মায়ের আবেগ ঝরে পড়ে বাংলা মায়ের কথায়
মাম্মি ড্যাডি ডাকে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে
বাবা – মা ডাকার সাথে মধুর বৃষ্টি ঝরে।
ভাব বিনিময়ে বাংলা ভাষা আপন করে নেয়
বাংলা গানের ভাষার বিভায় উথলে ওঠে প্রাণ
ছড়িয়ে সুরের মায়াজাল বাড়ায় বাংলার মান
মধুক্ষরা এই ভাষায় মধুর অন্ত নাই
এর কাছে বিশ্ব ভাষার কোনও দাম নাই
ভালোবাসার এমন ভাষা কোথায় বল পাই
সবার সেরা ধ্রুপদী ভাষা তুলনা যার নাই॥

(দক্ষিণ কাশিয়াবাদ, দঃ২৪ পরগণা)

যুদ্ধ বন্ধের অস্ত্র হোক 'স্নেহ'
মৈত্রি মণ্ডল

যে যুদ্ধ করলে ন্যায়
প্রতিষ্ঠা হয় – সেই যুদ্ধ কর।
যেমন মহাভারতের যুদ্ধ –
সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।
কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে
যুদ্ধ হয় – দুর্বলের ওপর
সবলের পীড়ন, অত্যাচার ও নির্যাতন।
পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য বিস্তারের
এক কূটনৈতিক পরিকল্পনা 'যুদ্ধ'।
কোন দেশ কত শক্তিশালী –
তা প্রদর্শন করা।
কিন্তু যুদ্ধে কি হয় সমাধান?
না–––
'স্নেহ' এই অস্ত্র
প্রয়োগ কর –
প্রত্যেক দেশ প্রত্যেক দেশকে
প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষকে
যদি সবাইকে ভালোবাসতে
পারত – তাহলে পৃথিবীটা
অন্যরকম হত।
না আর যুদ্ধ নয়–
প্রত্যেক দেশ প্রত্যক্ষ বা
পরোক্ষভাবে সবাই
সবাইকে সাহায্য করো।
তবে সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি হবে।
বিশ্বের প্রতিটা দেশ
প্রত্যেকের পরিপূরক হওয়া উচিত।
একটাই পথ– বিনিময় প্রথার
মাধ্যমে উপকৃত করা।
সুতরাং বিশ্বব্যাপি সবাইকে
সবার প্রয়োজন।
কিন্তু হিংসা, দলাদলি, বিভেদ
দিয়ে কি সভ্যতার অগ্রগতি হয়?
না–––
এখন একটা কথাই মনে হয়
বিজ্ঞান অভিশাপ না আর্শীবাদ?
কিন্তু প্রয়োগটা অভিশাপ
না হয়ে – আর্শীবাদরূপে
ঝরে পড়ুক এই বিশ্বে–
এটাই কাম্য।

(চেতলা, কলকাতা)

সচেতনতা বৃদ্ধিতে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ এপ্রিল বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভাকেন্দ্রের প্রতিটি থেকে নির্বাচিত ৫টি করে বুথে একসাথে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হয়। বেলা ১১টা থেকে কর্মসূচি শুরু হয়। বুথ লেভেল অফিসারদের তত্ত্বাবধানে জেলার প্রায় ৫৫টিরও বেশি বুথে গাছ লাগানোর পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের শপথ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগটি এসভিইইপি (সিসটেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যান্ড ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন) কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভোটদানে উৎসাহিত করা। বিশেষ করে যেসব বুথে পূর্ববর্তী নির্বাচনে ভোটদানের হার তুলনামূলকভাবে কম ছিল, সেসব এলাকায় এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করা হয় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের জন্য। এই জেলাব্যাপী কর্মসূচিতে বুথের প্রবীণ, নবীন ও প্রথমবারের ভোটার এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা তুলে ধরা হয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সকল অংশগ্রহণকারী নির্ভয়ে, নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন ভোটদানের শপথ গ্রহণ করেন যা একটি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

অক্ষয় তৃতীয়ার মাহাত্ম্য

সুবোধ চৌধুরী : আমরা সবাই জানি ১২ মাসে ১ বছর হয়, এই ১ বছরের মধ্যে ৩টি মাসকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১. বৈশাখ মাস – এই মাসে তুলসী দেবীকে প্রনাম, জলদান এবং প্রদক্ষিণ অত্যন্ত শুভ কর্ম হিসেবে সূচিত করা হয়। ২. কার্ত্তিক মাস – এই মাসকে বৈষ্ণব সাহিত্যে দামোদর মাস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই মাসে দামোদরকে(কৃষ্ণ) প্রদীপ দান অত্যন্ত পবিত্র কর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ৩. মাঘ মাস – এই মাসে গঙ্গাস্নান অতি পুণ্য কর্ম বলে মনে করা হয়। তাই পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করা হয়। এই ৩টি মাসের মধ্যে কয়েকটি দিনকে বিশেষ পবিত্র বলে মনে করা হয়। যেমন– জন্মাষ্টমী, রামনবমী, নৃসিংহ চর্তুদশী, অক্ষয় তৃতীয়। তার মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়াকে বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ

১. এই দিনে সত্য ও ত্রেতা যুগ শুরু হয়। ২. কেদারনাথ, বদ্রীনাথ মন্দির খোলা হয়। ৩. পরশুরামের জন্মজয়ন্তী। ৪. চন্দনযাত্রা শুরু। ৫. ব্যসদেব কর্তৃক মহাভারত রচনা শুরু। ৬. মা অন্নপূর্ণা এই দিনে শিবকে ভিক্ষা দেন। ৭. রথযাত্রার

রথ তৈরি শুরু। ৮. বৃন্দাবনে পাবন সরোবরে স্নানে সকল পাপ নাশ হয়। ৯. গঙ্গাদেবীর মর্ত্যে অবতরণ। ১০. গিরি গোবরধনে মানসী গঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিহার। ১১. সূর্যদেব কর্তৃক দ্রৌপদীকে অক্ষয়পাত্র দান। ১২. দুর্যোজন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও ভগবান কৃষ্ণের বস্ত্রদান। ১৩. ধনকুবেরকে স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ। ১৪. সুদামাবিপ্রের দ্বারকায় যাত্রা। ১৫. হিমাচলমে জিও নৃসিংহের আর্বিভাব তিথি। ১৬. অক্রুরের সাথে কৃষ্ণ–বলরামের মথুরায় গমন। ১৭. বৃন্দাবনে বঙ্কুবিহারীর শ্রীচরণ দর্শণ। ১৮. ওইদিকে যবের জন্মদিন। ১৯. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংবরণ ও স্বধামে গমন। ২০. গোকর্ণ ভাগবত পাঠ শুরু করেন ও তাঁর ভাইয়ের মুক্তি প্রদান করেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস্–এ কিয়ান

সুভাষ চন্দ্র দাশ: সুন্দরবনের প্রান্তিক গ্রামের ৪৭ মাসের ছোট্ট ক্ষুদে নাম তুলে নিল ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস্–এ। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের আমতলি পঞ্চায়েতের পুঁইজালি গ্রামের সন্দীপ মণ্ডল ও লিপিকা মণ্ডলের সন্তান কিয়ান মণ্ডলের যখন সবে মাত্র ১ বছর বয়স, তখন থেকেই আধো আধো কথা বলা শুরু। সেই সময় থেকে তাকে গান, ছড়া, কবিতা শেখাতে শুরু করেন লিপিকা। এরপর মায়ের সান্নিধ্যে একের পর এক ধাপ এগিয়ে যেতে থাকে সে। এক সময় ছড়া, আবৃত্তি, ৫০টি দেশের নাম, ২৮ টি রাজ্যের রাজধানী, ৩৫০টি ইংরাজী শব্দের বাংলা অর্থ, ৬০টি ইংরাজী ও বাংলা ছড়া খুব সহজেই বলতে শুরু করে। এরপর একমাত্র সন্তান দ্রুত বিকশিত হওয়ায় তাঁরা যোগাযোগ করেন 'ইন্ডিয়া

বুক অফ রেকর্ডস'–এর জন্য। ২০২৬ এর জন্য ২ মাস আগেই সমস্ত তথ্য পাঠায় তারা। অবশেষে সাফল্য আসে কিয়ানের। 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস্' এ নাম ওঠে। খুশিতে ভরপুর হয়ে ওঠেন মন্ডল পরিবার সহ এলাকার মানুষজন। ছোট্ট ক্ষুদেকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে ভূয়শী প্রশংসা করেন। মণ্ডল দম্পতির দাবী আগামীদিনে ছেলে যাতে 'এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস্ এবং গিনেস বুকে নাম তুলতে পারে সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

চেনা পরিবেশের গল্পের সমাহার

১৮টি ছোটগল্প নিয়ে অশোকা পাঠকের গ্রন্থ সাঁঝবেলাতে। লেখিকা কিছু কথা অংশে তাঁর লেখালেখির প্রেক্ষাপট ব্যক্ত করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, যে মানুষগুলি আমাদের চারপাশে চেনা পরিবেশের মধ্যে রয়েছে তাদের নিয়েই আমার ছোট গল্প।

গ্রন্থের প্রথম গল্প সমাধান। স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ যে সন্তানের আশ্রয়ের ক্ষেত্রে চরম হয়ে ওঠে, এই গল্পটি তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অবশ্য গল্পটিতে দ্বিতীয় স্ত্রী রমার সহানুভূতিশীল মাতৃ হৃদয়ের পরিচয় ফুটে ওঠে। গল্পটি সহজেই পাঠক মনে দাগ কাটে।

আবিষ্কার গল্পে সৎ নির্লোভ ফুল ব্যবসায়ী ভুবনের পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়েছে। দুই বান্ধবীর অনেক দিন পর হঠাৎ দেখা এবং তারপর তাদের অবস্থানগত পার্থক্য ফুটে উঠেছে তিলোত্তমা গল্পে। প্রাক্তন অধ্যাপক শুভ্রবিকাশ স্ত্রীকে খুন করেনি বললেও শেষ পর্যন্ত সেই যে খুন করেছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে জবানবন্দী নামক গল্পে। ফুলদানি গল্পে ধরা পড়েছে মন্দিরে একটা দান করবার আকুতি, আবার ডিভোর্স গল্পে আশ্চর্য জনক ভাবে মা দেবযানী চরিত্রের হৃদয়ের উন্মোচন দেখা যায়।

স্বপ্ন মঞ্জিল একটি বাগান বাড়ির নাম হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তিনটি মৃত্যুর ঘটনা। বড় গিন্নির চোখে ধরা পড়েছে জঞ্জাল ও আবর্জনার মধ্যে পারিজাতের ফুটে আছে চুয়া ও চন্দন। চুয়া চন্দন গল্পের এই উন্মোচন সহজেই মনে দাগ কেটে যায়। মুসলমান শিল্পীদের হাতে হিন্দু দেব দেবীর রূপময় সৃষ্টিকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন রাজা সূর্যকান্ত। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়া শিল্পী মকবুলকে তিনি দুহাতে টেনে তুলেছেন শিল্পী গল্পের শেষাংশে।

ছবি ও একটি অদ্ভুত অনুভূতির গল্প খুবই ছোট্ট গল্প। অনুচ্চারিত প্রেমের গল্প হয়ে উঠেছে নীরব প্রেমের গল্প। শুধু মাত্র একটি পত্রে লেখা হয়েছে নায়িকা সংবাদ গল্পটি। পত্র গল্পের শিল্পরূপটি চমৎকার ফুটে উঠেছে।

গ্রন্থের শেষ গল্প যে ফুল না ফুটিতে। বীরুর মার্ডার হয়ে যাবার ঘটনার প্রেক্ষাপটকে গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। পড়তে পড়তে এক অস্থির সময়কে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই। শিউরে উঠি।

সহজ সাবলীল ভাবে গল্পগুলিকে পাঠকের দরবারে পেশ করেছেন লেখিকা। গল্প বলার ভঙ্গিমা ও ভাষার দক্ষতা– দুটোই মিলেমিশে গেছে। গল্পের চরিত্রগুলি আমাদের অতি পরিচিত। তাই চিনে নিতে কষ্ট হয় না। জনারণ্যের ভিড় থেকে চরিত্র ও ঘটনা নির্বাচন খুব সহজ কথা নয়। এই কঠিন কাজকেই সহজ করে তুলেছেন লেখিকা তাঁর সহজাত দক্ষতার গুণে।

পার্থ অঙ্কিত রঙিন প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বোর্ড বাঁধাই প্রশংসনীয়।

● সাঁঝবেলাতে– অশোকা পাঠক। প্রকাশক: সঞ্জীব প্রকাশন। ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০০৯, মূল্য– ২৫০ টাকা।

কাজললতার রূপকথা

(নির্মল কুমার প্রধানের কবিতা সংকলন, প্রকাশনা– আনন্দ প্রকাশন, কল–৭০০০০৭। মুল্য– ২০০ টাকা) বাহাত্তরটি কবিতা নিয়ে এটি লেখকের পঞ্চম গ্রন্থ। প্রকৃতি প্রেমী কবির কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে– নদীর পাড়ে একলা ঝাঁকড়া গাছ/ অদূরে ওই শ্যাওলা নদীর ঘাট(বটের ঝুরি), পথের পাশে ফুলেরা হাসে নানান রঙে/ মৌমাছি মথ প্রজাপতিরা উড়ছে ঢঙে (মিষ্টি সকাল)– এমন মেদুর বর্ণনা পড়তে পড়তে পাঠকের মনে এক আবেশ এনে দেয়। বেশ কিছু কবিতায় ভ্রমণ উপজীব্য হয়ে উঠেছে, স্বর্ণ মন্দির, লাল মাটি, কাশ্মীর কন্যা, প্রয়াগ তীর্থ, আগ্রা কেল্লার কান্না, দেরাদুনের পথে ইত্যাদি। সামাজিক অবক্ষয়ের কিছু কথা কিছু অনুভব ধরা পড়েছে কর্তব্য কর্ম, প্রতিশ্রুতি, সুখের পায়রা, তুমি একটু স্থির হও, আজকের সমাজ, ভাই প্রভৃতি কবিতাগুচ্ছে। সব মিলিয়ে পাঠক–পরিতৃপ্তি নিশ্চিত। ছাপা ও নির্মাণ যথাযথ।

সোঁদরবনের লোনা গল্প

(প্রবীর নন্দী, চিরকালের ছেলেবেলা থেকে প্রকাশিত , মূল্য– ৬০ টাঃ) – বরেণ্য মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যকালের কথা নিয়ে ছোটদের জন্য লেখা এই বইটি বড়োদেরও সমান আগ্রহী করে তুলবে। লেখক খুব সরল ভাষায় এই মহাজীবনের শৈশব, কৈশোর ও তরুণ জীবনের নানা ঘটনা তুলে এনেছেন। সেই সঙ্গে সুন্দর রেখা–চিত্রও মানানসই হয়েছে, যদিচ প্রচ্ছদ–চিত্রটি নিয়ে ভাবনার অবকাশ ছিল বলেই মনে হল। নিঃসন্দেহে বইটি সংগ্রহযোগ্য।

এ দিন চৈত্র মাস (হুতোম–এর চোখে)

সুকুমার মণ্ডল

চত্তির আর বৈশাখ মাসের চরিত্তির হুবহু এক, যেন দুটি ভাই জগাই মাধাই। চত্তি মাস পড়লেই দেকেচি যতেক বাঙ্গালীর মনে কি যেন আকুলি–বিকুলি শুরু হয়ে যায়, বচ্ছরটা এইবার ফুস্ করে ফুরিয়ে যাবে, হৈ হৈ করে বৈশাখ মাস এসে পড়ল বলে! চত্তিরে যত হৈ চৈ, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ডাঁই ডাঁই কাপড়–চোপড়, জুতো থেকে শুরু করে হরেক মাল বিক্কিরি চলছে। রোদের তাপে সবার দদ্দর কোরে ঘাম বেরুচ্চে, মা–লক্ষ্মীদের গৌর বন্ন লালচে হয়ে গেচে, তবু দোকানে দোকানে, দোকানের সিঁড়িতে, ফুটপাতে গুঁতোগুঁতি। কে কার পা মাড়িয়ে দিলো, কে যে কার বেছে রাখা শাড়িটা টপাং করে তুলে নিলো তাই নিয়ে ঝগড়া, লাটালাটি...। সব কটা মাতা তেতে আগুন হয়ে রয়েচে যে।

চত্তি মাসে লোকে শুধু মাতা–ই গরম করে না মশাই। এক ছোকরা কবি বল্লে, জেনে রাখুন এটা বসন্ত ঋতুর মধু মাস। এ সময় বাতাসে প্রেমের গন্ধ ভাসে। মনে নেশা ধরানোর মাস। নেশা বলে নেশা। সংসারে পোড় খাওয়া এক মা–লক্ষ্মী কোনরকম ভনিতা না করে সোজা বলে দিলেন, ওসব বসন্ত–ফসন্ত বুঝিনা বাপু, আমি মুখিয়ে থাকি চৈত্রে–র জন্য।

কি যে বলেন! চত্তি মাসে তো গাজন আর নীলের পূজো ছাড়া আর তেমন কিছু বড় উৎসব নেই।

গাজন নিয়ে মাথা ঘামাতে বয়ে গেছে আমার, চৈত্র মাসে দোকানে দোকানে সেল দেয়, সে খবর রাখেন? দুনিয়ার কাপড়–চোপড়–বিছানার চাদর–জুতো–চপ্পল সস্তায় বিকোয়। ডাঁই ডাঁই সেই মালপত্তর ঘেঁটে নতুন বছরের জন্য ভালো ভালো জিনিস বেছেবুছে কেনা কম ঝক্কির নাকি, সবাই পারে না !

পয়লা বোশেখে নতুন কাপড় গায়ে না চড়ালে সারা বচ্ছর টুঁ টুঁ– এমন বিশ্বেস সেকালেও ছিল, আজো আচে দেকচি। মা–লক্ষ্মীরা এই একটা ব্যাপারে ঐতিহ্যের ধারা–কে টেনে রেকেচেন। সেকালে বাড়ির হদ্দমুদ্দ কত্তামশাই ফর্দ করে নিয়ে গিয়ে ঝাঁকা মুটের মাতায় চাপিয়ে সওদা নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। তারপর গিন্নীর হাতে নকশা ঝালর–লাগানো হাত–পাখার হাওয়া খেতে খেতে বেলের পানা–ভর্তি ইয়া–বড় কাঁসার গেলাসে চুমুক দিতেন। আজকাল ব্যাটাছেলেদের ওসব ঝক্কির কাজ কত্তে হয় না। তেনারা নাকি কেনাকাটা কত্তে গেলেই ঠকে আসেন, তার ওপর পছন্দের কি ছিরি, ম্যা গো ! কত সাধ করে হাতিবাগানের ফুটপাথ চষে, হরিপদ (মাপ কর্বেন, বেচারীর আসল নাম লেকা গ্যালো না, কারণ সে সরকারী আপিসের কেরাণী, তাবৎ কেরাণীদের নাকি ওই একটা নামই মানায়!)। তা

সে যাই হোক, নতুন কাপড়ের মোড়ক খুলে গিন্নীর মুখে পুলকের বদলে কালবোশেখীর মেঘ ঘনালো। মুক বেঁকিয়ে গিন্নী বল্ল, এটা কি–ছিরির কাপড় শুনি! বলি চোক বুজিয়ে বাজার করো নাকি, চোদ্দ বচ্ছর ধরে তো দেকচি, তোমার রুচি পছন্দ বলে কিচু নেই ...দুনিয়ার যতো বাজে জিনিষগুলোই তোমার পছন্দ হয় কেন বলতে পারো! ফোঁত করে একটা পেল্লায় শ্বাস ফেলে হরিপদ বলে ফেল্ল, ঠিক কতা বলেচো, আমার পছন্দ যে বেজায় খারাপ, সে কতা–টা বিয়ের পরে পরেই বুঝেছিলুম...। ব্যস্, এর পর তাথৈ তাথৈ নেত্য লেগে গ্যালো।

ঘুরে ঘুরে দেকছিলুম– হাতিবাগান থেকে গড়িয়াহাট, বেহালা থেকে শেয়ালদা। উরিব্বাপ্ ..কত্তো পাল্টে গ্যাচে শহর কলকেতা। কি সব ঝাঁ চকচকে রঙচঙা বড়ো বড়ো বাড়ি, দোকান–দেকলে চোক ট্যারা। ভেতরে ঢুকতে বুক দুরুদুরু করে, সড় সড় করে সিঁড়ি ওপরে উটে যাচ্চে। দোকানে ঢুকে কিচু না কিনলেও পয়সা লাগবে কিনা কে জানে! সদর দর্জায় দাঁড়ানো কেতাদুরস্ত দারোয়ান–কে গিয়ে শুধোলুম, হ্যাঁ ভাই, এখেনে চত্তি মাসের সেল চলচে বুঝি! আমাকে আপাদমস্তক জরিপ করে ভারি তাচ্ছিল্লের সঙ্গে সে বল্লে, এখানে সেল তো সারা বছর, শুধু চৈত্র কেন, পূজা সেল, দিওয়ালী সেল, উইন্টার সেল, ক্রীসমাস সেল, নিউ ইয়ার্স সেল, ভ্যালেন্টাইন ডে সেল, সামার কালেকশন সেল, মনসুন সেল, স্টক ক্লিয়ারেন্স সেল ... আর কত রকম চাই আপনার!

বাপরে বলো কি, তোমাদের এই দোতলা বাজারে বারো মাস সেল চলে!

আমি কিচু বেফাঁস বলে ফেলেচি নিশ্চই, কেননা দারোয়ানটি গম্ভীর হয়ে বল্ল, এটা দোতলা বাড়ি নয়, পাঁচতলা ...তাছাড়া এটা বাজার নয়, শপিং মল বুঝলেন! ..যান যান, একটু তফাতে যান তো, পেছনে কাস্টমার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

শপিং মল থেকে বেরিয়ে ফের ফুটপাথে, সেখানে তেম্নি চলছে হাঁকডাক, তেম্নি হাঁকপাক। মোদ্দা কতা বুঝলুম, চত্তি সেলের দুর্নিবার আকর্ষণী ক্ষমতা আচে, যা মা–লক্ষ্মীদের দোকান–মুকো করে দেয়। এখন সবকিচুতেই সেরা হবার লড়াই আকচার লেগে থাকে, সেরা বৌমা, সেরা শাশুড়ী, সেরা মা, সেরা বাবা...। চৈত্রের সেলের সেরা দিদিমণি– মার্কা একটা প্রতিযোগীতা চালু করা যায় কিনা, টিভিওলাদের মাতায় ঢুকিয়ে দিলে কেমন হয়! নাঃ থাক্ ... যা দিনকাল চলচে, আইডিয়া–টাইডিয়া দুমদাম্ ফাঁস করতে নেই, ধাঁ করে চুরি হয়ে যেতে কতক্ষণ!

আতশ কাচে

আইপিএলে বদল

আইপিএলের ক্রীড়াসূচিতে দুটি ম্যাচের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিত সাইকিয়া বলেছেন, ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ২৬ এপ্রিল আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটানস ও চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হওয়া কথা ছিলো। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি চেন্নাইয়ের এম এ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। খেলার সময় অপরিবর্তিত রয়েছে।ওই দিন বিকেল সাড়ে তিনটেয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। ২১ মে চেন্নাইয়ে চেন্নাই সুপার কিংস ও গুজরাট টাইটানস এর মধ্যে ম্যাচটি চেন্নাইয়ের পরিবর্তে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। খেলা শুরু হবে সন্ধে সাড়ে সাতটায়।

আইপিএলে শাস্তি

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আইপিএল ম্যাচে নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হার্দিক প্যান্ডিয়া ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর টিম ডেভিডকে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে। মন্থর ওভারের জন্য হার্দিককে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আম্পায়ারের নির্দেশ অমান্য করায় ডেভিডকে ম্যাচ ফীর ২৫ শতাংশ জরিমানা হয়েছে। সেই সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে।

মেনোরকা মাস্টার্স

ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার নিহাল সারিন মেনোরকা মাস্টার্স ২০২৬ দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। স্পেনের মেনোরকায় ছ'দিনের এই প্রতিযোগিতায় রাউন্ড রবিন পর্বে চারটি জয় ও দুটি ড্রয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন তিনি। রানার্স-আপ হয়েছেন ইউক্রেনের গ্র্যান্ডমাস্টার রুসলান পোনোমারিয়ভ।

মহমেডানের হার

লখনউ এর একানা আন্তর্জাতিক ফুটবল স্টেডিয়ামে আইএসএলে মহমেডান স্পোর্টিং ০-১ গোলে ইস্টার কাশির কাছে পরাজিত হয়েছে। ম্যাচের ১৫ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেছেন মহম্মদ আসিফ খান। এই ম্যাচে জয়ের ফলে ইস্টার কাশি ৮ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে। অন্যদিকে, এখনো পর্যন্ত তাদের খেলা সাতটি ম্যাচেই হেরে মহমেডান স্পোর্টিং ১৪ দলের লিগে সবশেষেই রইল।

ইস্টবেঙ্গলের জয়

চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে আইএসএল ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল ৩-১ গোলে চেন্নাইয়িন এফ সিকে হারিয়ে দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে এডমুন্ড লালরিনডিকা , বিপিন সিং, নন্দ কুমার গোল করেছেন। চেন্নাই দলের পক্ষে ইয়াদুয়া গোল করেছেন।

বাগানের জয়

পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকা একটা ম্যাচ! মোহনবাগান বনাম পাঞ্জাব এফসির দ্বৈরথ দেখতে দেখতে এ কথাই বলতে হয়। ৯০ মিনিটের প্রতিটা ছত্রে ছত্রে রোমাঞ্চ। পাঁচ-পাঁচটা গোল। দু-দু'বার পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে দুরন্ত জয় পেল সবুজ-মেরুন। বাগানের হয়ে গোল করে জেমি ম্যাকলারেন, সাহাল আব্দুল সামাদ ও জেসন কামিন্স। এই রুদ্ধশ্বাস জয়ে দু'নম্বরে উঠে এল মোহনবাগান।

বিশ্বকাপ রেফারি

চলতি বছরের ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন - ফিফা ২ জন মহিলা সহ ৫২ জন রেফারির নাম চূড়ান্ত করেছে। কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পুরুষদের বিশ্বকাপে মহিলা রেফারিদের ফিফা ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দিচ্ছে। কাতার বিশ্বকাপে ৩ জন মহিলা রেফারি ও ৩ জন সহকারী মহিলা রেফারির নাম চূড়ান্ত করা হয়েছিলো। ১৭০ জন ম্যাচ অফিসিয়ালদের মধ্যে ৫২ জন রেফারি, ৮৮ জন সহকারী রেফারি ও ৩০ জন ম্যাচ ভিডিও অফিসিয়াল নেওয়া হয়েছে।

সোনার কেল্লার মুকুল থেকে ইডেনের মুকুল

স্বপ্ন আর ছক্কার খোঁজে নতুন নায়ক

সুমনা মণ্ডল: সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা'র সেই ছোট্ট মুকুল-চোখে ছিল এক অদ্ভুত খোঁজ, এক অজানা টান। অতীতের স্মৃতি নয়, যেন এক স্বপ্নের ভিতরে বাস করত সে। ঠিক তেমনই আজকের ক্রিকেটের মুকুলও খুঁজছে-তবে সে খুঁজছে ছক্কা, রান আর জয়ের ঠিকানা। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স যেন এক রাতের জন্য হয়ে উঠেছিল তার 'সোনার কেল্লা'। ২১ বছরের মুকুল চৌধুরী, আইপিএলের বিশাল মঞ্চে, নিজের নামটা লিখে দিলেন এক ঝলকে। ২৭ বলে ৫৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস, ৭টি ছক্কা-আর শেষ বলে ঠান্ডা মাথায় জয় ছিনিয়ে নেওয়া-সব মিলিয়ে যেন এক সিনেমার চিত্রনাট্য।

ক্রিজে নামার পর প্রথম ১২ বলে মাত্র একটা বল খেলতে পেরেছিলেন। চারপাশে উইকেট পড়ছে, চাপ বাড়ছে-কিন্তু মুকুল যেন নিজের ছন্দে স্থির। যেন আগেই জানতেন, 'একটা বলই যথেষ্ট।' সেই বিশ্বাসেই পরের ৩০ বলে একাই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। হেলিকপ্টার শট, লং অনের ওপর দিয়ে ছক্কা-সবেতেই ধরা পড়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রভাব। ছোটবেলার সেই অনুশীলন, সেই অনুপ্রেরণা- ইডেনে বাস্তব। তবে এই সাফল্যের গল্পটা শুধু মাঠে তৈরি হয়নি। এর পেছনে আছে এক বাবার স্বপ্ন, এক পরিবারের ত্যাগ আর অসংখ্য না-পাওয়া দিনের ইতিহাস। ঝুনঝুনুর ছোট শহর থেকে জয়পুর, সেখান থেকে আইপিএল-এই যাত্রাপথে বাড়ি বিক্রি হয়েছে, জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে বাবাকে। তবু থামেনি স্বপ্ন। মুকুল নিজেই বলেছেন, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল জন্মেরও আগে-যেদিন তাঁর বাবা ঠিক করেছিলেন, ছেলেকে ক্রিকেটার বানাবেন। সেই স্বপ্নই আজ রূপ নিচ্ছে বাস্তবে।

প্রথম শ্রেণিতে মাত্র ৪ ম্যাচ, লিস্ট 'এ' তে ৫, টি-টোয়েন্টিতে ১০-অভিজ্ঞতা কম, কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বিধ্বংসী ব্যাটিংই তাঁকে এনে দেয় আইপিএলের টিকিট। আর সুযোগ পেয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন, কেন তাঁকে ভবিষ্যতের ফিনিশার বলা হচ্ছে।

সত্যজিতের মুকুল খুঁজে পেয়েছিল তার সোনার কেল্লা। ক্রিকেটের মুকুল কি খুঁজে পাবে নিজের সেই সোনার সাম্রাজ্য? সময়ের অপেক্ষা-তবে শুরুটা যেন একেবারেই সিনেমার মতো।

ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিকে হকি খেতাব মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার হকির নবজন্ম। নতুন অধ্যায়ে নিজেদের নাম লিখে ফেলল মোহনবাগান। বিবেকানন্দ যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামের অ্যাস্ট্রো টার্ফে কলকাতা লিগের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাবে এই নিয়ে ২৭ বার এলো লিগ খেতাব।ভারতীয় হকির কিংবদন্তি ৯২ বছরের গুরবক্স সিং খেলা দেখতে এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন, '১৯৭৬ সালে মন্ট্রিয়ল অলিম্পিক্সে শুরু হয়েছিল অ্যাস্ট্রো টার্ফে খেলা। কিন্তু বাংলায় অ্যাস্ট্রো টার্ফে লিগ শুরু হয়েছে তার পাঁচ দশক পরে গত বছর থেকে। আর এ বার লিগ ফাইনাল হলো হকির পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামোয়। এটা তো বাংলার হকির নতুন অধ্যায়ই।'

গত বছর হাওড়ার ডুমুরজলার অ্যাস্ট্রো টার্ফে লিগ হয়েছিল। কিন্তু

সেটা স্টেডিয়াম নয়। সেখানে ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ হারিয়েই সেরা হয়েছিল মোহনবাগান। আর এ বারের লিগ পর্যায়েও লাল হলুদ ব্রিগেডকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল মোহনবাগান। সেই অর্থে হকির কলকাতা ডার্বিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলল সবুজ মেরুন জার্সিধারীরা।সারা ম্যাচেই আধিপত্য ছিল সিমরনজিৎ সিংয়ের মোহনবাগানেরই। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আব্রাহান সুদেব ও রোহিতের গোলে মোহনবাগান এগিয়ে যায় ২-০। তৃতীয় কোয়ার্টারে পরপর পাঁচটা পেনাল্টি কর্নার আদায় করে ইস্টবেঙ্গল। তা থেকে ব্যবধান কমান প্রতাপ লাকরা। পরে মহম্মদ রাহিল মৌসিন গোল করে বাগানের জয় সুনিশ্চিত করেন।

মোহনবাগান হকি সচিব শ্যামল মিত্র বলছিলেন, 'জুনিয়র বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতীয় টিমের একাধিক খেলোয়াড়কে এনে আমরা শক্তিশালী টিম বানিয়েছিলাম। তারই ফল মিলল।'

এক অধ্যায়ের সমাপ্তি, প্রয়াত সিডি গোপীনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের এক সোনালি অধ্যায়ের অবসান ঘটল। ভারতের প্রথম টেস্ট জয়ী দলের শেষ জীবিত সদস্য সিডি গোপীনাথ বৃহস্পতিবার প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। চেন্নাইয়ের আদ্যারে মেয়ের বাড়িতে ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা ক্রিকেট মহল।

১৯৫২ সালে তৎকালীন মাদ্রাজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ৮ রানে জয় পেয়েছিল ভারত-যা ছিল দেশের প্রথম টেস্ট জয়। সেই ঐতিহাসিক ম্যাচেরই শেষ জীবিত

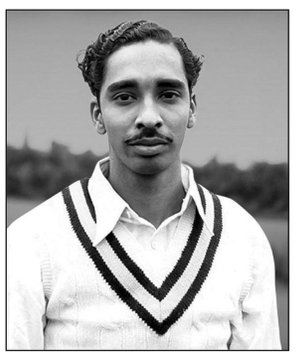

প্রতিনিধি ছিলেন গোপীনাথ। ওই ম্যাচে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ৩৫ রান করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই জয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি মজার ছলে বলেছিলেন, একটি মাত্র টেস্ট নিয়ে বই বা তথ্যচিত্র হওয়া তাঁকে অবাক করেছিল।

১৯৩০ সালের ১ মার্চ মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন গোপীনাথ। ১৯৫১ সালে মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। প্রথম ম্যাচেই অপরাজিত ৫০ ও ৪২ রানের ইনিংস খেলে নজর কাড়েন এই ডানহাতি ব্যাটার। ঘরোয়া ক্রিকেটেও তিনি ছিলেন সফল। মাদ্রাজ দলের হয়ে দীর্ঘদিন অধিনায়কত্ব করেছেন এবং রঞ্জি ট্রফিতে ২,৩৪৯ রান করেছেন। ১৯৫৮-৫৯ মরসুমে মাইসোরের বিরুদ্ধে ২৩৪ রানের ইনিংস তাঁর কেরিয়ারের সেরা। খেলা ছাড়ার পরও ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গোপীনাথ। জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি এবং ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের ম্যানেজারের ভূমিকাও সামলান।

তাঁর প্রয়াণের পর ভারতের প্রবীণতম জীবিত টেস্ট ক্রিকেটারের তকমা এখন চন্দ্রকান্ত পাটানকরের দখলে। তবে ১৯৫২-র সেই ঐতিহাসিক জয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক জীবন্ত স্মৃতির অবসান ঘটল গোপীনাথের বিদায়ে-ভারতীয় ক্রিকেটে যেন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল এক গৌরবময় অধ্যায়ের শেষ পাতা।

ব্যারাকপুরে খুদেদের বিশ্বকাপের আমেজ, শুরু বিএসএফ প্রিমিয়ার লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে শুরু হল ব্যারাকপুর স্পোর্টস ফোরামের পরিচালনায় বিএসএফ প্রিমিয়ার লিগ। বিশ্বকাপের আদলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে প্রায় ৩৫০-র বেশি খুদে ফুটবলার। ১০ বছর বয়সি কচিকাঁচা থেকে একটু বড় ছেলেমেয়েরা এই লিগে অংশ নিয়ে ফুটবল দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। প্রতিটি দলের নাম রাখা হয়েছে বিশ্বকাপের বিভিন্ন দেশের নামে। বয়সভিত্তিক চারটি বিভাগে ৮টি করে দল নিয়ে লিগ-কাম-নকআউট ফরম্যাটে প্রতিযোগিতা চলবে আগামী কয়েক মাস ধরে। প্রতি রবিবার এই লিগের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

এই উদ্যোগের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন ক্রীড়াজগতের পরিচিত মুখ কমল মৈত্র। ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে প্রতিদিন অনুশীলন করা খেলোয়াড়দের নিয়েই এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফুটবল কর্তা নবাব ভট্টাচার্য, ব্যারাকপুর পৌরসভার উপ-পৌর প্রধান ও ব্যারাকপুর স্পোর্টস ফোরামের সম্পাদক সুপ্রভাত ঘোষ, ফুটবল প্রশিক্ষক রঞ্জন ভট্টাচার্য, সংস্থার সিইও শতদ্রু এবং প্রাক্তন জাতীয় গোলরক্ষক জগদীশ ঘোষ সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই লিগের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, খেলোয়াড়দের মায়েরাই মেন্টরের ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ প্রতিযোগিতায় বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। বাংলা থেকে নতুন ফুটবল প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা। প্রতিদিন সাড়ে তিনশোর বেশি ছেলে-মেয়ে এই মাঠে অনুশীলন করে। তাঁদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে প্রতিভাবান ফুটবলার উঠে আসবে বলেই আশাবাদী ক্রীড়ামহল।

ক্যান্ডিডেটস জিতে বিশ্বমঞ্চে আর বৈশালী

সুমন সরদার : ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার আর বৈশালী ইতিহাস গড়লেন। ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ফিদে উইমেন্স ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টের শেষ রাউন্ডে জয় তুলে নিয়ে তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে এই মর্যাদাপূর্ণ শিরোপা নিজের ঝুলিতে তুললেন। এর ফলে আগামী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন জু ওয়েনজুন-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুযোগ পেলেন। টুর্নামেন্টের শেষ রাউন্ডে ছিল চূড়ান্ত উত্তেজনা। রাশিয়ার অভিজ্ঞ গ্র্যান্ডমাস্টার কাতেরিনা লাগনো-র বিরুদ্ধে জয়ই বৈশালীর সামনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল। শুরুতেই

লাগনো বেছে নেন আক্রমণাত্মক "সিসিলিয়ান ড্রাগন" ওপেনিং। তবে ঠান্ডা মাথায় খেলে সেই আক্রমণ ভেস্তে দেন বৈশালী। ধৈর্য ধরে পজিশন গড়ে তুলে সঠিক সময়ে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেন তিনি। একই সময়ে কাজাখস্তানের বিবিসারা আসাউবায়েভা-র ম্যাচের ফলও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শেষ পর্যন্ত আসাউবায়েভা ড্র করায় এবং বৈশালীর জয়ে পয়েন্ট তালিকায় এগিয়ে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন ভারতীয় তারকা। ১৪ রাউন্ডে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে বৈশালী দেখিয়ে দিলেন, বিশ্বচেসে ভারত এখন বড় শক্তি। এই জয় শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, ভারতীয় দাবার জন্যও এক নতুন দিগন্তের সূচনা। এবার সবার নজর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে-সেখানে বৈশালীর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জু ওয়েনজুন।

বিশ্বকাপে নিয়মে কড়াকড়ি আনছে ফিফা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবল মানেই নাটক, আবেগ আর কৌশলের লড়াই। কিন্তু এবার সেই খেলায় যুক্ত হচ্ছে কঠোর সময়-শাসন। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপকে সামনে রেখে একগুচ্ছ যুগান্তকারী নিয়ম আনতে চলেছে ফিফা, যার লক্ষ্য একটাই-খেলাকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ এবং দর্শকের উপভোগ্য করে তোলা। সবচেয়ে বড় বদল আসছে টাইম-ওয়েস্টিং বা সময় নষ্ট করা রুখতে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বদলি হওয়ার সময় কোনো ফুটবলার মাত্র ১০ সেকেন্ডের মধ্যে মাঠ ছাড়তে পারবেন। এর বেশি সময় নিলে তাঁর বদলি খেলোয়াড়কে সাইডলাইনে এক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ, সেই সময় দলকে ১০ জন নিয়েই খেলতে হবে। একইভাবে থ্রো-ইন নেওয়ার ক্ষেত্রেও সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে-৫ সেকেন্ডের মধ্যে বল মাঠে না ফেললে সরাসরি বলের দখল পাবে প্রতিপক্ষ। শুধু তাই নয়, চোট নিয়েও থাকছে কড়াকড়ি। মাঠে চিকিৎসা নিলে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে অন্তত এক মিনিট মাঠের বাইরে থাকতে হবে। এর ফলে 'নকল চোট' দেখিয়ে খেলার গতি নষ্ট করার প্রবণতায় লাগাম টানতে চায় ফিফা।

ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভিএআর নিয়েও আসছে বড় পরিবর্তন। এখন থেকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড বা বিতর্কিত কর্নার কিকের মতো সিদ্ধান্তেও হস্তক্ষেপ করতে পারবে ভিএআর। তবে সেই হস্তক্ষেপ হবে সীমিত-শুধুমাত্র 'সুস্পষ্ট ও গুরুতর ভুল' হলে তবেই সিদ্ধান্তে বদল আনা হবে,য যাতে অপ্রয়োজনীয় বিরতি কমে।৪৮ দলের এই বিশাল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে গিয়ে ম্যাচের মান বজায় রাখাই ফিফার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই খেলার গতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই নিয়মগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিবর্তন শুধু খেলার গতি বাড়াবে না, বরং সময় নষ্ট করার কৌশলকে কার্যত 'শাস্তিযোগ্য অপরাধে' পরিণত করবে। ফলে খেলোয়াড় ও কোচদের এখন শুধু কৌশল নয়, সময় ব্যবস্থাপনাতেও হতে হবে নিখুঁত।সব মিলিয়ে, ২০২৬ বিশ্বকাপ শুধু দলসংখ্যার দিক থেকে নয়, খেলার ধরনেও হতে চলেছে একেবারে নতুন-আর সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রেই রয়েছে 'সময়'।

বারপুজোয় আবেগে ভাসল বাগান-ইস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে প্রথা মেনেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী বারপুজো। উপস্থিত ছিলেন ক্লাব কর্তারা, প্রাক্তন-বর্তমান খেলোয়াড়, কোচ এবং সমর্থকরা। তবে আগের বছরের তুলনায় এবারের আয়োজন ছিল কিছুটা ফিকে। ক্লাব সচিব রূপক সাহা পুজোর সংকল্প নেন, উপস্থিত ছিল মহিলা দল ও ডেভেলপমেন্ট টিম, অনুপস্থিত ছিলেন সিনিয়র দলের ফুটবলাররা। প্রাক্তনদের মধ্যে দেখা যায় আলোক মুখার্জি, মেহতাব হোসেন, রহিম নবি ও দীপঙ্কর রায়কে। শেষ মুহূর্তে হাজির হন হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। বারপুজোর দিনেই শীর্ষ কর্মকর্তা দেবব্রত সরকার নতুন মরশুমের অধিনায়ক হিসেবে মহম্মদ রাকিব এবং সহ-অধিনায়ক হিসেবে লালচুংনুঙ্গার নাম ঘোষণা করেন। কর্তাদের দাবি, আগামী বছর নিজেদের মাঠেই ফের ফুটবল খেলবে ইস্টবেঙ্গল। কিছুটা ফিকে আয়োজন হলেও নতুন মরশুমে ঘুরে দাঁড়ানোর আশাবাদী লাল হলুদ শিবিরে।

অন্যদিকে বারপুজোর দিন জমজমাট মোহনবাগান ক্লাব। প্রথা মেনে পুজোয় অংশ নেন সভাপতি দেবাশিস দত্ত, সচিব সৃঞ্জয় বসু, অধিনায়ক শুভাশিস বসু ও ফুটবলার মনবীর সিং। প্রচণ্ড গরমে ভিড় তুলনামূলক কম হলেও সমর্থকদের আবেগে ভাটা পড়েনি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে দিনটি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়-সহ একাধিক ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি হকি, ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিক্সে নতুন স্পনসর পাওয়ার সুখবরও মিলেছে। হকি অ্যাকাডেমির পর এবার ক্রিকেট অ্যাকাডেমি তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান সভাপতি দেবাশিস দত্ত। ক্লাবেই এই অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্য মেনে ভোগে লুচি-আলুরদম-ছোলার ডাল-পান্তুয়া-বোঁদের স্বাদে মিলনমেলায় পরিণত হয় মোহনবাগান।

প্রকাশিত

লাল দ্বীপের বাসিন্দা

যৌনপেশা এবং যৌনকর্মী সমাজ

পলাশ পান

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com